শুদ্ধি পত্র।

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	ভদুপরি	তদুপরি
১৩	বাধিবে	বাঁধিবে
১৫	বাইওকমিক	বাইওকেমিক
১২	আপেক্ষিক	আক্ষেপিক
১৩	কম্বলাচ্ছিত	কম্বলাচ্ছাদিত
০	ওলউঠা	ওলাউঠা
৩	পশ্চাযুক্ত	পশ্চাদুক্ত
২	ময়	নয়

সূচীপত্র।

বিষয়			পত্রা

বিষয় | পত্রাঙ্ক

৩৬			
৩৮	৮		
৪৪	১৭	পূজস্রাবী	পূনস্রাবী
৪৬	১২	এস পি	এন পি
৫৭	৪	ব্যহার্য্য	ব্যবহার্য্য
৬২	১০	রেচকস্থ	রেচক
৭০	১৫	এন পি	এম পি
৭৭	৬	এস পি	সি এফ
৮০	৭	তদ্বারা	তদ্দ্বারা
৮০	২১	ঔষধ	চিকিৎসা

অনুবন্ধ।

ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ—সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণা মারোগ্য মূলমুত্তমম্
রোগা স্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।

স্বাস্থ্যই মনুষ্যের অমূল্যরত্ন। বহুপুণ্য ব্যতীত এ রত্ন লাভ করা যায় না। বিপুল সম্পত্তি, অদম্য প্রভুত্ব, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ণ সম্ভ্রম প্রভৃতি যতই থাকুক না কেন, দেহ সুস্থ না থাকিলে সকলই অকিঞ্চিৎ কর। আরোগীতা যে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের দ্বারস্বরূপ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বর্ণরজতাদি-ধনাপেক্ষা স্বাস্থ্যসম্পত্তির অধিকতর গৌরব, কেননা স্বর্ণাদির বিনিময়ে স্বাস্থ্যলাভ হয় না, পক্ষান্তরে, দেহ রোগশূন্য থাকিলে ধনার্জ্জন অসম্ভব নহে। তবে অর্থের সঙ্গে কোন কোন অংশে স্বাস্থ্যের তুলনা করা যাইতে পারে। ধনসঞ্চয় করিতে হইলে যেমন একটি পয়সারও অপব্যয় অবিহিত, তদ্রূপ স্বাস্থ্য-লাভ বা রক্ষা করিতে হইলে সামান্য অত্যাচরণও পরিহার্য্য। আবার ধনী ব্যক্তির পুত্র-কন্যা-পৌত্র-দৌহিত্রগণ যেমন তাহার অর্জ্জিত ধনের উত্তরাধিকারী, তেমনি পুত্রকন্যাদি পৈত্রিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যেরও ফলভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুত্র পৌত্রাদির ভাবী শুভ কামনা করেন, তাঁহারা যেন স্ব স্ব দেহকে অরোগী করিতে যত্নবান হয়েন।

ভারতীয় পুরাণতন্ত্রাদি ও বৈদেশিক ইতিহাসাদি পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বকালের লোকেরা দীর্ঘজীবী ছিলেন, এখন লোক অল্পায়ুঃ ও রুগ্ন হইয়াছে। অকাল মৃত্যুতে ধরাধাম বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। শুদ্ধ এ দেশ বলিয়া নয়, সভ্যতম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বলেন, সে দেশের লোকের পরমায়ু গড়্ পড়্তায় ২৩৷২৪ বৎসরের অধিক নহে। তবে দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমীতে রুগ্নতা ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অধিকতর। অধুনাতন রাজচিকিৎসকগণ নাকি এ দেশীয় লোকের জীবিতকাল ১৮৷২০ বৎসরের অধিক নহে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শিশুমরণ এত অধিক হইয়াছে যে তজ্জন্য রাজপুরুষগণকেও ব্যথিত করিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবাসীগণ অনায়াসলব্ধ শাকান্ন ভোজন, নগ্নপদে ভ্রমণ, স্বদেশজাত স্থূলবস্ত্র পরিধান করিয়াও বলিষ্ঠ, শ্রমসহিষ্ণু, নিরাময় ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, এখন পক্কান্ন-পলান্ন ভোজন, বুট-মোজা—কোট—কামিজ পরিধান, ল্যাভেণ্ডার, পোমেটম ব্যবহার করিয়াও লোকেরা বলহীন, শ্রমাশক্ত ও ম্যালেরিয়া প্রপীড়নে মুমূর্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

এদেশের লোকের এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? অনেকে অনেকবিধ হেতু নির্দ্দেশ করেন। মহামতি ডাক্তার এলিন্সন কিউন প্রমুখ অধুনাতন ইউরোপীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মত এই, "প্রাচীন-পরম্পরাগত নৈসর্গিক ভোজন পান আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিয়া (সভ্যতানুরোধে) কোন-রূপ নব্যপ্রণালীর অনুসরণ ও পীড়া হইলে অনৈসর্গিক ঔষধ সেবন করিলে লোকের অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে" কালবশে আমাদের দেশে পূর্ব্বতন মন্বত্রি-যাজ্ঞবল্ক্য-পরাশরাদি

মহাত্মাগণের আদিষ্ট প্রণালীর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দুরবস্থা ঘটিবে না কেন?

ঈশ্বরশক্তি মহাদেবী প্রকৃতির সুনিয়মে স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও বিলয়কার্য্য ধারাবাহিকরূপে পরিচালিত হইতেছে। প্রাণীবর্গ সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে কোন বিঃ বৈপরীত্যাদি ঘটে না। স্বেচ্ছাবিহারী পশু পক্ষীদের প্রাকৃতিক নিয়মপালনের অন্যথা হয় না বলিয়া তাহাদের রোগ ও অকাল মৃত্যু অতি বিরল। পূর্ব্বকালিন লোকেরা বহুল পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়মমতে চলিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাদের রোগাদি কম ছিল। যতই সভ্যতার স্রোত বাড়িতেছে ততই লোক পূর্ব্বাচার পরিভ্রষ্ট ও তজ্জন্য বিপথগামী হইয়া অকালেই পঞ্চত্বগত হইতেছে। যিনি যতদূর সুব্যবস্থামতে চলিতে পারেন তিনি ততই স্বাস্থ্যসুখ ভোগে সমর্থ হয়েন।

ডাক্তার এলিনসন বলেন রোগোৎপাদক দোষ ত্রিবিধ লক্ষিত হয়। ১, জনক জননীর দোষ; ২, আত্মদোষ; ও ৩, প্রতিবেশীর দোষ। এই ত্রিবিধ দোষের মধ্যে যে দোষেই হউক পীড়া হইলে যে উপায় অবলম্বন করিলে আরোগ্য লাভ হয় তাহাই এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

অনেকেই জানেন, এই কয়েকটি চিকিৎসা প্রণালী সভ্য (ও অর্দ্ধ সভ্য) দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, যথা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ, আরবীয় হেকিমি, ইউরোপের চিরপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথি, হানিমানের আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথি, ডোজিমেট্রী, ক্রোমোপ্যাথি, সাইকোপ্যাথি। এই সব প্রণালীতে সকল রোগেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে.

ও তত্তন্মতে চিকিৎসায় যে পীড়ার উপশম হইয়া থাকে তাহাও স্বীকার্য্য। পরন্তু এই উপশম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে পাঠকগণ সময়ান্তরে তদ্বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন দোষে পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। পীড়ার কারণ স্থূল নহে, অতিসূক্ষ্ম যে যে শক্তির সামঞ্জস্যে দৈহিক ক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হয় তাহার বিপর্য্যয়েই পীড়া অনুভূত হয়। সূক্ষ্ম উপায়ে সেই শক্তির সামঞ্জস্য পুনঃ সংস্থাপিত করাই চিকিৎসা। এলোপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদ ও হেকিমি মতে স্থূল ঔষধের ব্যবস্থা। সূক্ষ্ম-উপায়-প্রয়োগ স্থলে স্থূল—উপায় অবলম্বন করা হিতকর নহে। তাহাতে আপাততঃ উপশম অনুভূত হইলেও পরিণামে অনিষ্ট সাধন করে। এতদ্বিষয় পরে উক্ত হইবে।

ডাক্তার এলিন্‌সন্‌, কিউন ট্রাল প্রভৃতি চিকিৎসকগণ আদৌ ঔষধ প্রয়োগের বিরোধী। ইহাঁরা স্পষ্টতঃ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে "ঔষধে রোগ সারে না।" একথা শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন, কেহবা হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবেন, বলিবেন কি প্রলাপ বাক্য।! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ঔষধেই রোগ-শান্তি হইতেছে, আজ কি নূতন কথার অবতারণা "ঔষধে রোগ সারে না।" কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইতেছে। যাঁহারা এই নূতন কথা তুলিয়াছেন "ঔষধে রোগ সারে না" তাঁহারা কেহই হৃদয়শূন্য, অসভ্য, বন্য-পশুবৎ মূর্খ নহেন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া, বহুদিন বিচার করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের যুক্তি-পূর্ণ মত বলা হইবে।

হাইড্রোপ্যাথি, ক্রোমোপ্যাথি, সাইকোপ্যাথি এই তিন মতে ঔষধ প্রয়োগ নাই, কেবল কতিপয় উপায়ে বিশ্লিষ্ট শক্তিকে পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া রোগমুক্ত করিতে হয়। কিন্তু বিনা ঔষধে চিকিৎসায় সকলের সহসা বিশ্বাস হয় না, তজ্জন্য যে সূক্ষ্ম ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী অবলম্বন করিলে পীড়ারও শান্তি হয় অথচ রোগীর ভাবী-অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না, তাহাই আদরণীয়। হোমিওপ্যাথি, ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথি ও বাইও-কেমি এই ত্রিবিধ মতে সূক্ষ্ম ঔষধ প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে ডাক্তার সুস্‌লারের আবিষ্কৃত বাইওকেমিক মতই প্রকৃতির সঙ্গত ও অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া ভূরি ভূরি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে, স্বদেশ হিতৈষণানুরোধে দেশীয় চিকিৎসক ও সুশিক্ষিত গৃহস্থ মহোদয় গণ-সমীপে তাহাই উপস্থাপিত করিতেছি।

এই পুস্তক তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ে চিকিৎসা প্রকরণ, দ্বিতীয়াধ্যায়ে বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব, তৃতীয়াধ্যায়ে পরিশিষ্ট।

চিকিৎসা প্রকরণে রোগের কারণতত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব, সাধ্যা-সাধ্যত্ব ইত্যাদি লিখিয়া পুস্তকের অবয়ব বৃদ্ধি করা হয় নাই সে সব জানিবার অনেক পুস্তক আছে। কেবল কোন কোন রোগের প্রধান লক্ষণ, নির্দ্দিষ্ট উপসর্গ দমনোপযোগী বাইও-কেমিক ঔষধ প্রয়োগ, জল-চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, কোথাও বা অন্যান্য উপায় লিখিত হইতেছে।

ভৈষজ্যতত্ত্বে ডাক্তার সুস্‌লারের প্রকাশিত দ্বাদশবিধ বৈধানিক ঔষধের ক্রিয়াগুণ, কোন যন্ত্রে কি কি লক্ষণ দৃষ্ট

হইলে কোন্ ঔষধ বিহিত, ও ঔষধের শক্তি মাত্রাদি, বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশিষ্টে জল চিকিৎসার প্রক্রিয়া, সৌরচিকিৎসার আভাস ও অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায় সম্যক্ আয়ত্ব করিতে পারিলে অনেক স্থলে বিনা ঔষধে আরোগ্য সাধন হইতে পারে। অপিচ ইহাতে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, স্মৃতিশক্তির তেজস্বিতা ও দীর্ঘায়ুঃ লাভের বিশিষ্টোপায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

সুযোগ্য পাঠকবৃন্দ সমীপে নিবেদন এই যে প্রথমতঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত এই পুস্তক পাঠ, তদনন্তর বিহিতরূপে ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে তাঁহারা যে ফল বিষয়ে সন্তোষ লাভ করিবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ করি না। বহুদিন যাবৎ এই প্রাকৃতিক মতে চিকিৎসায় নিজে সন্তোষিত হইয়াই সাধারণ্যে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। বলা বাহুল্য যাঁহারা এই পুস্তকখানি ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে কদাচ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। সাহস করিয়া বলিতে পারি এই পুস্তকের আদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে যেরূপ নিরুপদ্রবে, সত্বর ও সমূলে রোগ ক্ষয় হয়, তেমন বর্ত্তমান প্রচলিত আর কোন প্রণালীতে হইতে পারে না। একথা অতিরঞ্জিত নহে।

স্বদেশোন্নতিলিপ্সু-সা[illegible] [illegible]এরা পাঠকবৃন্দ মৎসঙ্কলিত পুস্তকের দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া মূল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেই মদীয় মনোরথ সিদ্ধ হইবে, অধিকেনালম্।

বাইওকেমিক বা জৈব রাসায়নিক চিকিৎসা।

জর্ম্মান দেশের ওল্‌ডেনবর্গ নিবাসী ডাক্তার সুসলার এই বাইওকেমিক চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা। ইনি বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষায় স্বীয়মতের সারবত্তা পরিজ্ঞাত হইয়া উহা ভিষক্ সমাজে প্রচারার্থে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশীয় কোন পত্রিকায় এতদ্বিষয় ঘটিত একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তত্রস্থ জনৈক চিকিৎসক সুস্‌লারের মতের প্রতিবাদ করেন। সে প্রতিবাদ টিকিল না। আমেরিকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আদি-প্রচারক ডাক্তার হেরিং, প্রাট মর্গান্, ডেবিস প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে সুস্‌লারের প্রণালী পরীক্ষা করিয়া তন্মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সুস্‌লারের মূলগ্রন্থ জর্ম্মান ভাষায় রচিত, পরন্তু তদাবিষ্কৃত চিকিৎসার অসামান্য গুণকারিতা উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার ওকনর ও ডাক্তার ওয়াকর, এই দুইজনে মূলগ্রন্থ ইংরাজীতে ও ডাক্তার ফেরান্ ও অর্ট ইহাঁরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ক্রমে স্পেন পর্টুগাল, রুষ, ইটালী, হলণ্ড দেশীয় চিকিৎসকগণ আপনাপন মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপের সর্ব্বদেশে ও আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দ্বীপ-পুঞ্জে সুস্‌লারের প্রকাশিত চিকিৎসার মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন।

আমাদের ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে যাঁহারা বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করিতেছেন, সকলেই আশানুরূপ ফললাভে সন্তুষ্ট হইয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ ইংরাজী কেহ ফরাসী গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাইও-কেমিক মতের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা-নভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে সুসলারের প্রণালী পরিজ্ঞাত হইবেন।

ডাক্তার সুসলার বহুকালব্যাপী অনুসন্ধানে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেহাবস্থিত রস রক্ত মজ্জা পেশী অস্থি স্নায়ু শিরা নখ কেশ প্রভৃতি যাহা কিছু দৃষ্ট হয় সে সকলের মূল উপাদান দ্বাদশবিধ পার্থিব লাবণিক পদার্থ। এই গুলির যথা পরিমাণে সমঞ্জস ভাবে অবস্থানে রক্ত পেশী শিরাদি প্রকৃতিস্থ থাকিয়া দেহ কার্য্য সম্পাদন করে। এই অবস্থাই দেহের সুস্থাবস্থা। কোন হেতু বশতঃ ঐ পার্থিব লবণের কোনটির ন্যূনতা বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইলে পীড়া হয় সুতরাং পীড়া নিবারণ করিতে হইলে লক্ষণ ভেদে উক্ত ঔপাদানিক লাবণিক পদার্থের একটির বা একাধিকের উপযুক্ত পরিমাণে শরীরাভ্যন্তর্গত করাইতে হইবে। ইহাই সুসলারের মত। এই মত যে সমীচীন, তৎপ্রদর্শিত চিকিৎসায় সুফল লাভেই তাহা প্রমাণীকৃত হয়।

দেহের মূলোপকরণ বা ঔষধরূপ দ্বাদশটি পার্থিব লবণের নাম ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন নিম্নে লিখিত হইল। ঐ সকলের ক্রিয়াগুণ অর্থাৎ পীড়িতাবস্থার কোন্ লক্ষণে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ যোগ্য, তদ্বিষয় পাঠক দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভৈষজ্যতত্ত্বে পরিজ্ঞাত হইবেন।

ঔষধের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	সাঙ্কেতিক চি'
Calcarea Fluoricum	Calc Fluor	C F
ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুরিকম	ক্যাল্‌ক্ ফ্লুর	সি এফ্
Calcarea Phosphoricum	Calc Phos	C P
ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকম্	ক্যাল্‌ক্ ফস	সি পি
Calcarea Sulphuricum	Calc Sulph	C S
ক্যাল্‌কেরিয়া সলফিউরিকম্	ক্যাল্‌ক্ সল্‌ফ	সি এস্
Ferrum Phosphoricum	Fer phos	F P
ফেরম ফস্ফরিকম্	ফের ফস্	এফ পি
Kali Muriaticum	Kali mur	K M
কালি মিউরিয়াটিকম	কালি মুর	কে এম্
Kali Phosphoricum	Kali phos	K P
কালি ফস্ফরিকম্	কালি ফস	কে পি
Kali Sulphuricum	Kali Sulph	K S
কালি সলফিউরিকম্	কালি সল্‌ফ্	কে এস্
Magnesia Phosphorica	Mag phos	M P
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা	ম্যাগ্ ফস	এম্ পি
Natrum Muriaticum	Natr mur	N M
নেট্রম্ মিউরিএটিকম্	নেট্র-মুর	এন্ এম্
Natrum Phosphoricum	Natr phos	N P
নেট্রম্ ফস্ফরিকম্	নেট্র ফস্	এন্ পি
Natrum Sulphuricum	Natr sulph	N S
নেট্রম্ সলফিউরিকম্	নেট্র সলফ্	এন্ এস্
Silicea	Silic	Sil
সিলিসিয়া	সিলিক্	সিল্

এই ১২টি ঔষধ, 'বৈধানিক ঔষধ' বলিয়াও আখ্যাত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উক্ত দ্বাদশবিধ লবণের একটির বা সমকালে একাধিক্যের, ন্যূনতা বা শৃঙ্খলাভঙ্গ হইলেই রোগ-চিহ্ন লক্ষিত হয়, তজ্জন্য বিহিত ঔষধ, যোগ্য পরিমাণে শরীরা-ভ্যন্তর্গত করাইতে হয়। নিম্নে উক্ত পরিমাণের বিষয় বলা হইতেছে।

মনে করিতে হইবে, রক্ত মধ্যে যে লৌহাংশ আছে তাহার পরিমাণ দশ পাঁচ সের নহে। পূর্ণ বয়স্কের সমুদায় রক্তে ২।৩ রতি লৌহ আছে কি না সন্দেহ। রক্তে যে লৌহের ন্যূনতায় রোগ জন্মে, সেই ন্যূনতার পরিমাণ হয় তো এক রতির সহস্র বা লক্ষাংশের একাংশ। সেই লৌহাংশ পূরণ-করণ জন্য উহা তদ্রূপ সূক্ষ্ম পরিমাণেই প্রয়োগ করিতে হয়। হোমিও-প্যাথির আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার হানিমান্ ঔষধের সূক্ষ্ম করণ জন্য যে ট্রাইটুরেসন বা চূর্ণ প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন, বাইওকেমিক ঔষধও সূক্ষ্ম করণ জন্য সেই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। ১ ভাগ মূল দ্রব্য ৯ গুণ দুগ্ধ শর্করা (Sugar of milk) সহ ক্রমশঃ অন্যূন এক ঘণ্টাকাল খলে মর্দ্দন করিলে ঔষধের প্রথম শক্তি (First Potency) প্রস্তুত হয়। পরে ঐ প্রথম-শক্তি ঔষধের ১ ভাগ, ৯ গুণ দুগ্ধ-শর্করা সহ ঐরূপ মর্দ্দন করিলে দ্বিতীয় শক্তি হয়। এই রূপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রথম হইতে তৃতীয় শক্তি নিম্ন, ষষ্ঠ পর্য্যন্ত মধ্য, তৎপরবর্ত্তী ত্রিংশৎ পর্য্যন্ত উচ্চ, তদনন্তর ঔষধ উচ্চতম শক্তি বলিয়া আখ্যাত হয়। সচরাচর নিম্ন ও মধ্য শক্তিই ব্যবহৃত হয়। কদাচিৎ উচ্চ বা উচ্চতম শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ঔষধের মাত্রা, পূর্ণ বয়স্কের, ১ গ্রেণ বা অর্দ্ধরতি, অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধ ৫।৬ গ্রেণ, জল ৮ আউন্স, ১ এক আউন্স মাত্রায় সেবনীয়।

কেহ কেহ বাইওকেমিক প্রণালীকে হোমিওপ্যাথি বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু স্বয়ং সুস্‌লার তাহা স্বীকার করেন না। যাহা হউক হানিমানের আবিষ্কৃত পূর্ব্ব-প্রচলিত হোমিওপ্যাথি অপেক্ষা বাইওকেমিক প্রণালী যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, ফল দর্শন করিয়াই তদ্বিষয় নির্দ্ধারণ করা যায়। অপিচ বর্ত্তমান হোমিও-প্যাথিক ঔষধের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক হইয়াছে। চিকিৎসা কালে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত করা অতীব কঠিন, পক্ষান্তরে বাইওকেমিক ঔষধের সংখ্যা ১২টি মাত্র, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অল্পদিন মধ্যে উহাদের ক্রিয়াগুণ জানিয়া প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ঔষধ যেমন অল্প সংখ্যক ও ফলপ্রদ তেমনি সুলভ ও সুখ সেব্য। সুরা, বা নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের ধর্ম্মহীনকর দ্রব্যের নাম গন্ধ নাই। সদ্য-প্রসূত শিশু, পূর্ণগর্ভা রমণী, ক্ষীণ ধাতু ও বৃদ্ধ রোগীদের প্রতি নিরাশঙ্কায় প্রয়োগ করা যায়।

প্রকৃত-ঔষধ নির্ব্বাচিত না হইলে অবশ্যই ফল লাভের অস-ম্ভাবনা, কিন্তু ঔষধের দোষে রোগীর জীবনান্ত হয় না।

প্রথমাধ্যায়। চিকিৎসা-প্রকরণ।

এতদ্দেশে সচরাচর-দৃষ্ট পীড়া সমূহের বিশিষ্ট আরোগ্যোপায় এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে নিম্নোক্ত কএকটি কথা বলা যাইতেছে।

১ম। লিপি সংক্ষেপ জন্য ব্যবস্থেয় বাইওকেমিক ঔষধের সাঙ্কেতিক চিহ্ন (যথা F P, K M ইত্যাদি) প্রদত্ত হইয়াছে।

২য়। ঔষধের কোন্ শক্তি কোন্ সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার স্থির নিয়ম নাই। পীড়ার মৃদুত্ব প্রচণ্ডত্বাদি অবস্থানুসারে নিম্ন মধ্য বা উচ্চশক্তি ব্যবহার করা যায়, তবে সাধারণতঃ নিম্ন, মধ্য এই দুই শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন রোগে দিবসে দুই একবার, অভিনব জ্বরাদিতে ২।৩ ঘণ্টা ও বিসূচিকা, ক্রুপ, ডিপ্থিরিয়াদি প্রচণ্ড পীড়ায় ১ ঘণ্টা অর্দ্ধ ঘণ্টা কথন বা ১০।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

৩য়। ইংরাজী ও ফরাসীগ্রন্থে অবস্থা বিশেষে দুই বা তিনটি ঔষধের, পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমরা ২, ৩ কথন বা ৪টি ঔষধ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগে, বেশ ফল পাইয়াছি। পাঠকগণও ইচ্ছা করিলে সেইরূপ একত্রে ব্যবহার করিতে পারেন। তাহাতে ফলের ব্যতিক্রম না হইয়া বরং সুবিধাই হইবে। বহিঃপ্রয়োগ কালেও ঐরূপ করা যাইতে পারে, তবে মিশ্রণ-স্থলে ঔষধের পরিমাণ কিছু হ্রাস করা বিধেয়।

আমরা ভূয়োদর্শনে জানিতে পারিয়াছি যে, সকল প্রকার পীড়াতে ব্যবস্থেয় ঔষধের (শক্তি বিশেষের) বাহ্য প্রয়োগে অধিকতর ফল লাভ হয়। এই সব বহিঃপ্রয়োগের ঔষধ জলে মিশাইয়া কখন কম্প্রেস্ কখন ব্যাণ্ডেজ, বাথ্ বা আব্লুসন্ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচনে ভ্রম জন্য বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া চিকিৎসার প্রারম্ভেই নির্ব্বাচিত ঔষধ সমকালে অন্তঃ ও বহিঃপ্রয়োগ করিবে। যেমন কোন অবিরাম জ্বরাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় F P ব্যবস্থেয় হইলে। অন্তঃপ্রয়োগে উহার মধ্যশক্তি সেবন ও বহিঃপ্রয়োগে F P জলে মিশাইয়া ওএট্সিট্ প্যাক্, হট্বাথ্ ও উদর প্রদেশে কম্প্রেস ব্যবহার করিলে অচিরে জ্বর মগ্ন হয়। সবিরাম জ্বরে নিম্ন শক্তি N S সেবন ও বহিঃপ্রয়োগের এন্ এস্ জলে মিশ্রিত করিয়া হট্বাথ, আব্লুসনাদি প্রক্রিয়া করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে জ্বর-নিবৃত্তি হয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে কেবল বহিঃপ্রয়োগের ঔষধের জল প্রক্রিয়ায় ফল লাভ হইয়াছে, সেই হেতু, সকল স্থলেই ঔষধের বহিঃপ্রয়োগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করি।

সুসলারের বাইওকেমিক চিকিৎসা ও জল চিকিৎসা এই উভয়ই প্রকৃতি সঙ্গত বলিয়া অন্যান্য প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদি রোগী অধিক পরিমাণে অবৈধ স্থূল ঔষধ, যথা রেচক (জোলাপ) কুইনাইন, পারদ, কাটবিষ, হরিতাল, সেঁকো, আইওডিন প্রভৃতি সেবন, ও বেলেস্তারা, সিটন্, জলৌকাদি দ্বারা রক্তক্ষয়ে জীবনী শক্তির দৌর্ব্বল্য ও হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, মস্তিষ্কাদির যান্ত্রিক দোষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়। যে সব রোগীর

পীড়া বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা-দিগকে সুস্থ করা অবশ্য সময় সাপেক্ষ। সেরূপ স্থলে ধৈর্য্যালম্বন না করিলে ফলোদয় হয় না।

অজীর্ণতা।

ভুক্ত দ্রব্যের যথাসময় মধ্যে পরিপাক না হইলে, পেটে ভার বোধ, আধ্মান, বেদনা, বিবমিষা, বমন, ভেদ ইত্যাদি বহু লক্ষণ উপস্থিত হয়। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত এই যে বহুবিধ কায়িক ও মানসিক পীড়ার মূলকারণ অজীর্ণতা। অজীর্ণ দোষ থাকিলে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপাদিত হয় না। অবিশুদ্ধ রক্ত শরীরস্থ যন্ত্রে নীত হইলে তত্তদ্যন্ত্রের ক্রিয়া ও বিধানের বিকৃতি হয়। সুতরাং এক অজীর্ণতায় সকল রোগই জন্মিতে পারে। অতএব সকল পীড়ার মূল স্বরূপ অজীর্ণ ব্যাধির প্রতি চিকিৎসকের বিশেষরূপ মনোনিবেশ কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।

N P (এন পি) অপক্ক ভুক্তদ্রব্য বমন, অজীর্ণ ভেদ, পাকস্থলীর প্রদাহ।

K M (কে এম) গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জন্য, জিহ্বা শ্বেত বর্ণ।

K P (কে পি) দুর্গন্ধ উদ্গার, অত্যধিক ক্ষুধা।

K S (কে এস) উদরে জ্বালা বোধ, জিহ্বা পীত বর্ণ।

M P (এম পি) পেটে আপেক্ষিক বেদনা, চাপিলে উপশম বোধ, হিক্কা।

N P (এন পি) অম্লদোষ, ক্রিমিদোষ, পাকস্থলীতে ক্ষত।

N S (এন এস) মুখে তিক্তাস্বাদ, পিত্তদোষ।

Sil (সিল) পূর্ব্বাহ্ণে বমন, স্থায়ী অম্লদোষ।

পাকযন্ত্রগত পোষণস্নায়ুর দৌর্ব্বল্য জন্য অজীর্ণতা হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে স্নায়ুশক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে। বিরেচক ঔষধ, সোডা, খড়ি, চুণ প্রভৃতি ক্ষারদ্রব্য বা কটু তিক্ত রস বিশিষ্ট প্রচলিত "পাচক" ঔষধ ও সুরা, ভাং প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে পরিণামে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

নির্ব্বাচিত উপরোক্ত বাইওকেমিক ঔষধসহ জলপ্রক্রিয়ার কতিপয় সংখ্যা মহোপকারী। উহা প্রয়োগে পোষণস্নায়ুশক্তির বৃদ্ধি হইয়া পরিপাকক্রিয়া প্রকৃতিস্থ হইবে। সংখ্যা ১৮, ১৮½ অর্থাৎ উষ্ণজলসিক্ত "স্পঞ্জিয়া পেলিন" পেটে দিয়া তদুপরি ফ্লানেল দিয়া জড়াইয়া রাখা। ১৯ অর্থাৎ যথারীতি পেটের উপর ফোমেণ্ট করা। ৩, বা পেটের উপর কম্প্রেস্ প্রয়োগ। ৫ বা গরম জলের টবে বসা। ৬ বা সিটিং বাথ অর্থাৎ নাভি কটি ও উরুদেশ, টবের জলে ডুবাইয়া পদদ্বয় বাহিরে রাখা। এইরূপ ১২, ১৪, ১৪½ ১৭½। কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে ২২ অর্থাৎ গরম জলের পিচকারী দিয়া রেচন। ত্বকের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ ঘর্ম্মাবরোধ, গাত্র কণ্ডু, দাহ ইত্যাদি হইলে ১০, ৫, ১, ১৫ ইত্যাদি। উল্লেখিত সংখ্যাগত প্রক্রিয়াগুলি, পাঠকগণ, পরিশিষ্টে প্রদর্শিত "জল প্রক্রিয়া" পাঠ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

পথ্যাদি—অজীর্ণ রোগের প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ দুষ্পচ দ্রব্য ভোজন-জনিত অগ্নিমান্দ্যে উপবাসই মহৌষধ, তদ্বারা উত্ত্যক্ত

দুর্ব্বলীভূত পাকযন্ত্র কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিলে উহার নষ্টশক্তি আপনা হইতেই পুনরুদ্দিপ্ত হইবে। ক্রমে সাবু, যবের মণ্ড, শীতল কখন বা উষ্ণ পানীয় রূপে বিহিত। পীড়ার জীর্ণাবস্থায় অন্নের মণ্ড, সুসিদ্ধ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, সুখপাচ্য তরকারী, যবের রুটি, অধিক লবণ বা কটুরসহীন-ব্যঞ্জন, জলমিশ্র অল্প দুগ্ধ ইত্যাদি সেবনীয়। সুপথ্যও অধিক পরিমাণে ভোজন নিষিদ্ধ। যথাশক্তি ভ্রমণ, বিমল বায় সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য পথ্যাদির নিয়ম সংরক্ষিত না হইলে এই সর্ব্বরোগমূলক অজীর্ণ ব্যাধির শান্তি হয় না।

বিচক্ষণ পাঠকগণের এইটি বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে অনেক প্রাচীন রোগে অজীর্ণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সেই সেই রোগের চিকিৎসাকালে পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত করণ জন্য জল প্রক্রিয়া পদ্ধতি গুলি অবলম্বন করিতেই হইবে।

অগ্নিদাহ।

সাক্ষাৎরূপে অগ্নি সংযোগ, বা উষ্ণ জল, তৈলাদিতে অঙ্গ দগ্ধ হইলে, চিকিৎসা।

K M (কে এম) আভ্যন্তরিক সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ।

F P (এফ পি) প্রদাহিক জ্বরাদি।

K S (কে এস) ক্ষতে পূয হইলে।

K P, N M (কে পি ও এন এম) মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষণে।

M P (এম পি) আক্ষেপিক লক্ষণ দৃষ্ট হইলে।

সদ্য দগ্ধস্থলে নিম্নোক্ত আশুযন্ত্রণা নিবারক প্রলেপ প্রযোজ্য।

অণ্ডলাল অর্থাৎ হংস বা কুক্কুট-ডিম্বের স্বচ্ছাংশ, মসিনার তৈল, ও দুগ্ধের সর সমভাগে মিশাইয়া তদ্বারা তুলা বা পুরাতন বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিয়া ঘায়ে লাগাইবে। তদুপরি আর্দ্র শীতল ন্যাকড়া ৫।৬ পাট পটি দিয়া আবৃত করিবে। প্রতি ঘণ্টায় উপরের জলের পটি ও ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর অণ্ডলালাদির প্রলেপ পরিবর্ত্তন করিবে। প্রলেপ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সাবধানে মৃদুহস্তে ঘা গরম জলে ধৌত করিবে।

অন্যবিধ উপায়। দগ্ধস্থলে ১০।১২ মিনিট কাল ষ্টিম (১০ ৩/৪) দিয়া সাবান মিশ্র গরম জলে ধৌত করিবে। অথবা ১৯ (ফোমেণ্ট)। জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে জ্বর নিবারক ১ (ওএট-সিট প্যাক) ১২। ক্ষত স্থলে ২৩ অর্থাৎ ৩।৪ পাট লিণ্ট বা পুরাতন ন্যাকড়া গরম জলে ভিজাইয়া ক্ষতের উপর দিয়া তদুপরি ফ্ল্যানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ভিতরের উষ্ণপটী বদলাইয়া শীতল পটি দিলে ক্রমে ক্রমে ক্ষত শুষ্ক হইতে থাকিবে।

অণ্ড প্রদাহ।

আঘাত, শৈত্য লাগা, প্রমেহ রোগে, বা উগ্র দ্রব্যের পিচকারী ব্যবহারে হঠাৎ রসস্রাব রোধ হইলে, কোষাভ্যন্তরে অণ্ডের প্রদাহ হয়। তাহাতে স্থানিক বেদনা, স্ফীততা ও জ্বরাদি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

K M, F P (কে এম ও এফ পি) প্রথমাবস্থায় পর পর ব্যবহার্য্য।

Sil (সিল) পূযোৎপত্তি হইলে।

C P (সি পি) কদাচিৎ প্রয়োগ হয়।

অন্যান্য কার্য্য, প্রদাহের চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

অতিসার, উদরাময়, গ্রহিণী।

যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি, দুষ্পচ দ্রব্য ভোজন, অন্ত্রের দৌর্ব্বল্য শৈত্য বা উষ্ণাতিশয্য নিবন্ধন অধিক পরিমাণে বিকৃত মল নিঃসরণ। তরল, শ্বেত, পীত হরিৎ স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, সরক্ত ইত্যাদি ভেদ, কখন তৎসঙ্গে পেটে বেদনা, আধ্মান অগ্নিমান্দ্য ও অবসাদনাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) অপক্ক ভেদ, পিপাসা, শিরশ্চালন, আক্ষেপ (শিশুদের দন্তোদ্গমকালিন ভেদ)।

K M (কে এম) মল সাদা, পিচ্ছিল, রক্তমিশ্র আম, মূহুর্মূহু আমাশয়ের বেগ, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ।

K P (কে পি) কাজির ন্যায় ভেদ, মলে দুর্গন্ধ অবসাদন (ওলাউঠার লক্ষণ)।

K S (কে এস) জলবৎ, পিচ্ছিল বা পীতবর্ণ ভেদ, জিহ্বা পীত ক্লেদাচ্ছন্ন।

M P (এম পি) পেটে আক্ষেপিক বেদনা।

N M (এন এম) সফেণ, স্বচ্ছভেদ, পর্য্যায়িক মলবদ্ধতা।

N P (এন পি) অম্লগন্ধযুক্ত ভেদ, ক্রিমি-জন্য ভেদ।

N S (এন এস) সবুজ বা কালচে ভেদ, পিত্তাধিক্যে ভেদ।

Sil (সিল) শিশুদের দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, মস্তকে ঘর্ম্মাধিক্য।

C P (সিপি) দন্তোদ্গম কালিন নানা বর্ণের মল নিঃসরণ।

জল প্রক্রিয়ার সংখ্যা ২৪, ২৫ তাহাতে উপশম না হইলে ২৬, ২৭। অজীর্ণ রোগে লিখিত জলপ্রয়োগও ব্যবস্থেয়। পথ্যাদি অজীর্ণ রোগের ন্যায়।

অন্ত্র প্রদাহ।

অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ হইলে জ্বর, পেটে বেদনা, ভিতরে তাপানুভব, রোগী পা ছাড়াইতে অশক্ত, মলবদ্ধতা কখন বা সরক্ত ভেদ ইত্যাদি লক্ষণ হয়।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) অবিরাম জ্বর, উদরাভ্যন্তরে তাপানুভব, অস্থিরতা ইত্যাদি।

K M (কে এম) উদর স্ফীত, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ক্লেদাবৃত।

K P (কে পি) অত্যধিক জ্বর, বিকারের লক্ষণাদি।

K S (কে এস) অপরাহ্ণে বৃদ্ধি, জিহ্বামূল পীত-ক্লেদাবৃত।

N S (এন এস) পিত্ত বমন, মুখে তিক্তাস্বাদ।

Sil, C S (সিল, ও, সি এস) অন্ত্রে ক্ষত হইলে মলসহ সরক্ত পূয দর্শন।

জলপ্রক্রিয়া। সংখ্যা ১৯, ১০ ১০$\frac{৩}{৪}$, ১৪$\frac{১}{২}$, ১, ৬, ৩$\frac{১}{২}$ ১৮$\frac{১}{২}$, ৪১, মল বদ্ধ থাকিলে ১২। পথ্যাদি জ্বরের ন্যায়।

অন্ত্রবৃদ্ধি।

উদরস্থ অন্ত্রের কিয়দংশ, অণ্ডকোষ মধ্যে, নাভিদেশে, কুঁচকি ও উরুপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইলে অন্ত্রবৃদ্ধি বলা যায়। অল্পকালস্থায়ী রোগ নিম্নোক্ত চিকিৎসায় উপশমিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।

FP (এক পি) লম্ফ, অতিহাস্য, বা ব্যায়ামাদি কারণে অন্ত্র নির্গমন।

MP (এম পি) আপেক্ষিক বেদনাসহ উদরাধ্মান।

CP (সি পি) বালকের পীড়া, পুনরাক্রমণ নিবারণ জন্য।

জলপ্রক্রিয়া। সংখ্যা ২৮ বা ২৮৩/৪ (বডি ব্যাণ্ডেজ) দিয়া তদুপরি "ট্রস" লাগাইয়া রাখিবে। অথবা ৬ (সিটি-বাথ) পরে ১৯ তৎপরে ট্রস অথবা নিম্নোদরে ৮+৭ ইঞ্চ চতুষ্কোণ স্পঞ্জিও পেলিন্ বসাইয়া তাহার উপর "ট্রস" বাধিবে। এইরূপ কিছু দিন প্রয়োগ করিলে আর ট্রস ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না।

অপস্মার (মৃগীরোগ।)

হঠাৎ মূর্চ্ছা, আক্ষেপ, ও লাল-নিঃসরণ এ রোগের সাধারণ লক্ষণ। এ পীড়া বহু দিন স্থায়ী হইলে মস্তিষ্কের বিধান-বিকৃতি জন্য রোগী জড়ভাবাপন্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়। দীর্ঘকালের পীড়া না হইলে নিম্নোক্ত চিকিৎসায় ফল দর্শিতে পারে।

চিকিৎসা।

FP (এক পি) চক্ষু মুখ আরক্তিম (মস্তকে রক্তাধিক্য লক্ষণ।)

K M (কে এম) চর্ম্মরোগের অবরোধ জন্য পীড়া।

K P (কে পি) হৃৎস্পন্দন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য।

M P (এম পি) আক্ষেপের আধিক্য, দৃষ্টির বৈপরীত্য।

N P (এন পি) ক্রিমি জন্য রোগে।

Sil (সিল) পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় বৃদ্ধি।

জল প্রক্রিয়া। আক্রমণের পর, সংখ্যা ২৯, পরে ঈষদুষ্ণ জল গ্রিবা হইতে ক্রমে কটির নিম্ন পর্য্যন্ত ঢালিবে। পদদ্বয় মাষ্টার্ড মিশ্র গরম জলে রাখিবে। ৩১, ৩২। প্রাতে ৩২^{১}/২ পূর্ব্বাহ্ণে ৩২^{৩}/৪। দ্বিপ্রহরে ৩৩, সায়ংকালে ৩০ রাত্রে শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র ঘর্ষণ করিবে। মধ্যে ২, ৩৪, ৩৫।

অনুগ্র দ্রব্য ভোজন, মস্তকে নীল ছায়া (ডাং বাবিটের আদিষ্ট, পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে) ও মেরুদণ্ডে বেগুনী ছায়া প্রদান করিবে। মানসিক শ্রম অবিহিত।

অম্লরোগ।

চিকিৎসা।

N P (এন পি) অম্লরোগের মহৌষধ (ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখুন।)

F P (এফ পি) বমিত দ্রব্য অজীর্ণ ও অম্লগন্ধযুক্ত, (N P সহ প্রযোজ্য।)

Sil (সিল) দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ, (N P সহ)

বর্ত্তমান কালে অম্লরোগ প্রায় দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। অন্য কোন চিকিৎসায় যে এ রোগ নিবারিত হয় না, তাহার কারণ এই যে চিকিৎসকগণ এ রোগের প্রকৃত কারণ বা নিদান

পরিজ্ঞাত না হইয়া, নানাবিধ ক্ষার ও উগ্র দ্রব্য মিশ্রিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া পীড়া দুর্নিবার করিয়া থাকেন।

সোলার প্রেক্সস্ নামক পোষণ-স্নায়ুপুঞ্জ উদরোদ্ধ প্রদেশে থাকিয়া, পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র ও যকৃতাদির ক্রিয়া-সামঞ্জস্য নিষ্পাদন করে। কোন হেতু বশতঃ উক্ত স্নায়ুপুঞ্জের দৌর্ব্বল্য ঘটিলে পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। তাহাতে ভুক্তদ্রব্য যথা সময়ে জীর্ণ না হইলে পাকস্থলী মধ্যে উৎসেচন ক্রিয়া হয়। উত্ত্যক্ত পাকস্থলী হইতে অধিক পরিমাণে Lactic acid বা অম্লরস ক্ষরিত হয়। ক্রমশঃ উৎসেচন ক্রিয়া জন্য বায়ুসঞ্চার হয়, সেই বায়ু উর্দ্ধে উদ্গারব্রূপে ও অধঃ অপান পথ দিয়া নিঃসৃত হয়। বায়ু-নির্গমন পথ সরল না থাকিলে, বেদনা অনুভূত হয়। অন্যান্য চিকিৎসকগণ, মূল কারণ যে পোষণ স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া ক্ষার ও কটুরস দিয়া যে কেবল পাকস্থলীকে বিকৃত করিয়া ফেলেন তাহা নয়, প্রত্যুত অবৈধ ব্যবস্থায় পোষণস্নায়ুকে অধিকতর নিস্তেজ করিয়া থাকেন। বাইওকমিক ঔষধ ও জলপ্রক্রিয়াই ক্রমশঃ রোগের মূল কারণ অপনয়ন করিতে পারে।

জলপ্রক্রিয়া—অজীর্ণতা ও যকৃৎ পীড়ার ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।

অর্শরোগ।

অর্শরোগে কোন কোন রোগীর রক্তস্রাব হয়, কাহারও বা রক্তস্রাব না হইয়া মলদ্বারে বেদনা, ও জ্বালা টনটনানি নানাবিধ অসুখ হয়। যকৃৎ, পাকস্থলী বা অন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে এই

রোগ জন্মে। রোগের মূলকারণ দূর না করিয়া কেবল বলি কর্ত্তন বা দাহক ঔষধ দিয়া ক্ষতযুক্ত করা আসুরিক চিকিৎসা। তদ্দ্বারা পরিণামে বিপরীত ফল হয়।

চিকিৎসা।

CF (সি এফ) বাইওকেমিক মতে এইটি প্রধান ঔষধ। ব্যবস্থেয় অন্য ঔষধসহ। ইহারও প্রয়োগ করিতে হইবে। (ভৈষজ্য-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য)

FP (এফ পি) ধরধরিয়া বেদনা, লাল রক্তস্রাব।

KM (কে এম) কালচে রক্তস্রাব।

KS (কে এস) জিহ্বা মূলে পীতবর্ণ লেপ।

MP (এম পি) অত্যধিক তীক্ষ্ণ বেদনা।

NM (এন এম) মূত্রপথ ও মলদ্বারে জ্বালা, মলদ্বার নির্গমন।

CP (সি পি) দৈহিক রক্তাল্পতা।

Sil (সিল) মলদ্বার দিয়া পূয নির্গমন, কণ্ডুয়ন, বেদনা।

জল প্রক্রিয়া। অত্যন্ত বেদনায়, সংখ্যা ১৮ক্ষ অথবা ১৯, তদনন্তর ৮ক্ষ পরে ৩৬। আর্দ্র স্পঞ্জিও পেটিন মলদ্বারে দিয়া কৌপিন বন্ধন। ২৮। বেদনায় শান্তি হইলে ১১ক্ষ বা ১৪ক্ষ। বডি ব্যাণ্ডেজ বিহিত। অতিশয় রক্তস্রাবে দিবসে ৩। ৪ বার ভিনিগার মিশ্রিত শীতলজলে ধৌত করণ। বা শীতল জলের টবে সিট বাথ। মলবন্ধে জোলাপ না দিয়া ২২।

অর্শরোগে উগ্রদ্রব্য বা অতিভোজন, রাত্রিজাগরণ, অত্যুষ্ণ বা জনাকীর্ণ স্থানে বাস নিষিদ্ধ। মানকচু, ডুমুর, পেঁপে, দেশী কুমড়া, মুখপ্রিয় শাক, যব বা আটার রুটি সুপথ্য।

অর্ব্বুদ (আব)।

চিকিৎসা।

C F (সি এফ) প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইলে।

C P (সি পি) গণ্ডমালা রোগীর পক্ষে।

Sil (সিল) বেদনা ও ক্ষত হইলে।

ডাঃ বার্বিটের স্বচ্ছ ও বেগুনী বা লাল ডিঙ্ক পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার লাভ হইতে দেখা গিয়াছে।

সচরাচর দ্বিবিধ আব দৃষ্ট হয়, ১, ফ্লেসি টিউমর, উহার ভিতর মাংসের ন্যায় কঠিন পদার্থ সঞ্চিত হয়। ২, সিষ্টিক টিউমর, উহার ভিতরস্থ পদার্থ তরল বলিয়া টিপিলে কোমল বোধ হয়। প্রথমোক্ত কঠিন আবে স্থানিক প্রয়োগ না করিয়া দেহ শোধন জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান সম্পাদন করিলে ক্রমে আব কমিয়া আইসে। দ্বিতীয় বিধ কোমল আবে, ফোমেণ্টেসন, ষ্টিম, গরম পুলটিস প্রয়োগ করিলে অভ্যন্তরস্থ পদার্থ পূয হইয়া নির্গত হইতে পারে। আব পাকিয়া স্বতঃ পূয নির্গত না হইলে সামান্যরূপ কাটিয়া দিতে হইবে। বেশী কাটা ও কষ্টিক, আইডাইন প্রভৃতি দাহক দ্রব্য সংলগ্নে সামান্য আব ক্রমে ক্যানসারে পরিণত হইতে পারে।

অশ্মরী (পাথরী রোগ।)

অবিশুদ্ধ জল বায়ু বা অন্যবিধ কারণে অপরিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহে মূত্রাশয়ের ক্রিয়া বৈগুণ্য জন্য তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরী জন্মিয়া মূত্রসহ নির্গত হয়। পাথরী বড় হইলে মূত্রস্থলী মধ্যে থাকিয়া

কখন কখন মূত্রপথ রুদ্ধ করে। যেমন ক্রমনিয়মে রাসায়নিক সংযোজনায় পাথরী ছোট বা বড় হয়; উপযুক্ত চিকিৎসায় আবার রাসায়নিক বিয়োজনায় উহা দ্রবীভূত হইয়া প্রস্রাব সহ বহিনিঃসৃত হইতে পারে।

মূত্রাশয়ের ন্যায় যকৃতের দোষ জন্য পিত্তাশয়েও পাথরী হয়। ঐ পাথরী পিত্তকোষ হইতে নিম্নে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিবার সময় (স্থানিক আক্ষেপ জন্য) অতিশয় যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। তৎকালে পাণ্ডুরোগের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

C P (সি পি) যে কোন জাতীয় পাথরী হউক, C P সেবনে ক্রমশঃ দ্রবীভূত হইয়া যায়।

M P (এম পি) মূত্রপথ বা পিত্তকোষে আক্ষেপক বেদনা।

N S (এন এস) পিত্তাশ্মরী, বালুকার ন্যায় পাথরী। মূত্রে পিত্তাধিক্য।

জলপ্রক্রিয়া। সংখ্যা ২৯। যন্ত্রণাকালে ৪০, ৪১। হট্ বাথ, হিপ বাথ, বডি ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদিতে ক্রমশঃ রোগ নির্ম্মূল হয়।

অস্থিরোগ।

অস্থিতে প্রদাহ, স্ফীততা, বেদনা, ক্ষত, ক্ষয়, বিবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা উপসর্গ হয়।

চিকিৎসা।

* **F P** (এফ পি) অস্থির উপবাংশে (পেরিয়ষ্টিয়মে) প্রদাহ।

C F (সি এফ) বেদনা শূন্য স্ফীততা।

C P (সি পি) অস্থির কোমলতা, ক্ষত, ভঙ্গ (রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি।)

Sil (সিল) স্ফীততা, কাঠিন্য, ক্ষত।

C S (সি এস) অস্থিতে ক্ষত হইয়া পুয ক্ষরণ।

জলপ্রক্রিয়া। প্রদাহ বা অস্থি ভঙ্গে যন্ত্রণাকালে ভালরূপে সংখ্যা ১০ষ্ট (ষ্টিম) ১৯ (ফোমেণ্ট) ২১। পীড়িতস্থল সর্ব্বদা স্পঞ্জিওপেলিন বা শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে, শরীর শোধন জন্য ২৮ (বডি ব্যাণ্ডেজ।)

স্বাস্থ্য সংরক্ষক পথ্যাদি। মাদক সেবন-বর্জ্জন বিহিত।

আক্ষেপ খেঁচুনী

ধনুষ্টঙ্কার, ওলাউঠা, নবপ্রসূত শিশুদের (সূতিকাগারে) চোয়াল ধরা, দড়কা, অপস্মার, হিষ্টিরিয়া, প্রভৃতি পীড়ায় সার্ব্বাঙ্গিক বা স্থানিক পেশীর আকুঞ্চন।

চিকিৎসা।

M P (এম পি) সর্ব্ববিধ আক্ষেপে (শ্রেষ্ঠ ঔষধ।)

F P (এফ পি) জ্বরযুক্ত আক্ষেপ।

N P (এন পি) ক্রিমি জন্য আক্ষেপ।

K S (কে এস) কদাচিৎ M Pতে উপশম না হইলে।

C P (সি পি) M Pতে উপশম না হইলে।

জলপ্রক্রিয়া। প্রথমতঃ রোগীকে কিছুক্ষণ কম্বলাচ্ছিত করিয়া মাথায় শীতল জলে পটি দিবে। পটি গরম হইলেই

পরিবর্ত্তন করিতে থাকিবে। পদদ্বয় সর্ষপ মিশ্রিত গরমজলে ডুবাইয়া রাখিবে, পেটে ঐ গরম জল দিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে সংখ্যা ৪২, ৪৩ ও ২৮টি।

আঘাত, পতন, মোচড়ান, কর্ত্তন, সন্ধিচ্যুতি।

চিকিৎসা।

F P ও K M (এফ পি ও কে এম) প্রদাহ লক্ষণ, পূযোৎপত্তির পূর্ব্বে।

Sil (সিল) আহত স্থলে পূয হইলে।

C P ও C F লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিবে।

জলপ্রক্রিয়া। আহত স্থলে ১০টি মধ্যে ২, ১৯, সুবিধাস্থলে গরম জলে ডুবান, তৎপরে গরম বস্ত্রে দৃঢ় আবরণ, ক্ষত হইলে ধৌত করিয়া ৫৬।

প্রথমতঃ উপবাস, পরে লঘু ভোজন, উগ্রদ্রব্য বর্জ্জন করিবে।

আঙ্গুলহাড়া।

চিকিৎসা।

F P K M (এফ পি ও কে এম) প্রদাহাবস্থায় (বহিপ্রয়োগও বিহিত।)

C F (সি এফ) অস্থি আক্রান্ত হইলে।

Sil (সিল) পূয দৃষ্ট হইলে বা তৎপূর্ব্বে (নিম্ন শক্তি।)

জলপ্রক্রিয়া। প্রথমাবস্থায় বহুক্ষণ ১০টি দিয়া গরম জল

সিক্ত স্পঞ্জিও বা ফ্লানেল অঙ্গুলীতে বাঁধিয়া তাহার উপর শুষ্ক ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। অথবা কিছুক্ষণ সহনীয় উষ্ণ-জলে অঙ্গুলী ডুবাইয়া পরে ফ্লানেলাদি দিয়া বাঁধিবে। যন্ত্রণা হইলেই সহসা অস্ত্রাঘাত না করিয়া গরম পুলটিস বা গরম ফ্লানেল বাধিয়া রাখিবে অথবা সংখ্যা ৫৬ প্রয়োগ করিবে।

ইন্‌ফ্লুএঞ্জা।

সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, শ্লেষ্মা উঠা, বক্ষে বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, অরুচি ইত্যাদি এ রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।

F P, K M ও N M সচরাচর এই তিনটি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে (ভৈষজ্যতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।)

জলপ্রক্রিয়া। প্রথমতঃ ৪৪ পরে ৪৫, অপরাহ্ণে ৪৬, শয়ন কালে ৪৫, ৪৭, ৪৮। ১০, ১০ক ১০খ, ১০গ। এ রোগে কথিত জলপ্রক্রিয়ার ন্যায় সুচিকিৎসা আর নাই।

উদরী (জলোদর।)

যকৃৎ, মূত্রাশয় ও হৃৎপিণ্ডাদির দোষ জন্য উদরাবরক ঝিল্লিতে জল সঞ্চার।

চিকিৎসা।

K M, N M, N S, (কে এম, এন এম, ও এন এস) এই তিনটি ঔষধ যকৃৎ ও মূত্রাশয়ের রোগ জনিত উদরীতে ব্যবহৃত হয়।

K M, C S (কে এম ও সি এস। এ দুটি হৃৎপিণ্ডের পীড়াবশত উদরীতে প্রযোজ্য। ঔষধ প্রয়োগকালে ভৈষজ্যতত্ব দেখিতে হইবে।

জলপ্রক্রিয়া। ত্বকের ক্রিয়া বৃদ্ধি জন্য সংখ্যা ১০ বা পেটে ১০১/২। ১৯। উষ্ণ জলে ভিজা ফ্লানেল ৪।৫ পাট নিংড়াইয়া গরম গরম পেটে দিয়া তদুপরি স্পঞ্জিওপেলিন দিয়া আবরণ। ১৮, ২২।

যত্নসহকারে উপরোক্ত ব্যবস্থের ঔষধের সঙ্গে বর্ণিত জল প্রক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক কৃত হইলে স্নায়ুমণ্ডলের শক্তি বৰ্দ্ধিত ও তজ্জনিত দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়া উদ্দীপ্ত হইবে। তাহাতেই প্রাকৃতিক নিয়মে সঞ্চিত রস (জল) শোষিত হইবে। নতুবা এ রোগে অন্যান্য চিকিৎসার ফল সন্তোষজনক নহে।

উষ্ণ দুগ্ধই এ রোগের সুপথ্য। মানকচু চূর্ণ ও তণ্ডুল চূর্ণ অল্প দুগ্ধ সহ পাক করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। পিপাসা হইলে অল্প অল্প মাত্রায় শীতল জল পান করিতে দোষ নাই। অগ্নিবৃদ্ধি হইলে ভূশীযুক্ত আটার রুটি ব্যবস্থা করিবে।

উদরাময় (অতিসার দেখুন।)

উদরাধ্মান।

অজীর্ণ রোগের ঔষধ ও জলপ্রক্রিয়ার সংখ্যা ১৪, ১৯, ১৬, ১৪১/২, ১৪১/২ ১৫।

উপদংশ (গর্ম্মি) চিকিৎসা।

K M (কে এম) স্থানিক স্ফীততা, ঘায়ের উপর শ্বেতবর্ণ ক্লেদ, গ্রন্থিবৃদ্ধি (বাঘি।)

F P (এফ পি) ত্বগ্‌দোষ, স্থানিক প্রদাহ।

K S (কে এস) অপরাহ্ণে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

Sil, C F, C P লক্ষণানুসারে ব্যবহার্য্য।

জল চিকিৎসাই এই ঘৃণার্হ স্বাস্থ্যবিনাশী পীড়ার মূলোচ্ছেদী উপায়। প্রচলিত সালসা বা কোন বিজ্ঞাপিত ঔষধ দ্বারা এ রোগ সমূলে বিনষ্ট হয় না। জলপ্রক্রিয়ার কতিপয় সংখ্যা স্নায়ুবল বর্দ্ধিত ও শোণিত শোধিত করিতে উপযোগী। সংখ্যা ২৫, ১৬, ২৯, ৫১ ৫২, ২৮, ৬, ৫৭। দীর্ঘকাল ইহাদের প্রযোগে মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। যাহারা পূর্ব্বে পারদ, আইওডাইন, সুরাসার ইত্যাদি সেবনে দেহ জর্জ্জরিত করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধীরভাবে জল চিকিৎসা করাইতে হইবে। ব্যস্ত হইলে কোন ফল হইবে না।

নিরামিষ ভোজনই সুপথ্য, নির্ম্মল বায়ু সেবন, সাধ্যমতে ব্যায়াম, ভ্রমণ নিতান্ত বিহিত। মাদক দ্রব্য ব্যবহার, দৌর্ব্বল্য-কর কার্য্য এককালে পরিবর্জ্জনীয়।

উন্মত্ততা চিকিৎসা

K P (কে পি) প্রলাপ, চীৎকার, বলপ্রকাশ, কখন জড়ভাব, কখন অস্থিরতা, হাস্য, রোদন, তন্দ্রা, অনিদ্রা ইত্যাদি ক্ষিপ্ততার অধিকাংশ লক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

N S (এন এস) মস্তিষ্কে আঘাত জন্য মানসিক পীড়া।

F P (এফ পি) মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের লক্ষণে।

জলপ্রক্রিয়া। সংখ্যা ৩০, ৪৭, ৫৩, ২৬। প্রাতে ৫৪ পূর্ব্বাহ্ণে ৫৮, ২৯, ৩৭, ৫৯। রাত্রে ৪৬½, ২২, ৩০। মধ্যে ২,

১৪, ১৪ ১৪। মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে ১০, ৪। পীড়ার কারণ যতদূর সম্ভব, দূর করিতে হইবে। সর্ব্বদা আমোদজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে। নিদ্রাকরণ জন্য কদাপি মাদক দ্রব্য বা ক্লোরাল কি ব্রোমাইড অফ পটাস ব্যবহার করিবে না। কোষ্ঠশুদ্ধি ও পরিপাক ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাই বলিয়া জোলাব ও কোনরূপ উগ্রগুণ পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। জলপ্রক্রিয়া গুলি যেন বিধিমত সাধিত হয়। গ্রীষ্মকালে অবস্থা ভেদে শীতলজলে অনেক প্রক্রিয়াও হইতে পারে।

ডাঃ বাবিট বলেন, নীলবর্ণে চিত্রিত গৃহমধ্যে উন্মত্ত রোগীকে রাখিলে ৩।৪ দিন মধ্যে শান্তি লাভ হয়। আবার নিস্তেজ জড়-ভাবাপন্ন রোগীকে রক্তবর্ণ-রঞ্জিত গৃহে অবস্থাপিত করিলে তাহার মানসিক শক্তি উদ্ভাসিত হয়। গৃহের দ্বার ও গবাক্ষের কাচগুলি সেই সেই বর্ণের হওয়া চাই। গৃহের মধ্যে যেন ভালরূপ নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়।

ঋতু দোষ [স্ত্রীপীড়া দেখুন]

একশিরা-চিকিৎসা।

Sil, K M, CP, C F, ইহাদের প্রয়োগ যোগ্য লক্ষণ ভৈষজ্যতত্ত্বে দেখুন।

প্রক্রিয়া। স্থানিক ষ্টিম (১০) দ্বারা রস নির্গত করাইতে হইবে। কটি উরু দেশ ও নিম্নোদরে ১৯, উষ্ণ জলের ৬। ডাঃ বাবিট বলেন তদীয় ডিস্ক নামক যন্ত্র ব্যবহারে বহুরোগী একমাস মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ওলাউঠা।

মদীয় ক্ষুদ্র পুস্তকে এই ভীষণ মারাত্মক পীড়ার বাইওকেমিক চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। তৎসহ নিম্নোক্ত কতিবিধ প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হইলে অধিকতর ফললাভ হয়।

১ম। কলেরার ন্যায় ভেদ, বমন, খাল ধরা ইত্যাদি ওলা-উঠার প্রকৃত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে একটা সিটিং টব অভাবে একটা মাটির গামলায় বসাইয়া তাহাতে রোগীর নাভির উপর পর্য্যন্ত সহনীয় গরম জল ঢালিতে হইবে, তৎকালে দুই পা বাহিরে একটা ছোট গামলায় রাখিবে, উহাতেও পদ সন্ধির উপর পর্য্যন্ত গরম জল দিবে। দুই গামলাতেই প্রচুর পরিমাণে মষ্টার্ড চূর্ণ বা রাইসরিষা বাটা মিশাইবে। ২০ ইঞ্চ চতুষ্কোণ ৫।৬ পাট ফ্লানেল মষ্টার্ড মিশ্রিত গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া গরম গরম রোগীর পৃষ্ঠে দিবে, সেইরূপ একখানা বক্ষে আর একখানা ঐ মত দুই জানুতে দিবে। হস্তদ্বয় টবের গরম জলে নিমগ্ন থাকিবে। তৎপরে একখান বড় কম্বল বা লেপ দ্বারা দুইটা টবের সহিত রোগীকে আবৃত করিবে, মাথা বাহিরে থাকিবে। মাথায় শীতল জলে নিংড়ান পটি দিয়া রাখিবে। এই সময় টবে গরম জল ঠাণ্ডা হইতে না পায় তজ্জন্য এক ব্যক্তি আবৃত টবের জল একদিগ হইতে লইয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। তখনই আবার অন্যদিগ দিয়া উষ্ণতর জল গাড়ুর ন্যায় নলযুক্ত পাত্র দিয়া টবে দিবে যাহাতে টবস্থ জল সমভাবে থাকে। কম্বলাদি আবরণ অধিক খুলিয়া জল বাহির করিতে ও ঢালিতে রোগীর গাত্রে শীতল বায়ুস্পর্শ না হয় তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কম্বলের উপর একখানা মোটা চাদর ঢাকিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

রোগী ঐরূপে মাষ্টার্ড মিশ্রিত গরম জলের টবে বসিয়া পদদ্বয় অন্য গরম জলের টবে রাখিয়া বক্ষে, পৃষ্ঠে ও জানুদ্বয়ে মষ্টার্ডযুক্ত আর্দ্র গরম ফ্লানেল ঢাকা দিয়া কম্বলাবৃত হইয়া থাকিবে, যতক্ষণ না খাল ধরা শান্তি ও ঘর্ম্ম না হয়। শীতল বায়ু রোগীর দেহে না লাগে। প্রচুররূপ উষ্ণ প্রয়োগে খালধরা নিবৃত্ত হইলে রোগীকে উঠাইয়া শুষ্ক বস্ত্রে ২।৩ জনে দ্রুত হস্তে গাত্র ঘর্ষণ করিবে। তদনন্তর এইরূপ শয্যাতে শয়ন করাইবে, যথা— একখান অইলক্লথ বা মোটা চাদরের উপর কম্বল বিছাইবে। তদুপরি রোগীকে উত্তান ভাবে শোয়াইবে। পূর্ব্বোক্ত ৪।৫ পাট ফ্লানেল মষ্টার্ড যুক্ত গরম জলে নিংড়াইয়া (শীঘ্র হস্তে) খবর গরম একখানা রোগীর পৃষ্ঠে (পূর্ব্বে কম্বলের উপর ফ্লানেল রাখিয়া তদুপরি শয়ন করিলেই সুবিধা) আর একখানা ঐরূপ গরম গরম বুক হইতে নিম্নোদর (তলপেট) পর্য্যন্ত দিয়া দুই দিক হইতে একে একে কম্বল টানিয়া রোগীকে আবৃত করিবে। গরম জল পূর্ণ বোতল বা উত্তপ্ত ইষ্টক সামান্যমত বস্ত্রাবৃত করিয়া কম্বলের ভিতর দুই পায়ের নিকট রাখিবে মাথায় শীতল জলের পটি দিয়া মধ্যে মধ্যে (গরম হইলেই) পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। পিপাসা হইলে প্রাপ্তিমত বরফ খণ্ড বা শীতল জল অল্প অল্প বারম্বার পান করিতে দিবে। ইতিমধ্যে ভেদ হইলে সরা বা কোন পাত্র কম্বলেরমধ্যে ধরিয়া দিবে। কম্বল বেশী খুলিলে শীতলবায়ুসংলগ্নে ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইবে। যতক্ষণ দেহ স্বাভাবিক তাপযুক্ত ও ঘর্ম্ম না হয় তাবৎকাল ঐরূপ আবরণ মধ্যে রোগীকে রাখিবে।

যদি পুনর্ব্বার খালধরা বা যন্ত্রণা হয়, আবার পূর্ব্বমত টবে বসাইয়া কম্বলে শয়ন করাইবে। খাল ধরাই এ রোগের সাংঘাতিক উপসর্গ, কিন্তু কথিত উষ্ণজল প্রয়োগে স্নায়ুশক্তির বৃদ্ধি হইলে ঐ যন্ত্রণা থাকিবে না। ঘর্ম্ম হইলে কতক আবরণ খুলিয়া শির্কামিশ্র উষ্ণজলে গা মুছাইয়া পুনর্ব্বার আবৃত করিবে। যদি নাড়ির সবলতা ও স্বাভাবিক তাপের অনুভব হয় তবে পীড়ার উপশম হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

রোগী কম্বলের উপর চিৎ হইয়া শুইবে। কিঞ্চিৎ শির্কা গরম করিয়া তাহাতে ফ্লানেল বা কাপড় (৮।১০ পাট) ভিজাইয়া নিংড়াইয়া খুব গরম গরম পেটের উপর দিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ গরম জল সিক্ত ৫।৬ পাট কাপড় বসাইয়া দিবে। নিম্নস্থ কম্বল দিয়া রোগীকে আবৃত করিবে। তাহার উপর লেপ বা আর একখান কম্বল ঢাকা দিবে যেন ভিতরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়। মুখ বাহিরে থাকিবে। উপরের গরম জলের পটি ঠাণ্ডা না হইতে হইতে সেখানা লইয়া তদ্রূপ গরমপটি শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োগ করিবে। শীর্কার গরম পটি নিয়ত পেটে সংলগ্ন থাকিবে। এই মত এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল করিলে রোগীর দৈহিক তাপ বৃদ্ধি হইয়া স্বাস্থ্য লাভের উন্মুখ হইবে।

অধিক তাপ ও জ্বর লক্ষণ দৃষ্ট হইলে F P ও K P বা অন্য ঔষধসহ ওএটসিট প্যাক (সংখ্যা ১) সর্ট ব্যাণ্ডেজ (১৪৪) বা আবলুসন দিয়া কম্বলাবৃত করিবে।

ওলাউঠার অবসাদনাবস্থায় (Collapse Stago) অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম

হইয়া থাকে। এবাৰুট আবির বা সিদ্ধি চূর্ণাদি গাত্রে লেপন করিবে না। মষ্টার্ড বা শুষ্ঠিচূর্ণ কতক ভাল বটে। অত্যধিক ঘর্ম্মনিঃসরণ জন্য পশ্চাদুক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে—ভাল শীর্কা অর্দ্ধ পরিমাণ জলে মিশাইয়া উষ্ণ করিয়া তদ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গ দ্রুত হস্তে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। কম্বল না হয় মোটা চাদরে দেহ আবৃত করিবে। হস্ত, পদ পৃষ্ঠ, কটিতে (কেবল মস্তক বাদ দিয়া সর্ব্বাঙ্গে) ৩।৪ টা গরম জল পূর্ণ বোতল (২০) বা ফোমেণ্টিং ক্যান (২১) প্রতিনিয়ত সঞ্চালিত করিবে যদবধি তাপ ও নাড়ি পুনরুদ্দীপ্ত না হয়। পদতলে, বাহুতে মষ্টাড পটি দেওয়া বিহিত, কিন্তু যেন ফোস্কা না হয়,কেবলমাত্র ঐ প্রদেশ গুলিতে লাল চিহ্ন হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকরণে কথিত শিকার গরম পটি পেটে প্রয়োগ করিবে। দুর্নিবার্য্য পিপাসায় মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে শীতল জলে দিতেই হইবে। অস্থিরতা জন্য যেন রোগী গাত্রের আবরণ খুলিয়া শীতল বায়ু না লাগায়, বা আঁদ্র স্থানে না শয়ন করে।

ভীষণ বিসূচিকা রোগের প্রচলিত চিকিৎসায় যে আশানুরূপ ফলোদয় হয় না তাহার কারণ এ রোগের প্রকৃতি অনেকে অবগত নহেন। প্রচুর পরিমাণে সুরা বা অন্যবিধ উগ্র ঔষধ উদরস্থ করাইলে স্নায়ুবল বৃদ্ধি হয় না। বাইওকেমিক ঔষধ (বিশেষতঃ K P, M P, K S) ও কথিত জলপ্রয়োগে যেমন উপকার লাভ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন এরূপ প্রাকৃতিক চিকিৎসায় অনেক আয়োজন, অনেক "হাঙ্গামা" বা "নট্‌খটি"। কিন্তু চক্ষের উপর শত শত লোকের জীবন

অকালে বিনষ্ট হইতে দেখা অপেক্ষা কি একটু যত্ন করা ভাল নয়? গরম জল, শির্কা, একটু ফ্লানেল, একখানা কম্বল, একটু মষ্টার্ড এগুলি কি বড় দুষ্প্রাপ্য বস্তু!! গ্রামবাসী চিকিৎসক কিম্বা ভদ্র গৃহস্থগণ পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিলেই নিজের ও সাধারণের যথেষ্ট উপকার হয়।

পথ্যাদি ছোট পুস্তকে বলা হইয়াছে।

কণ্ডু (চুলকনা)

চিকিৎসা।

C P, K M, M N, ভৈষজ্যতত্ত্বে লক্ষণ দেখিয়া ব্যবস্থা করিবে।

জল প্রক্রিয়া সংখ্যা ১০, ১, ১২।

কটিশূল (কোমরিয়া বাত)

চিকিৎসা।

M P (এম পি) আক্ষেপিক, তীক্ষ্ণ বেদনা।

F P (এফ পি) জ্বরভার, চাপিলে বৃদ্ধি।

C P (সি পি) প্রথম নড়িতে বেদনা, ক্রমে উপশম।

জল প্রক্রিয়া। সংখ্যা ১৯, ১০খ, ১৫খ। কটিতে গমের ভুসার পুলটিস, রেচনার্থ ১২। মাদক দ্রব্য মিশ্র মালিস ব্যবহার করিবে না। উষ্ণ তৈলাদি মর্দ্দনে দোষ নাই।

কর্ণমূলী।

কর্ণের পার্শ্বস্থ প্যারটিড্ গ্রন্থির প্রদাহ।

চিকিৎসা।

F P, K M (এফ পি ও কে এম) প্রবলাবস্থায় সমকালে ব্যবহার্য্য।

N M (এন এম) লাল-নিঃসরণ, জিহ্বা সজল বা সফেণ।
Sil (সিল) পূয হইলে।

জল প্রক্রিয়া। প্রথম ১০১/২, ১৯। জ্বর থাকিলে, ১, ১২ ইত্যাদি।

কর্কটিকা (ক্যানসার রোগ)

প্রায়ই এই পীড়ায় প্রথমে কোন গ্রন্থির বৃদ্ধি ও প্রদাহ হয়। তৎকালে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে তাহাতে পূযোৎপত্তি হয়। তখন সার্জন (অস্ত্র বৈদ্য) মহাশয় অকাতরে (পরদেহে) ছুরিকা পাতন করিলেন। আবার গ্রন্থিটি সবলে তুলিয়া লইয়া ক্ষত মধ্যে কাষ্টিক, কার্বলিক এসিডাদি লাগাইয়া তত্রস্থ পোষকস্নায়ুর শক্তি লোপ করিলেন। সেই স্নায়ু শক্তির ব্যতিক্রমে ক্ষত দুষিত হইয়া ক্রমশ পচন ধরিতে লাগিল। পথ্যের ব্যবস্থা হইল কুক্কুট বা মহা মাংসের ঝোল!! এই মত অবৈধ পূর্ব্বকার্য্য ও পারদ আইওডাইনাদি ব্যবহারেই এরোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা।

K P (কে পি) দুর্গন্ধ, মাংস ধোয়ানির ন্যায় রসস্রাব।
C P, C F, গ্রন্থির কাঠিন্য, বেদনা, রক্তাল্পতাদি লক্ষণে।
Sil (সিল) পূযোৎপত্তি হইলে।

জল প্রক্রিয়া। গ্রন্থিবৃদ্ধি হইলে প্রথমেই ১০১/২।,১৯। গরম বস্ত্রে আবরণ। পূয হইলে ১০, ২৩। সপ্তাহে দুই দিন ১৪ ১৪১/২ বা ১৪১/২, ৫ পরে ৫১/২। পথ্যাদি, দুগ্ধ, গোধুম, অন্ন, টাটকা তরকারী, অনুগ্র দ্রব্য অর্থাৎ পেয়াজ রসুন লঙ্কাদি বিহীন নিরা-

মিষ ব্যঞ্জন আহার। বিমল বায়ু ও সূর্য্যালোক সেবন ইত্যাদি স্বাস্থ্য সংরক্ষণ নিয়মগুলি প্রতিপালন করিবে।

ক্রিমি রোগ।

উদর পরিষ্কৃত না থাকলে ছোট, বড়, ফিতার ন্যায় নানাবিধ ক্রিমির অবস্থান হয়। কেবল ক্রিমি নাশক ঔষধ না দিয়া উদর পরিষ্কৃত রাখাই মৌলিক চিকিৎসা।

চিকিৎসা।

N P (এন পি) সকল জাতীয় ক্রিমি রোগে উপকারী।
F P (এফ পি) জ্বর ভাব, অজীর্ণ বমন ও ভেদ।
K M (কে এম) ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্য মলদ্বার কণ্ডূয়ন।
C P (সি পি) শীর্ণকায়, বক্তাল্প শিশুদের ক্রিমি রোগ।
Sil (সিল) ক্রিমি জন্য পেটে বেদনা (N P সহ)।

জল প্রক্রিয়া। লবণমিশ্র উষ্ণ জলের পিচকারী প্রয়োগে ক্ষুদ্র ক্রিমি নষ্ট হয়। অজীর্ণ রোগের ব্যবস্থাদি ইহাতেও বিহিত। অস্মদ্দেশীয় সোমরাজ, বিডঙ্গ বা পলাশবীজ ক্রিমিঘ্ন অথচ অল্প সেবনে অনিষ্ট হয় না। কখন বা স্যাণ্টনাইনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে।

ক্রুপ রোগ।

গলার ভিতর বিষময় পরাঙ্গজীবীর অবস্থান হেতু কৃত্রিম ঝিল্লি উৎপন্ন হইয়া বায়ু পথ অবরুদ্ধ হয়। অচিরে প্রতিবিধান না করিলে রোগী মৃত্যু কবলে নিহিত হয়। শিশুদের এরোগ

অতীব ভয়াবহ। সচরাচর শুষ্ককাসি, শ্বাসকৃচ্ছ্র, জ্বর, বুকে সাঁই সাঁই বা ঘড ঘড় শব্দ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণে রোগ জানা যায়।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) রোগের প্রারম্ভে জ্বর, শুষ্ককাসি, শ্বাসকৃচ্ছ্র।

K M (কে এম) জিহ্বা শ্বেতক্লেদাবৃত।

M P (এম পি) আক্ষেপিক কাসিজন্য শ্বাস রোধের ন্যায় লক্ষণ।

K S (কে এস) শ্লেষ্মা উঠে না, বুকে ঘড ঘড শব্দ।

K P (কে পি) অবসাদন, হস্তপদ শীতল, দ্রুতশ্বাস।

C P, C F (সি পি ও সি এফ) পূর্ব্বোক্ত ঔষধে উপশম না হইয়া বায়ু পথ আক্রান্ত হইলে।

জল প্রক্রিয়া। একখানা তোয়ালে বা ন্যাকড়া ৬।৮ পাট করিয়া শির্কামিশ্রিত গরম জলে নিংড়াইয়া লইবে। ঐ পটি রোগীর গলায় বেষ্টিত করিয়া তদুপরি শুষ্ক ফ্লানেল জডাইবে। ৪০।৪৫ মিনিটের পর ঐ তোয়ালে পূর্ব্বমত গরমজলসিক্ত করিয়া গলায় বাঁধিয়া ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিবে। এইরূপ ক্রমান্বয় ৬।৭ ঘণ্টা কাল করিতে থাকিলে রোগ সুসাধ্য হইবে।

রোগ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রোগীর দুই পা গরম জলের টবে ডুবাইবে, মাথায় শীতল জল ও বুকে ৪।৫ পাট ফ্লানেল, গরম জলে নিংড়াইয়া, বসাইয়া দিবে, শীতল না হইতে হইতে বদলাইয়া দিবে। গরম জলের টবে রোগীর নাভিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গাত্র ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইলে টব হইতে তুলিয়া কম্বলে শয়ন করাইয়া ভালরূপ আবৃত করিয়া রাখিবে। বুক্কে পৃষ্ঠে গরম ফ্লানেল ও পদদ্বয়ে মষ্টার্ড প্রলেপ

দিবে। ঘর্ম্ম হইলে মুছাইয়া ফেলিবে। দাস্ত না হইলে ১২ সংখ্যা প্রয়োগ করিবে। আরোগ্যের পরেও মাসাবধি বক্ষঃ-প্রদেশ ফ্লানেলাদি দ্বারা আবৃত রাখিবে। পথ্যাদি জ্বরের ন্যায়

কাসি-চিকিৎসা

F P (এফ পি) মুহুর্মুহুঃ শুষ্ক কাসি দ্রুত শ্বাস, জ্বরভাব।

K M (কে এম) কাসিতে ঘং ঘং শব্দ, সাদা শ্লেষ্মা উঠা।

K S (কে এস) জলবৎ বা হরিদাবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন।

K P (কে পি) অত্যন্ত দ্রুতশ্বাস।

M P (এম পি) আক্ষেপিক কাসি, যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়।

C F (সি এফ) চাপ চাপ হরিদাবর্ণ শ্লেষ্মা উঠা।

N S (এন এস) হরিদ্রা বা সবুজ শ্লেষ্মা, বুকে বেদনা।

C P (সি পি) অণ্ডলালের ন্যায় শ্লেষ্মা।

N M (এন এম) নাক দিয়া জলস্রাব, শীতকালের কাসি।

Sil (সিল) সপূয শ্লেষ্মা, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সামান্য সর্দ্দি কাসিতে রাত্রে ও প্রাতে মধু মিশ্রিত গরম জল মুহুর্মুহুঃ যথেষ্ট পরিমাণে পান করিয়া ঘর্ম্মোৎপাদন করিবে। মষ্টার্ড চূর্ণ শীর্কা বা জলে গুলিয়া বুকে মালিস করিবে, তাহার উপর ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। সর্দ্দি হইলে দ্রুত পদচারণ বা ব্যায়াম বিহিত। নির্ম্মল বায়ু নাক দিয়া নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিবে।

জ্বরযুক্ত বা পুরাতন কাসিতে ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসাদি অবলম্বন করিবে।

কার্ব্বঙ্কল (দুষ্টব্রণ-পৃষ্ঠব্রণাদি)

চিকিৎসা।

F P, K M (এফ পি ও কে এম) প্রথমাবস্থায় টন্‌টন্ ধক্ ধক্, স্ফীততা, জ্বরভাব ইত্যাদি লক্ষণে এই দুই ঔষধ সমকালে ব্যবহার্য্য। জল প্রক্রিয়ায় ইহাদের বাহ্য প্রয়োগ বিহিত।

K P (কে পি) ক্ষত দিয়া দুর্গন্ধ পূয পড়া; পচা ধরা ইত্যাদি।

Sil (সিল) অবস্থানুসারে নিম্ন, মধ্য বা উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়, বাহ্য প্রয়োগও বিহিত।

জল প্রক্রিয়া। প্রথম রীতিমত ফোমেণ্টেসন, তৎপরে গরম আর্দ্র ৪।৫ পাট ফ্লানেল ব্রণের উপর দিয়া শুষ্ক বস্ত্রে জড়াইয়া রাখিবে। ওএটসিট প্যাক (১) স্থানিক-ষ্টিম (১০ক্ষ) আবলুসন (১২) ১২ঠ। ভূসী বা মসিনার গরম পুল্‌টিস, শীতল হইলেই পরিবর্ত্তন। মধ্যে মধ্যে সংখ্যা ৭, ক্ষত দিয়া রস নিঃসৃত হইলে ৫৬।

আইওডিন, কষ্টিক, পারদঘটিত ঔষধ বা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। উপরোক্ত জল প্রক্রিয়ায় স্নায়ুশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া জ্বর জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হইবে। সহজেই ব্রণ দিয়া পূয নির্গত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইবে।

কোরিয়া

এক প্রকার স্নায়ুরোগ। ইহাতে কোন কোন পৈশির স্পন্দন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

M P (এম পি) কখন বা C P সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য

N P (এন পি) ক্রিমি জন্য রোগে

N M (এন এম) দক্ষিণাঙ্গের আকুঞ্চন। রক্তাল্পতা

Sil (সিল) স্নায়বিক উগ্রতা, হস্তপদাদিতে শোথ।

জল প্রক্রিয়া। পৃষ্ঠ, কটি ও গ্রিবা দেশে সাউয়ার (১১) ১২। বডি ব্যাণ্ডেজ (২৮) বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, সুপথ্য ভোজন, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন বিহিত।

কোষ্ঠাশ্রয় (মলবদ্ধতা)

উদরস্থ স্নায়ুসমূহের দৌর্ব্বলবশতঃ মিসেণ্টেরিগত শিরাদিতে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রমে অন্ত্রের ক্রিয়ার (পেরিষ্টেল্‌টিক্ মোসনের) শৈথিল্য হয়। তজ্জন্য অন্ত্র হইতে সহজে মল বহির্গত হইতে পারে না। বারম্বার রেচক ঔষধ সেবনে যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি বা দৈহিক নানা পীড়ায় মল নিঃসরণের ব্যাঘাত হয়। অগ্রে পীড়ার কারণ অপনোদন না করিয়া রেচক ঔষধ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নহে। মৌলিক চিকিৎসা হইলেই জোলাপের প্রয়োজন হইবে না।

চিকিৎসা।

N M (এন এম) মল কঠিন, মলদ্বারে জ্বালা বোধ।

F P (এফ পি) উদর মধ্যে তাপ বোধ, মাথা ভারি ইত্যাদি।

K, M, (কে এম) যকৃতের ক্রিয়া শৈথিল্য জন্য মল ফিকাবর্ণ।

C P (সি পি) বৃদ্ধাবস্থায় মলবদ্ধতা, সরক্ত কঠিন মল শিরোঘূর্ণন।

N P (এন পি) শিশুদের পর্য্যায়িক মলরোধ ও অতিসার।

উপরে বলা হইয়াছে কোষ্ঠাশ্রয়ে জোলাপ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। জোলাপে অনিষ্ট এই যে, উহার উগ্রশক্তিতে পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রথমতঃ উত্তেজিত, শেষে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকে সম্পূর্ণ সমর্থ হয় না, তজ্জন্য অজীর্ণতা, যকৃদ্বিকৃতি, রক্ত দোষ, বলহানি প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া আনীত হয়। ডাং গলি প্রভৃতি চিকিৎসকগণ জোলাপ প্রয়োগের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সে সব পাঠ করিলে আর কেহ রেচক ব্যবহারের পক্ষপাতী হইবেন না। যদি নিতান্তই শীঘ্র শীঘ্র মল নিঃসারণের প্রয়োজন হয় তবে জল প্রক্রিয়ায় ২২ সংখ্যা অর্থাৎ উষ্ণ জলের পিচকারী প্রয়োগ করিবেন।

উদর মধ্যে মল সঞ্চিত হইলে অন্ত্রস্থ শোষক গ্রন্থি সমূহ সেই দূষিত বদ্ধ পদার্থের (মলের) রস শোষণ করিয়া সেই রস থোরাসিক ডক্‌ট্ দিয়া রক্তে মিলিত করিয়া দেয়, সেই সমল-রক্ত দৈহিক যন্ত্রাদিতে নীত হইলে সকল রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। অন্ত্র মধ্যে পীড়াদায়ক মল সঞ্চিত হইতে না পারে তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে অনায়াস সাধ্য কেবল উষ্ণ জলের পীচকারী লইলে অপকার নাই। প্রত্যুত উপকারেরই সম্ভাবনা। প্রাতঃকালে শূন্যোদরে যথেষ্ট পরিমাণে গরম জল ক্রমে ক্রমে পান করিয়া পেটের উপর ক্ষণকাল দুই হস্তে চাপিতে থাকিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে পারে। রাত্রে শয়ন কালে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল

পেটের উপর রীতিমত ফোমেণ্ট করিলে অন্ত্র ও যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া মলবদ্ধতা নিবারিত হয়।

সম্ভবপর পরিশ্রম, ব্যায়াম, ভুসীযুক্ত আটার রুটি, উষ্ণ দুগ্ধ সুস্বাদু ফল ভোজনে যথা সময়ে মলনিঃসৃত হয়।

গণ্ডমালা

রক্তের অবিশুদ্ধতা হেতু গ্রিবা, গলদেশ ও কক্ষাদির গ্রন্থিতে প্রদাহ, শোথ ও ক্ষতাদি প্রকাশিত হয় তজ্জন্য রোগীকে বহুদিন যাবৎ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এ রোগে উদরমধ্যস্থ (মেসেণ্টরিক) গ্রন্থি সমূহও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

F P এফ পি
K M কে এম } গ্রন্থিতে অতিশয় ধক্‌ধকানি, প্রদাহ লক্ষনাদি থাকিলে এই দুই ঔষধ সমকালে সেবন করিবে।

C F (সি এফ) পীড়িত গ্রন্থি প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইলে।

C P (সি পি) এই ঔষধ রক্ত শোধক বলিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবহার্য্য

Sil (সিল) পূজস্রাবী ক্ষত।

পারদ আইওডিন, বেলেডোনা, কড্‌লিভার অইল প্রভৃতি ব্যবহার না করিয়া, জল প্রক্রিয়া। প্রত্যহ দুইবার ১৯ সংখ্যা। কখন ১০ষ্ট বা ১০। দেহ শুদ্ধি জন্য ১, ৫, ৬, ৭, ১১ ৩/৪, ১২ ১৬ ২৮ প্রয়োগ করিবে।

আমিষ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ, রুটি, টাট্‌কা তরকারি ভোজন

করিবে। পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন, নির্ম্মল বায়ু সেবন, প্রাতঃ সায়াহ্নে ভ্রমণ ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা পরিপালনীয়।

গলগণ্ড (গণ্ডমালার ন্যায় চিকিৎসা)

গলরোগ।

শীতলতা, উপদংশ রোগ বা পারদাদি সেবন জনিত গলমধ্যস্থ একদিগ বা দুই পার্শ্বের টন্‌সিল্ গ্রন্থিতে প্রথম প্রদাহ তৎপরে ক্ষত হইয়া জ্বরলক্ষণাদি ও গলাধঃকরণে যন্ত্রণা উপলব্ধি হয়।

চিকিৎসা।

F, P, এফ পি
K, M, কে এম } প্রথমাবস্থায় এই দুই ঔষধ সেবনে রোগ শান্তি হয়।

N M, (এন এম) অতিরিক্ত লালাস্রাব।

K P, (কে পি) মুখে পচা গন্ধ। অবসাদন।

Sil, সিল
C, S, সি, এস, } ক্ষত হইলে।

জল প্রক্রিয়া। ক্রুপ রোগের চিকিৎসায় আদিষ্ট গলায় শীর্কামিশ্রিত জলের পটি বন্ধন। সর্ব্বদা মুখ দিয়া গরম জলের বাষ্প গ্রহণ, গলায় মসিনা বা ভুসির পুলটিস, গলা গ্রীবা ও বুকে ফোমেণ্টেসন। জ্বর থাকিলে তদুপযোগী চিকিৎসা।

গাউট্ রোগ (বাত চিকিৎসা দেখুন)

গ্রন্থিরোগ (গণ্ডমালা দেখুন)

গ্রহিণী (অতিসার দেখুন)
ঘুড়ি কাসি (ক্রুপ রোগ দেখুন)

ঘূর্ণ রোগ

অজীর্ণতা, ক্রিমির অবস্থান বা স্নায়ু দৌর্ব্বল্য জন্য শিরোঘূর্ণন।

চিকিৎসা।

K, P, (কে পি) স্নায়ু দৌর্ব্বল্য জন্য হইলে।

F, P, (এফ পি) মস্তকে রক্তাধিক্য, ভুক্ত দ্রব্য বমন।

C, P, (সি পি) বৃদ্ধাবস্থায় মাথা ঘোরা।

N, S, (এন এস) পিত্ত বমনাদি।

C, S (সি এস) নিরন্তর বমনেচ্ছা।

M P (এম পি) দৃষ্টি বৈপরীত্যসহ মাথা ঘোরা।

N, P, (এন পি) অম্ল বা ক্রিমি জন্য ঘূর্ণরোগ।

জল প্রক্রিয়া। উপরোক্ত কোন একটি ব্যবস্থেয় ঔষধ মিশ্র শীতল জলের পটি মস্তকে প্রদান, পৃষ্ঠ, কটি, উরু ও জানুদেশে সাউয়ার বা আবলুসন প্রয়োগ। পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ ইত্যাদি ব্যবস্থেয়।

চর্ম্ম রোগ

গাত্রকণ্ডু, ছুলী, দদ্রু, সোরাএসিস, শ্বিত্র, গলৎকুষ্ঠ পর্য্যন্ত চর্ম্ম রোগের অন্তর্গত। রক্ত যত বেশী দূষিত হয় ততই পীড়ার প্রকৃতি দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ পরাঙ্গজীবীকে চর্ম্ম রোগের কারণ বলিয়া থাকেন। আবার

কেহ কেহ বলেন রক্ত বিকৃত হইলে উক্ত পরাঙ্গজীবী পীড়ার ফল স্বরূপ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।

K M, (কে এম,) ত্বকের স্ফীততা (শোথ) সাদা শুষ্ক চর্ম্ম উঠা।
F, P, (এফ পি) চর্ম্মের প্রদাহ, জ্বর বোধ ইত্যাদি।
N, S, (এন এস) শোথ যুক্ত প্রদাহ। সবজ বর্ণ রসস্রাব।
K S, (কে এস) হরিদ্রাবর্ণ রস ক্ষরণ, তদ্বর্ণ চর্ম্ম উঠা।
Sil, C S, (সিল ও সি এস) পূয নিঃসৃত হইলে।
C, P, (সি পি) অসহ্য চুলকনি। অঙ্গে পিপীলিকা চলনের ন্যায় অনুভব।

সামান্য ত্বক রোগে প্রত্যহ বা একদিন অন্তর সংখ্যা ১০, পরে অল্প লবণ মিশ্র উষ্ণ জলে গাত্র ধৌত করিয়া দেহাচ্ছাদন ও ভ্রমণ ব্যবস্থেয়। নিরামিষ আহারই বিহিত। ক্ষত হইলে আর্দ্র পটি দিয়া তদুপরি শুষ্ক বস্ত্র জড়াইয়া রাখিবে। শ্বিত্র, সোরাএসিস, গলৎ কুষ্ঠের চিকিৎসা করিতে হইলে বহুদিন যাবৎ নিয়ম পূর্ব্বক আরও কতিপয় পশ্চাল্লিখিত কার্য্য করিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদমতে কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার, যথা পামা, বিচর্চ্চিকা, কিটিম, শ্বিত্র ইত্যাদি। ইংরাজীতে ইম্পিটিগো ল্যুপস, মেণ্টেগ্রা, সোরাএসিস, লেপ্রা ইত্যাদি বিবিধ ত্বগ্রোগ বর্ণিত আছে। যত প্রকার সংজ্ঞা বিশিষ্ট হউক না কেন, এই জাতীয় রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে না পারিলে চিকিৎসায় ফল লাভ হইবে না।

ত্বক্‌পীড়ার উৎপত্তি বিষয়ে মহাত্মা স্মেড্‌লি এইরূপ বলেন।

ত্বগভ্যন্তরে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হইলে ত্বক শুষ্ক, নিস্তেজ বিবর্ণ ইত্যাদি নানা দোষযুক্ত হয়, অবিশুদ্ধ রক্তের সংস্থান হেতু উপরে ক্ষত বা পচন হইয়া থাকে। আবার চর্ম্মের নিম্নস্থিত পোষকস্নায়ুর দৌর্ব্বল্য বশতঃ বেদনা, জ্বালা, অবশতা ইত্যাদি ক্লেশও অনুভূত হয়। তবেই, যদি রক্ত সঞ্চালনের দোষই বিবিধ চর্ম্ম রোগের নিদান হইল, তবে যুক্তিমত জল চিকিৎসা, নিরামিষ ও অনুগ্র ভোজন, নির্ম্মল বায়ু সেবন, মাদক পরিবর্জ্জন প্রভৃতি ব্যবস্থায়, বিশুদ্ধ রক্তের উৎপাদন, সঞ্চালন ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া বর্দ্ধন হইলে চর্ম্ম ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

জল প্রক্রিয়া। প্রাতে ৬২, ৬৩, মধ্যাহ্নে ৬৪, সন্ধ্যা ৬৫। একদিন অন্তর ১০ বা ১০½ প্রত্যহ একবার ১ পরে ৬। সপ্তাহে এক বা দুই বার ১৪½। প্রত্যহ রাত্রে ২৮। ঋতুভেদে উষ্ণ বা শীতল জল ব্যবহৃত হইবে। পথ্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

চক্ষু রোগ

চক্ষুর স্থান বিশেষের পীড়া ভিন্ন ভিন্ন।

যথা কঞ্জংটিভাইটিস, কর্নিয়াইটিস, গ্লোকোমা।

চিকিৎসা।

F, P, এফ পি
K, M, কে এম } সর্ব্বপ্রকার চক্ষু প্রদাহের প্রথমাবস্থায়।

K, S, (কে এস) হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদ নির্গমন।

N. M, (এন এম) নিরন্তর অশ্রুপাত, ছানির প্রথমাবস্থা।

অবিরাম জ্বরে F, P, K S, বা বিকারে K, P, বা N, M, সহ জল প্রক্রিয়া ও সবিরাম জ্বরে প্রধানতঃ N S, লিভারের বৃদ্ধি থাকিলে তৎসহ K, M, যোগে জল প্রক্রিয়া করিয়া সন্তোষজনক ফল লাভ হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে এরূপ চিকিৎসা হইলে লোকের যে মহোপকার সাধিত হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সামান্য ব্যয়ে শীঘ্র শীঘ্র রোগ নিঃশেষ আরোগ্য হয়,দেহ জীর্ণকারী, অযথা প্রয়োগে ভাবী অনিষ্টপ্রদ কুইনাইন স্পর্শ না করিয়া প্লীহা যকৃৎ ঘটিত সামান্য বা উৎকট জ্বর ভাল হয়, ইহা অপেক্ষা আর কত সুবিধা হইতে পারে।

জল প্রক্রিয়া। একজ্বরে ঘর্ম্মাংসরণ জন্য প্রথম ১০ পরে ১ বা ১২ পরে ৩, ১¹/২ বখন বা ৫, ৪৪ রাত্রে ৫৮, ²২৮ কোষ্ঠশুদ্ধি জন্য ২২। সবিরাম জ্বরে প্রয়োজন হইলে ২২, ১০, ১, ১২, ৫৮ বা ২৮ ২২ ইত্যাদি।

একটী সহজ প্রক্রিয়া স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। অবিরাম জ্বরে প্রথমতঃ গরম জলে ব্যবস্থেয় ঔষধ F P, বা K S, (বাহ্য প্রয়োগের) মিশাইয়া ৮।১০ বা ১৫ মিনিটকাল রোগীর গাত্র ধৌত করিবে। সুবিধা হইলে গরম জলের টবে বা গামলায় বক্ষদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ শীঘ্র শীঘ্র আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ ও গাত্র অর্দ্ধ মুঞ্চন করিয়া কম্বল বা লুই প্রভৃতি গরম কাপড় লেপের উপর পাতিয়া তাহাতে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে। মাথা বাহিরে রাখিয়া প্রথম কম্বল পরে লেপ দুইদিগ হইতে টানিয়া রোগীর গাত্র আচ্ছাদিত করিবে। গলার নিকট অন্য কাপড় দিয়া ঢাকিবে, যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ না করে। মাথাও বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত করিবে। এই মত এক বা দেড়

ঘণ্টা কাল চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে। যদি শীঘ্র ঘর্ম্ম হয় ভাল, নতুবা সেই সময় সজল গরম দুগ্ধ খাইতে দিবে। ঘর্ম্ম হইলে অল্পে অল্পে আবরণ খুলিয়া শীর্কা মিশ্র গরম জলে বস্ত্র নিংড়াইয়া গা মুছাইবে। যদি আবরণ ও উষ্ণ পানীয় সেবনেও ঘর্ম্ম না হয় ও জ্বরের তাপ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় তবে ১০ সংখ্যা মতে ষ্টিম দিয়া ঘর্ম্ম করাইবে, ও তৎপরে গাত্র ধৌত ও কম্বলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। যদবধি জ্বরের তাপ সহজ মত না হয়, ২ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর পূর্ব্বলিখিত মত গাত্র মার্জ্জন ও আচ্ছাদন করিবে। এরূপ করিলে অতি দুঃসাধ্য জ্বর ও সমতা প্রাপ্ত হইবে। অন্ততঃ রোগের ভয় দূর হইবে, যান্ত্রিক বিকৃতি হইবে না।

যদি ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া, যকৃৎ প্রদাহ ইত্যাদি যান্ত্রিক রোগ থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার পর, বক্ষঃপীড়ায় বক্ষঃস্থলে জলসিক্ত ফ্লানেল রাখিয়া তাহার উপর স্পঞ্জিও পেলিন বা শুষ্ক ফ্লানেল দিয়া দৃঢ়রূপে গাত্র বেষ্টন করিয়া রাখিবে। যকৃতের পীড়ায় তদুপরি ২০।২৫ মিনিট কাল ফোমেণ্ট করিয়া ফ্লানেল বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

অন্যতম প্রণালী। যদি রোগী সবল হয় তবে পশ্চাল্লিখিত মত কার্য্য করিবে। রোগীর শয্যার নিকট একটা টবে জল রাখিবে। যখন জ্বরের অত্যধিক তাপ, গাত্রদাহ, পিপাসা, ও শিরঃপীড়াদি যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইবে, তখন সেই নিকটস্থ টবের জলে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিবে। উপরাঙ্গে অর্থাৎ বক্ষ পৃষ্ঠ মুখাদি জলসিক্ত বস্ত্রদ্বারা অল্প অল্প ঘর্ষণ করিতে থাকিবে, মাথায়ও শীতল জল দিবে। টবে যদি শীতল জল লওয়া হয়

তবে ১।২ মিনিট ও গরম জল লইলে ১০।১২ মিনিটকাল পরে উঠিয়া শীঘ্র শীঘ্র বস্ত্র ত্যাগ ও গাত্র অর্দ্ধ মুঞ্চন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান মত কম্বলাচ্ছাদনাদি কার্য্য করিবে। এইরূপ যখনই তাপ বৃদ্ধি ও যন্ত্রণা হইবে তৎক্ষণাৎ টবের জলে গিয়া বসিয়া পূর্ব্ব কথিত ক্রিয়া করিবে। ইহাতে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, রক্তসঞ্চালন ও স্নায়ুবল বৃদ্ধি হইয়া দেহ বিজ্বর হইবে। শীতকালে ঈষদুষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল ব্যবহার করিবে। ঘর্ম্ম নিঃসরণে যাতনার হ্রাস হইবে, কিন্তু ঐ ঘর্ম্ম যেন দেহে কিছুমাত্র পুনঃশোষিত না হয়, তজ্জন্য আর্দ্র বস্ত্রে গা মুছাইবে। তখনও বহুক্ষণ অন্তর এক এক বার টবে গিয়া গা ধুইবে।

৩য় প্রকরণ। ওএট্‌সিট্‌ প্যাকিং (সংখ্যা ১) করিয়া কম্বলাচ্ছাদিত করিবে, এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার পর আবরণ বস্ত্র খুলিয়া গা মুছাইবে।

জ্বরাক্রান্ত রোগীকে জল চিকিৎসা করিতে কিছুমাত্র ভয় নাই। বিহিত মতে কার্য্য করিলে উপকার ভিন্ন অপকারের আশঙ্কা নাই। তবে অবৈধ জল ব্যবহারে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তজ্জন্য জল ব্যবহার কালে পশ্চাদুক্ত কতিপয় বিষয় মনে রাখিতে হইবে।

১—রোগীর শীত বোধ থাকিতে শীতল জল স্পর্শ করিবে না, তখন ষ্টিম প্রয়োগ বা বারম্বার সহনীয় গরম জল পান করিলে শীত নিবারণ হইবে।

২—শীতল জল প্রয়োগ ১ মিনিট বা ১॥০ মিনিটের অধিক কাল না হয়।

৩—গা ধুইবার পরেই অবিলম্বে কম্বল বা ২।৩ খান লেপদ্বারা

গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া শয়ন করিবে যেন ভিতরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়।

৪—গরম জলে গা ধুইতে ১০।১২ মিনিট সময় দেওয়া যায়, কিন্তু গাত্রে শীত না লাগিতে লাগিতে অবিলম্বেই গাত্র আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

৫—ব্যবহার্য্য জলে উপযুক্ত সেবনীয় বাইওকেমিক ঔষধ, কখন বা কিঞ্চিৎ শীর্কা মিশ্রিত করিতে হইবে।

৬—শিরঃপীড়া থাকিলে বরফ বা শীর্কা, অভাবে শুদ্ধ শীতল জলে ৪।৫ পাট বস্ত্র ভিজাইয়া (নিংড়াইয়া) মস্তকে লাগাইয়া রাখিবে। ঐ পটি ৫।৭ মিনিট অন্তর অর্থাৎ গরম হইলেই পুনর্ব্বার জলে শীতল করিয়া মাথায় দিবে। গরম পটি যেন মাথায় ক্ষণকালও না থাকে, থাকিলে অপকার হইবে।

৭—মলবদ্ধ থাকিলে যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণজলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। জোলাপ দিবে না।

এই মত চিকিৎসায় আমরা বহু সংখ্যক রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিতেছি, তবে বহু দোষাশ্রিত বা পূর্ব্বে অত্যধিক কুইনাইন, সেঁকো, পারদ, একোনাইট প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ সেবিত হইলে সে জ্বর কিছু বিলম্বে যাবে, কদাচ ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয় না।

সবিরাম, প্রদাহিক, বা ত্বগোদ্ভেদী যে কোন প্রকারেরই জ্বর হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইবে। কম্পজ্বরের কম্পকালে ষ্টিম গ্রহণ বা উষ্ণ জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প বন্ধ হইবে। চা কাফি খাওয়া ভাল নহে।

জল-সঞ্চার (শোথ দেখুন)

জলাতঙ্ক রোগ।

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরাদি দংশন জনিত রোগ।

চিকিৎসা।

লক্ষণানুসারে K M, K P, N M, ও M P, ব্যবহার করিবে। এ রোগ প্রকাশিত হইলে যে,কোন ঔষধে সারিয়াছে, এমন কোনও প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। স্মেড্লি সাহেব লিখিয়াছেন যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রচুররূপে ষ্টিন বাথ (১০) গ্রহণ করিয়া জলাতঙ্ক রোগ হইতে জীবন লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি উক্ত রোগে ষ্টিম বাথ দিতে অনুরোধ করেন, পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক কেননা এ রোগে উপায়ান্তর নাই বলিলে হয়। ষ্টিম বাথের পর ২ ঘণ্টা অন্তর উষ্ণ জলে গাত্র মার্জ্জন, ও কম্বলাচ্ছাদন করিতে হইবে। গলদেশের আক্ষেপ জন্য সেই স্থলে মধ্যে মধ্যে ফোমেণ্টেসন করিবে।

প্রতিষেধক। দষ্টস্থলে প্রতিদিন ফোমেণ্টেসন, ফ্লানেল বা স্পঞ্জিওপেলিনদ্বারা দৃঢ় আচ্ছাদন, মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলের পিচকারী, নিয়মিত ভোজন, বিমল বায়ু সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি বা কাষ্টকী দিয়া আহতস্থল দগ্ধ করা অনুচিত।

ডিপ্‌থিরিয়া।

বিষময় পরাঙ্গজীবী কর্ত্তৃক গলাভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মা ঝিল্লি আক্রান্ত হইয়া এই সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশুদের

এই পীড়া অধিকতর মারাত্মক। সুসময়ে বিধি পূর্ব্বক বাইও-কেমিক সহ জল চিকিৎসা করিলে পীড়ার মারকত্ব দূর হয়। বালকের গলা বেদনা হইলেই অভ্যন্তর-প্রদেশ পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

চিকিৎসা।

F P, (এফ পি) প্রথমাবস্থায় জ্বর, মুখভারি নাড়ি দ্রুত ইত্যাদি লক্ষণে।

K M, (কে এম) প্রধান ঔষধ বলিয়া জানা গিয়াছে (F P, সহ)। কুলি করিতেও হয়। (নিম্ন ক্রম ১০।১২ গ্রেণ জল ৬ আউন্স)।

K P, (কে পি) মুখের ক্ষত দুর্গন্ধ যুক্ত, অত্যন্ত অবসাদন, দ্রুতশ্বাস। রোগান্তে পক্ষাঘাত বা বাক্ শক্তির ব্যতিক্রম।

N, M, (এন এম) লালা নিঃসরণ। মুখ স্ফীত, জিহ্বাশুষ্ক।

K S, (কে এস) বুকে ঘড় ঘড় শব্দ, ক্ষত হরিদ্রাবর্ণ।

C, P, C F, (সি পি ও সি এফ) বায়ুপথ আক্রান্ত হইয়া দ্রুতশ্বাস, স্বরভঙ্গ (পর পর ব্যবহার্য্য)।

N S, (এন এস) পিত্ত লক্ষণ থাকিলে।

জল প্রক্রিয়া। প্রথমেই মস্তকে ষ্টিম প্রয়োগ দ্বারা ঘর্ম্ম নির্গত করাইবে, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বিষাংশ নির্গত হইয়া যাইলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, গলা, উদরদেশ, শীতল জলে ১ মিনিট কাল ধৌত করিবে ও কম্বলাচ্ছাদন করিবে। জ্বরের আধিক্য থাকিলে পেটের উপর শীতল পটি দিয়া মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন করিবে, ৫।৬ ঘণ্টাকাল এই মত করিয়া তদনন্তর ওয়েট-

সিট প্যাক প্রয়োগ করিবে। মধ্যে মধ্যে আবার পূর্ব্ব মত বক্ষাদি জলে ধৌত করিবে, ঘর্ম্ম হইলে শীকা মিশ্র জলে মুছাইবে, প্রয়োজন হইলে রেচনার্থ উষ্ণ জলের পিচকারী (২২) দিবে। এই সহজ প্রণালীতে অন্য চিকিৎসার দুঃসাধ্য ডিপ্‌থিরিয়া রোগ অচিরে প্রশমিত হইবে।

দন্তরোগ।

চিকিৎসা।

C F (সি এফ) দাঁত নড়া, বেদনা, পূজ পড়া দন্তক্ষয় (কুলি ও ব্যহার্য্য)

F P, (এফ পি) দন্ত মাড়ির প্রদাহ।

C P, (সি পি) C F সহ পর পর ব্যবহার্য্য।

N M, (এন এম) দন্ত মাড়ি বেদনাযুক্ত, লাল নিঃসরণ।

K S, (কে এস) উষ্ণতায় বেদনার বৃদ্ধি।

M P, (এম পি) অসহ্য বেদনা, উষ্ণতায় উপশম, বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় বেদনা।

Sil (সিল) দন্তমূলে ক্ষত হইয়া পূয নিঃসরণ।

জল প্রক্রিয়া। যন্ত্রণার সময়ে মুখে ১০৩/৪, ১৯, গরম জলে কুলি, ও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান। শ্লথদন্ত উৎপাটিত করিলে সকল ক্লেশ দূর হয়।

ধ্বজভঙ্গ।

অনৈসর্গিক, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা বা অন্য কারণে

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বশতঃ লিঙ্গ শৈথিল্য বা যোষিৎসম্ভোগাভিলাষ-শূন্যতা।

চিকিৎসা।

K P, ও M P, এই দুইটি প্রধান ঔষধ পৃথক পৃথক ব্যবহার্য্য।

অন্যান্য ব্যবস্থা স্নায়ু দৌর্ব্বল্য ও পক্ষাঘাতের চিকিৎসায় দেখুন।

ধনুষ্টঙ্কার।

আঘাত বা অন্য কারণে স্নায়ু বিকৃতি হইয়া এই সাংঘাতিক আক্ষেপিক রোগ উৎপাদিত হয়।

চিকিৎসা।

M, P, (এম পি) বাইওকেমিক মতে এইটিই প্রধানতঃ আক্ষেপ নিবারক ঔষধ, ইহার বাহ্য প্রয়োগ, নিম্ন শক্তি অল্পজলে গুলিয়া মেরুদণ্ড গ্রীবা বা চিবুকাস্থির নিম্নে মালিশ করিবে।

C P, (সি পি) কখন কখন M P তে উপসম না হইলে ব্যবহৃত হয়। জল প্রক্রিয়া। সংখ্যা ১০ বা ১০ক্ষ, উষ্ণজলে হিপ বাথ, ও ২২।

নাসারোগ—চিকিৎসা

F P, (এফ পি) নাক দিয়া লালবর্ণ চাপ চাপ রক্ত পড়া,

K M, (কে এম) নাসাভ্যন্তরে স্ফীততা, কালবর্ণ চাপ চাপ রক্তস্রাব।

K P, (কে পি) দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ।

N, M, (এন এম) জলবৎ স্বচ্ছ ক্লেদ নিঃসরণ।

C, P, (সি পি) নাসাস্থির ক্ষত—

C F, (সি এফ) নাসাস্থির বেদনা, ক্ষত, (C, P, বা Sil সহ)

Sil ও C, S——ক্ষতাবস্থায় পর পর ব্যবহার্য্য।

প্রচলিত "নাসা" রোগ, নাসাভ্যন্তরে রক্ত সংস্থান। অনেকে রক্ত বাহির করিয়া দেন, কিন্তু রক্তপাত না করিয়া মস্তকে ষ্টিম গ্রহণ, ফুট বাথ সার্ডরায় ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। জীবনস্বরূপ রক্ত এক বিন্দু নষ্ট না করাই অভিপ্রেত।

নাড়িব্রণ (শোষ ঘা, নালি ঘা)

চিকিৎসা।

Sil ও C, P, (সিল ও সি পি) এই দুই ঔষধ নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিবে, প্রথম সপ্তাহে Sil নিম্ন শক্তি প্রত্যহ একবার খাইবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে C, P, (নিম্নশক্তি) প্রত্যহ একবার খাইবে। তৃতীয় সপ্তাহে Sil, চতুর্থ সপ্তাহে C, P। Sil ও C P বাহ্য প্রয়োগেও বিহিত।

C, E, (সি এফ) অস্থিতে শোষ হইলে।

N, S, (এন এস) নালি ঘা দিয়া জলবৎ ক্লেদ নিঃসরণ।

জল প্রক্রিয়া। প্রত্যহ দুইবার গরম জলে ধৌত করিবে। আর্দ্র ফ্লানেল ঘায়ের উপর দিয়া তুলা বা ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, ক্ষতের চতুর্দ্দিকে প্রত্যহ দুই বার ফোমেণ্ট করিবে। নিরামিষ ভোজনাদি স্বাস্থ্য নিয়ম পালন করিতে হইবে।

নিদ্রাল্পতা চিকিৎসা

F P, (এফ পি) মস্তকে রক্তাধিক্য জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত।

K P, (কে পি) ভয় শোকাদি মানসিক অস্বাস্থ্যে নিদ্রাভাব।

লক্ষণানুসারে অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করিবে।

ন্যাবা (পাণ্ডুরোগ দেখুন)

নিশিঘর্ম্ম

C P, (সি পি) কাস রোগ জন্য নিশিঘর্ম্মে। ক্ষয়কাস দেখুন।

প্রমেহ

দূষিত সংসর্গ হেতু মূত্রপথের প্রদাহ। প্রথমে প্রদাহ লক্ষণ, পুরাতন হইলে লিঙ্গনাল দিয়া হরিদ্রাবর্ণ পূয় ক্ষরণ বা সুতার ন্যায় পদার্থ নির্গমন হয়।

চিকিৎসা।

F P, (এফ পি) প্রদাহ লক্ষণে।

K M (কে এম) লিঙ্গাগ্রের স্ফীততা, সাদা শ্লেষ্মা ক্ষরণ। F P সহ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র উপশমিত হয়। ভবিষ্যদ্ যন্ত্রণা অর্থাৎ বিবিধ মূত্র পীড়া, মূত্র নালি রোধ, বাত, পুরুষত্ব হীনতা ইত্যাদি ঘটিতে পারে না।

K P, (কে পি) লিঙ্গ পথ দিয়া রক্তস্রাব।

K S (কে এস) হরিদ্রা বর্ণ ধাতু নির্গম।

N M, (এন এম) অতিশয় জ্বালাবোধ, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

N S, (এন এস) হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা ক্ষরণ। K S, সহ পর পর ব্যবহার্য্য। পুরাতনাবস্থা যখন জ্বালা যন্ত্রণা না থাকে, কেবল হরিদ্রা ধাতু ক্ষরিত হয়, তখন ইহার নিম্নশক্তি ফলপ্রদ।

C S, (সি এস) মূত্রদ্বার দিয়া সরক্ত পূয নিঃসরণ।

C P, (সি পি) রক্তাল্পতা বা কোষ বৃদ্ধি হইলে।

জল প্রক্রিয়া। প্রথমাবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর গরম জলে লিঙ্গ ডুবাইয়া রাখিবে, অথবা ১৫।২০ মিনিটকাল স্থানিক ষ্টিম (১০ই) প্রদান করিবে। যদি সুবিধা হয় তবে শুদ্ধ গরম জলের পিচকারী দিয়া লিঙ্গ নালি ধৌত করিবে। তবে রক্তস্রাব হইলে শীতল জলের পিচকারী দিবে ও শীতল জলে লিঙ্গ ডুবাইবে মধ্যে মধ্যে হিপ্‌বাথ ও সট ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করিবে, ফ্লানেলাদি গরম বস্ত্রে লিঙ্গ জড়াইয়া রাখিবে, মধ্যে মধ্যে গরম জলে ডুবাইবে। পুরাতনাবস্থায় ঐরূপ প্রয়োগ বিলম্বে বিলম্বে করিবে।

অনুপ্রপেয়, নিরামিষ তরকারি, অন্ন, যবের আটার রুটি, অল্প দুগ্ধ সুপথ্য। কটু রস, স্ত্রীসঙ্গ, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিহার্য্য।

প্রতিশ্যায় (নাক দিয়া জল পড়া)

N, M, (এন এম) বিশেষ ঔষধ।

অন্যান্য ব্যবস্থা "সর্দ্দির" ন্যায়।

প্রদাহ

স্থানিক তাপ, আরক্ততা, বেদনা ও শোথ (স্ফীততা) প্রদাহে সমকালে এই লক্ষণ চতুষ্টয় প্রায় বর্ত্তমান থাকে। দেহের স্থান ও যন্ত্রভেদে এই প্রদাহ নানাবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হয় ও ভিন্ন

ভিন্ন পীড়া বলিয়াও কথিত হয়। মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, যকৃৎ ও পাকাশয়াদি প্রধান প্রধান যন্ত্রের প্রদাহে সত্বর জীবন নাশের সম্ভাবনা। স্থানবিশেষের প্রদাহের নামের ভিন্নতা হইলেও উহার নিদান এক মাত্র। অধিক রক্তসংস্থান জন্য আরক্ততা, তাপাধিক্য ও শোথ, তৎকর্তৃক স্নায়ুর চাপনে বেদনানুভব এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ একা পোষকস্নায়ুর দৌর্ব্বল্য জন্যই হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শৈত্য, উত্তাপ বা আঘাতাদিতে ঐ পোষক স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য সংঘটিত হয়। যাহা হউক প্রদাহ চিকিৎসায় রেচকৌষধ, জলৌকাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ বা দৌর্ব্বল্যকর ঔষধ যথা ডিজিটেলিস গাবদ, আইওডাইন কি ব্রোমাইড অফ পটাস ইত্যাদি প্রয়োগ অযুক্ত ও অনিষ্টপ্রদ। প্রাকৃতিক উপায়ে স্নায়ুর বলসম্পাদন করাই সুচিকিৎসা। পশ্চাদুক্ত বাইওকেমিক ঔষধ ও তৎসহ জলপ্রক্রিয়াই নৈসর্গিক উপায়।

চিকিৎসা।

F P, (এফ পি) }
K M, (কে এম) } তাপাদি লক্ষণ চতুষ্টয়, জ্বর, অস্থিরতা ইত্যাদি

K S, (কে এস) জিহ্বামূল হরিদ্রাবর্ণ, অপরাহ্ণে অসুখের বৃদ্ধি,

Sil (সিল) পূযোৎপত্তি হইলে।

C S (সি এস) সঞ্চিত রস নির্গত হইয়াও পূযস্রাব বন্ধ না হইলে।

জল প্রক্রিয়া। সংখ্যা ১০, ১০৩/৪ দ্বারা ঘর্ম্মোৎপাদন, বিধিমত ১৯ বা ২০। সুযোগমত ১, কম্প্রেস, ১২, ১২১/২ ১৪, ১৪১/৪ ১৪ ৳। প্রয়োজন হইলে ২২। ফ্লানেলাদি গরম বস্ত্রে পীড়িতস্থল

নিরন্তর আবৃত রাখিবে। স্বেদজনক প্রক্রিয়ার ঘর্ম্ম হইলে তৎক্ষণাৎ শিকামিশ্র গরম জলে গাত্র মুঞ্চন করিবে।

পথ্যাদি। আহারেচ্ছা না থাকিলে উপবাস, পরে লঘু ভোজন, পিপাসায় ১৫।

পক্ষাঘাত

মেরুদণ্ডের সর্ব্বোপবিভাগ মেডুলা অবলংগেটা হইতে উদ্ভূত পোষকস্নায়ু সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া সকল যন্ত্রকেই স্ব স্ব কার্য্যে সক্ষম করিয়া থাকে। মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কে আঘাত, আহার বিহারাদির অত্যাচরণ ও অনৈসর্গিক ঔষধাদিতে আসুরিক চিকিৎসা যথা এরণ্ড তৈল, জয়পাল, কলসিন্থ, প্রভৃতি রেচকস্থ, সুরা মর্ফিয়াদি মাদক, ক্লোরাল, ব্রোমাইড, বিষ্টার, রক্ত মোক্ষণাদি অবসাদক ব্যবস্থায়, স্নায়ুর তাড়িৎশক্তির বিপর্য্যয় হয়। সেই তাড়িদ্ বিপর্য্যয়ে সঞ্চালন ও স্পর্শন কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। পক্ষাঘাত রোগে কোন কোন রোগীর স্পর্শ বোধ থাকে, চালনশক্তি থাকে না, কাহার বা পীড়িতাঙ্গে চালন শক্তি থাকে, স্পর্শ জ্ঞান লুপ্ত হয়, আবার কাহারও বা উভয় শক্তিই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে রহিত হইয়া পড়ে। সংন্যাস রোগ জন্য পক্ষাঘাত প্রায়ই অসাধ্য, কেন না জ্ঞান শক্তির মূলাধার মস্তিষ্কে তত্রস্থ শিরাদি হইতে রক্ত নির্গত হইয়া জমিয়া থাকে। সুতরাং চিকিৎসার ফল হইবার সম্ভাবনা কম। যদি কেবল মেরুদণ্ডের পীড়া জন্য তদ্বহিভূত অনুভাবিকা বা সঞ্চালনী স্নায়ুশক্তির ব্যতিক্রমে (যদি মস্তিষ্কের বিশেষ দোষ না থাকে) আংশিক বা স্থানিক পক্ষাঘাত হয়, নিম্নোক্ত চিকিৎসার ফল লাভ করা যায়।

চিকিৎসা।

K P, (কে পি) স্নায়বিক উত্তেজক ও বলকারক বলিয়া, বিশেষ হিতকর।

N P, (এন পি) মেরুদণ্ডের পীড়া জনিত।

Sil, (সিল) অস্থিসন্ধির অবশতা।

M P, (এম পি) হস্ত পদাদির কম্পন, উত্থান শক্তির রাহিত্য।

K M, F P ও C P) বাত রোগ জনিত পক্ষাঘাতে। (ভৈষজ্যতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

অপিচ পশ্চাদুক্ত জলপ্রক্রিয়া যোগে উক্ত কোন ঔষধের বহিঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। মেরুদণ্ডের উত্তেজনার্থ ৫৭, ৭০, ৭১, ৭২, ৫৯, ৭৩। পাকস্থলী ও যকৃতের ক্রিয়াধিক্য জন্য ৫৮, ৪৩। পীড়িতাঙ্গে ৭৬,। পদদ্বয়ে ৭৭। স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের জন্য অন্যান্য প্রক্রিয়াও কর্ত্তব্য।

বলকারক অনুগ্র দ্রব্য ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পাণ্ডুরোগ (ন্যাবা, কামল)

যকৃতের যান্ত্রিকক্রিয়াগত বৈষম্য, কখন বা ক্রোধ জন্য ও পাণ্ডুরোগ হয়।

চিকিৎসা।

N S (এন এস) পিত্তদোষের আধিক্য।

K M (কে এম) যকৃতে বেদনা, কাঠিন্য। মল দিকারবর্ণ জিহ্বা শ্বেতবর্ণ।

N M (এন এম) যকৃতে বেদনা, নিদ্রালুতা, বিষণ্ণতা।

K S, (কে এস) জিহ্বামূল হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত।

K P, (কে পি) স্নায়বিক অবসাদন।

জলপ্রক্রিয়া। সশয্যা ২২, যকৃতের উপর প্রত্যহ ২বার ১৯ বা ২০। ২১। ৮৫, ৪৩, ৪৪, ৫৮, ১০ বা ১০½ পরে ১২, কখন বা ১২½, ১। পেটের উপর গরম জলে নিষ্পীড়িত পটি দিয়া তদুপরি শুষ্ক ফ্লানেল বা কম্বলখণ্ড বাঁধিয়া রাখিবে। দুই তিন ঘণ্টার পর ১২½। পথ্যাদির সুব্যবস্থা চাই।

পাথুরী (অশ্মরী দেখুন)

—:০:—

পিত্তদোষ-চিকিৎসা

N S, (এন এস) এইটি পিত্তদোষের প্রধান ঔষধ। মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বা হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ-ক্লেদাবৃত, পিত্ত বমন ও ভেদ, হস্ত-পদাদির জ্বালা, পিত্ত মিশ্র প্রস্রাব, যকৃৎ স্থলে বেদনা।

N P, (এন পি) অম্লরোগ বা ক্রিমিদোষ থাকিলে।

শির্কামিশ্র জলে আবল্যুসন (১২) ওএটসিট প্যাক, বিবিধ সাউয়ার (১১, ১১৩/৪) চোখা (১৪৩/৪) সর্ট ব্যাণ্ডেজ (১৪৩/৪) ফুট ব্যাণ্ডেজ (১০৩/৪) ইত্যাদি।

আমাদের—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনেক লোককে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদীয় গুড়ুচ্যাদি, হিমসাগর, লাক্ষাদি তৈলাপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত জলপ্রক্রিয়া অল্প ব্যয়-সাধ্য

অথচ অধিকতর স্থায়ীফলপ্রদ। তবে কিছু দীর্ঘকাল প্রয়োগ বা সময় সময় প্রক্রিয়াও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষণশীল পথ্যাদির যেন ব্যতিক্রম না হয়।

প্লুরাইটিস—বক্ষাবরণ-ঝিল্লির প্রদাহ

প্রদাহিক জ্বর, শ্বাস প্রশ্বাসে সূচী বেধের ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা শুষ্ক কাসি ইত্যাদি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে উক্ত ঝিল্লিতে জল সঞ্চার হয়।

চিকিৎসা।

F P, K M, (এফ পি, কে এম) প্রথমাবস্থায় এই দুই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

N M, (এন এম) জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষে জলসঞ্চার।

K P, (কে পি) দ্রুতশ্বাস, অবসাদন; বিকার লক্ষণ। বক্ষে বায়ুসঞ্চার।

C P, (সি পি) জলসঞ্চার শোষণ জন্য।

C S, (সি এস) বক্ষোমধ্যে পূযোৎপত্তি হইলে।

জল প্রক্রিয়া। প্রত্যহ দুই তিন বার ১৯ পরে ভুসি বা মসিনার পুলটিস। সংখ্যা ১, ২১/২ ১০, ৫া, ১০৩, ৪, ১২, ১৪, ১৪১/৪ ১৪১/২। অপিচ ফুস্ফুষপ্রদাহের জলপ্রক্রিয়া মত কার্য্য করিবে।

ফুস্ফুষপ্রদাহ (নিউমোনিয়া)

প্রদাহিক জ্বর, শুষ্ক কাসি, কখন বা লৌহ কলঙ্কের ন্যায় বা

রক্তমিশ্র, সফেণ আটাবৎ শ্লেষ্মা উঠে, দ্রুতশ্বাস, বক্ষেবেদনা ইত্যাদি লক্ষণে রোগ জানা যায়। ষ্টেথস্কোপ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা না করিলে ঠিক রোগ নির্ণয় হয় না, তথাপি লক্ষণানুযায়ী নিম্নোক্ত চিকিৎসা করিলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে।

চিকিৎসা।

F P, (এফ পি) জ্বরের আধিক্য, মুহুমুহুঃ শুষ্ক কাসি, কখন বা রক্তমিশ্র শ্লেষ্মা উঠে,শিরঃপীড়া,দ্রুতশ্বাস, ঘর্ম্মাবরোধ ইত্যাদি।

K M, (কে এম) জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, সাদা বা আটার ন্যায় শ্লেষ্মা কখন বা কাল্‌চে লৌহ কলঙ্কের ন্যায় শ্লেষ্মা, বক্ষে বেদনা (F P সহ)

K S, (কে এস) অপরাহ্নে বা রাত্রে জ্বরের বৃদ্ধি, হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মানির্গমন, জিহ্বামূল হরিদ্রাবর্ণ। বুকে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, ঘর্ম্মাবরোধ। F P সহ)

K P, (কে পি) অত্যধিক জ্বরের তাপ, প্রলাপ, অবসাদন (বিকারের লক্ষণ)

N M, (এন এম) বক্ষে বেদনা, সফেণ শ্লেষ্মা উঠা, অশ্রুপাত, জল বমন

C S, (সি এস) পূয-রক্তমিশ্র শ্লেষ্মা উঠা

Sil (সিল) পুরাতনাবস্থায় সপূয শ্লেষ্মা উঠিলে।

জল প্রক্রিয়া। কোষ্ঠশুদ্ধি জন্য ২২ পরে ১০ পরে ১২।২৮। কখন বা ২$\frac{1}{2}$, ৮১। জ্বর চিকিৎসায় লিখিত প্রক্রিয়া ও এস্থলে বিশেষ হিতকরী।

সহজ উপায় এই, যদি সহজে ঘর্ম্ম না হয় তবে সার্ব্বাঙ্গিক বা স্থানিক ষ্টিম দ্বারা ঘর্ম্ম আনাইয়া ব্যবস্থেয় ঔষধ ও শির্কামিশ্র গরম জলের টবে বসাইবে, অথবা গরম জলে (শির্কাদি মিশাইয়া) সর্ব্বাঙ্গ ভালরূপ ১০।২০ মিনিটকাল ধৌত করিবে। যেন সমকালে সর্ব্বত্র গরমজল পৃষ্ট হয়। তৎপরে শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া আদ্রবস্ত্র ত্যাগ ও গাত্র অদ্ধ মুঞ্চন করিয়া তৎক্ষণাৎ কম্বলের উপর শয়ন ও কম্বলাদি দ্বারা আবরণ করিবে। যদি ঘর্ম্ম না হয়, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর নির্ভয়ে পূর্ব্বমত গা ধোয়ান ও কম্বলাবরণ করিতে হইবে। ঘর্ম্ম হইলে শিকাদি মিশ্রিত জলে গা মুছিবে ও গরমবস্ত্রে আবৃত করিবে। যদবধি তাপ সহজ (৯৯ ডিগ্রি), সাদা-সরল গাঢ় শ্লেষ্মা উঠা ও রোগীর সচ্ছন্দ বোধ না হয় সে পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রক্রিয়া গুলি যথাবৎ করিতে হইবে। প্রচুর ঘর্ম্ম হইলে জীবনরক্ষার পথ হইয়া আইসে। কিন্তু ঐ ঘর্ম্ম যেন দেহে পুনঃশোষিত না হয় তজ্জন্য আদ্র বস্ত্রে গা মুছাইয়া ঢাকা দিতে হইবে, যেন শীতল বায়ুস্পর্শে ঘর্ম্মবোধ না হয়। মাথায় শীতল জল দিতে দোষ নাই, বরং বিহিত কার্য্য। স্ত্রীলোকদিগের কপালের উপর শীতল জলের পটি দিয়া (গরম হইলেই) বারম্বার পরিবর্ত্তন করিবে। বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠদেশ ভুসি বা মসিনার পুলটিস অভাবে ফ্লানেল বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। "২০" প্রয়োগ করিলেও ভাল হয়। পথ্যাদি জ্বরের ন্যায়। পুরাতন নিউমোনিয়ার ঐ সব প্রণালী প্রয়োগ করিবে।

নিউমোনিয়া রোগ, উক্ত জল প্রক্রিয়ায় যেমন শীঘ্র শীঘ্র সহজে ও নিঃশেষ ভাল হয় তেমন আর কিছুতে হয় না বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। বারম্বার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়াই

স্বদেশীয় চিকিৎসকদিগকে এই মারাত্মক পীড়ায় এই প্রণালী অবলম্বন করিতে সসাহসে অনুরোধ করি।

বমন।

F P (এফ পি) অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বমন। লাল রক্ত বমন।

K M, (কে এম) সাদা শ্লেষ্মা বা কালচে চাপ রক্ত বমন।

N M, (এন এম) স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা জলবমন।

N P, (এন পি) অম্ল বমন, শিশুদের ছানার ন্যায় বমন, ক্রিমি জন্য বমন।

N S, (এন এস) হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ পিত্ত বমন। সর্ব্বদা বমনেচ্ছা।

C P, (সি পি) শিশুদের শীতল জল পানে বমন, Sil (সিল) ছুবিত-স্তন্য-পানে বমন (শিশুদের) শিরঃপীড়া সহ বমন।

C F, (সি এফ) ভুক্তদ্রব্য বমন) F P তে উপশম না হইলে।

পাকস্থলীর উগ্রতা জন্য বমনে, বরফ বা শীতল জল মুহুর্মুহু অল্প অল্প পান করিবে। পেটের উপর শীতল জলের পটি দিয়া গরম হইলে পরিবর্ত্তন করিবে। পাকস্থলীর উপর মষ্টার্ডপটি। শীতল জলের হিপ্ বাথ্।

বহুমূত্র।

বারে ও পরিমাণে অধিক প্রস্রাব, মুখশোষ, গাত্র দাহ ও কণ্ডুয়ন ইত্যাদি বহুমূত্র রোগের সাধারণ লক্ষণ। প্রস্রাবের রাসায়নিক পরীক্ষাতেই রোগস্থির করা যায়।

চিকিৎসা।

N S, (এন এস) এইটিই প্রধান, অবলম্বনীয় ঔষধ। অন্যান্য ঔষধ প্রযুক্ত হইলেও N S ব্যবহার্য্য।

N M, (এন এম) অত্যধিক মূত্র ক্ষরণ, পিপাসা, অনিদ্রা, দেহ ক্ষয়, মলরোধ।

K P (কে পি) অনৈসর্গিক ক্ষুধা, বলহীনতা, অনিদ্রা।

N P, (এন পি) অম্লরোগ বা বাতরোগ যুক্ত বহুমূত্রে উপকারী,

C P, (সি পি) কোনরূপ বক্ষঃপীড়া থাকিলে।

জল প্রক্রিয়া। প্রথম কটিদেশের দুই পার্শ্বে (মূত্রাশয়ের উপর) মৃদু ফোমেণ্টেসন ও ৫৫, ২৭। অতিশয় দৌর্ব্বল্য উপলব্ধি হইলে ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ভূসিযুক্ত আটার রুটি কখন বা লুচি, মাখন তোলা দুগ্ধ, নিরামিষ ব্যঞ্জন ভোজন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি পালন বিহিত।

বসন্ত রোগ

চিকিৎসা।

F P, K M (এফ পি ও কে এম) এই দুই ঔষধ প্রথমাবস্থা হইতে সেবিত হইলে বিপদাশঙ্কা থাকে না।

K P (কে পি) বসন্ত ব্রণ বহিষ্কৃত না হইয়া যখন রক্ত বিকৃত ও তজ্জন্য পচন ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তখন ইহা জীবনপ্রদ।

N M (এন এম) জল বমন, অশ্রুপাত, প্রলাপ, নিদ্রালুতা। (K P সহ পর পর)।

C S (সি এস) হরিদ্রাবর্ণ পূয ক্ষরিত হইলে।

K S (কে এস) হরিদ্রাবর্ণ পূয ও তদ্‌বৎ চর্ম্ম উঠা।

এরোগে উল্লেখিত ঔষধ ও জলপ্রক্রিয়া নিযোগ করিলে, জীবন লাভ হইতে পারে। ওএটসিট, আবলুশন, বডি ব্যাণ্ডেজ, সর্ট ব্যাণ্ডেজ, ফুট ব্যাণ্ডেজ, বা সিটিং বাথ, হিপ বাথ ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, জ্বরের সহিত সকল উপসর্গ নিবৃত্ত হইবে। ব্রণ সহজে বহিষ্কৃত হইয়া আপনিই ঠিক সময়ে সুপক্ক হইবে।

পথ্যাদি জ্বরের ন্যায়। রোগীর বাসগৃহ আবদ্ধ, অপরিষ্কৃত, লোকাকীর্ণ না থাকে। নির্ম্মল বহির্বায়ু গতায়াতের পথ রুদ্ধ না হয়।

বাত রোগ

ইহাতে সন্ধিস্থল, পেশি, বন্ধনী প্রভৃতি বেদনাযুক্ত হয়।

চিকিৎসা।

F P এফ পি } প্রচণ্ডাবস্থায় প্রবল জ্বর, অঙ্গ চালনে বেদনার
K M কে এম } বৃদ্ধি স্ফীততা ইত্যাদিতে এই দুই ঔষধ প্রয়োজ্য।

M P (এম পি) অসহ্য যন্ত্রণা, আক্ষেপিক বা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় বেদনা।

N P (এন পি) সন্ধির বাত, অম্লরোগসহ বাত।

N M (এন এম) চলিবার সময় সন্ধিস্থলে খট্ খট্ শব্দ হওয়া।

C P (সি পি) সন্ধিস্থ বাত। বাদ্লে বা শীতল বায়ুস্পর্শে, বা ঋতু পরিবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি।

K S (কে এস) জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, অপরাহ্ণে বৃদ্ধি।

K P (কে পি) পর্য্যাবিক বেদনা, অল্প অঙ্গ চালনে উপশম।

জলপ্রক্রিয়া। সংখ্যা ১০ বা ১০ক, ১২ ১৯, ২০ ১৪ক। বেদনাস্থলে মষ্টার্ড দিয়া ঘর্ষণ, তৎপরে স্পঞ্জিওপেলিন বা ফ্লানেল অভাবে তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। প্রত্যহ শির্কা মিশ্রিত গরম জলে গাত্র ধৌত করিয়া কম্বলাচ্ছাদন করিবে। প্রবলাবস্থায় জ্বরের ন্যায় প্রক্রিয়া। গাউট রোগেও এই ব্যবস্থা করিবে।

বিসর্প রোগ

রক্ত প্রবাহে বিষময় পদার্থের মিশ্রন হেতু চর্ম্মের প্রদাহ বিশেষ।

চিকিৎসা।

K M (কে এম) ব্রণসক্ত বিসর্প, স্ফীততা

F P (এফ পি) জ্বর ও প্রদাহের লক্ষণ, জ্বালা, অস্থিরতা।

N S (এন এস) শোথযুক্ত ত্বকের প্রদাহ।

N P (এন পি) ত্বক লালবর্ণ, স্ফীত, কণ্ডুয়ন।

K S (কে এস) হরিদ্রাবর্ণ রসস্রাব।

জলপ্রক্রিয়া। ষ্টিম বাথ দ্বারা ঘর্ম্মোৎপাদন করিয়া শির্কামিশ্র জলে গাত্র ধৌত করণ। ওএটসিট প্যাক, স্থানিক ফোমেণ্টেসন আবল্যুসন, প্রয়োগ করিলে উপশম লাভ হইবে। যতদিন না দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয় সে পর্য্যন্ত জলপ্রয়োগ পরিত্যাগ করিবে না। দেহ নিঃসৃত ঘর্ম্মাদি যেন পুনঃ শোষিত বা অন্যের দেহে সংলগ্ন না হয়। পথ্যাদি জ্বরের ন্যায়।

বিসূচিকা (ওলাউঠা দেখুন)।

বুকজ্বালা (অজীর্ণতা দেখুন)।

বেদনা (বাত, প্রদাহ, শূল, দেখুন)।

ব্রণ (বিসর্প দেখুন)।

ব্রঙ্কাইটিস।

(বায়ুনালির প্রদাহ)।

কাসরোগ, জ্বর ও ফুস্ফুস প্রদাহের লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিতেই হইবে। জলপ্রক্রিয়াও সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

মদাত্যয়

অতিরিক্ত সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন জন্য স্নায়বিক পীড়া।

K P, N M এই দুই ঔষধ সমকালে। প্রলাপ, কম্প, বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়।

জলপ্রক্রিয়া। হিপ্ বাথ, ওএটসিট প্যাক, মস্তকে শীতল পটি, ঈষদুষ্ণ পরে শীতল জলে স্নান, বিহিত।

মস্তিষ্ক প্রদাহ

আঘাত, শৈত্য, উষ্ণতা বা অত্যধিক মানসিক শ্রম জনিত মস্তিষ্কে প্রদাহ হইলে প্রলাপ, জ্বর, তন্দ্রা, অচৈতন্য, অঙ্গ কম্পন, প্রাদেশিক বা সার্ব্বাঙ্গিক অবশতা, আক্ষেপ ইত্যাদি দুরুহ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

F P (এফ পি) প্রদাহিক জ্বরের আধিক্য হইলে।

K P কে পি }
N M এন এম } প্রলাপাদি বিকারের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, পর পর ব্যবহার্য্য।

M P (এম পি) আক্ষেপ ও দৃষ্টির বৈপরীত্য হইলে।

Sil (সিল) প্রবল লক্ষণ উপশমিত হইলে দৌর্ব্বল্য দূরীকরণ জন্য ব্যবহার হয়।

N S (এন এস) মস্তিষ্কে আঘাত জন্য চিত্ত বিকৃতি লক্ষণে।

জলপ্রক্রিয়া। প্রবলাবস্থায় জ্বরের ন্যায়। মস্তকে শীতল জলে পটি দিয়া গরম হইলেই পরিবর্ত্তন। দিবসে ২।৩ বার ওয়ারম ফুট বাথ ৪ই ১২ই, পদতলে মষ্টার্ড। প্রয়োজন হইলে ২২।

মলবদ্ধতা (কোষ্ঠাশ্রয় দেখুন)

মানসিক পীড়া—চিকিৎসা

K P, (কে পি) ক্রন্দন, হাস্য, প্রলাপ, অস্থিরতা, নিদ্রানাশ, ভয়, বিরক্তি, উন্মত্ততা, ভীকতা, ভ্রান্তি, শোকজ, ক্রোধজ প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক বিকার এই ঔষধ সেবনে শান্তিলাভ করে।

Sil (সিল) সামান্য কারণে ক্রোধোদয়, স্মৃতির বৈপরীত্যাদি কতিপয় চিত্ত বিকারে ব্যবহৃত হয়।

M P, (এম পি) দৃষ্টিবিভ্রম, দ্বিদর্শন, মানসিক কার্য্যে অনাশক্তি।

N S (এন এস) মস্তকে আঘাত জন্য মনোবিকার

N M (এন এম) হৃৎস্পন্দন, নিরন্তর বিষন্নতা, শান্ত্বনায় বৃদ্ধি।

সদুপদেশ, শান্ত্বনা, আশ্বাস প্রদান, যতদূর সম্ভব পীড়ার কারণ দূর করা। অজীর্ণ দোষের শান্তি, প্রয়োজন মতে পিচকারী দিয়া রেচন ইত্যাদির বিধান করিবে। জলপ্রক্রিয়াদি উন্মত্ততা চিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে।

মুখরোগ—চিকিৎসা

F P, (এফ পি)
K M, (কে এম) } এই দুই ঔষধ প্রথমাবস্থায়

N M, (এন এম) লাল নিঃসরণ, ওষ্ঠপ্রান্তে ব্রণোৎপত্তি।

K P, (কে পি) মুখে পচা গন্ধ ইত্যাদি

N P, (এন পি) মুখাভ্যন্তরে পীতবর্ণ ক্লেদাবৃত ঘা

N S, (এন এস) মুখে তিক্তাস্বাদ, জিহ্বা হরিদ্রা বা সবুজবর্ণ ক্লেদাবৃত।

জল প্রক্রিয়া—ব্যবহেয় ঔষধের কোন একটি, শীতল বা উষ্ণজলে মিশাইয়া দিবসে ৩।৪ বার কুলি করিবে। ষ্টিম, আব-ল্যুসন, প্রভৃতি দ্বারা ঘর্ম্ম আনাইয়া ত্বক পরিস্কৃত রাখিবে। অজীর্ণ দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকার করিবে। নিরামিষ ভোজন, নির্ম্মল বায়ু সেবন, বিশেষরূপ বিহিত বলিয়া জানিবে।

মূত্ররোগ-চিকিৎসা

F P, (এফ পি
K M, (কে এম } মূত্রাধার, মূত্রাশয় বা মূত্রনালির প্রদাহে জরভাব, মূত্ররোধ বা সাদা শ্লেষ্মা নির্গমন থাকিলে পর পর ব্যবহার করিবে।

N M, (এন এম) জ্বালাবোধ। স্বচ্ছ শ্লেষ্মা ক্ষরণ। কথন বা আলবুমেন নিঃসরণ।

K P, (কে পি) স্ফিংটরপেশীর অবশতা জন্য মূত্রধারণে অশক্তি।

C P, (সি পি) অধিক পরিমাণে ফস্ফেট পদার্থ ক্ষরণ। ক্ষুদ্রাশ্মরী বহির্গমন।

M P, (এম পি) মূত্রপেশী বা মূত্রপথের আক্ষেপ জন্য মূত্রাবরোধ।

N S, (এন এস) মূত্রে অত্যধিক পিত্তমিশ্রন, বাঙ্গা বালির ন্যায় পদার্থ বা ক্ষুদ্রাশ্মরী বহির্গমন।

জলপ্রক্রিয়া। প্রবলাবস্থায় উষ্ণজলে ৫, ৬, ১৯, ২০, ১। রেচন জন্য ২২। প্রাচীনাবস্থায় জ্বর না থাকিলে ১৪$\frac{১}{৪}$, ১৪, ১১$\frac{১}{৪}$ ১১$\frac{৩}{৪}$, ১২ ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যরক্ষোপযোগী পথ্যাদি।

মৃগীরোগ (অপস্মার দেখুন)

মেনিঞ্জাইটিস।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের আবরণের প্রদাহ।

চিকিৎসা।

F P K M (এফ পি ও কে এম) জ্বরাদি প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমানে।

N S, (এন এস) মস্তকে আঘাত জন্য পীড়ায়।

M P, (এম পি) আক্ষেপ দৃষ্ট হইলে।

K P, (কে পি) অবসন্নতা, কম্পন, স্পর্শজ্ঞানের ব্যতিক্রম প্রলাপাদি বিকারের লক্ষণ।

C P, (সি পি) মস্তকে জল সঞ্চারের প্রতিষেধক।

জল প্রক্রিয়া। অন্যান্য প্রদাহিক পীড়ার ন্যায়, ১০, ১০$\frac{১}{২}$। শীতল পটি মাথায় দিয়া তদুপরি আবরণ, মধ্যে

মধ্যে পটিপরিবর্ত্তন। ১, ৪[১]২ অথবা ৪ ও পদতলে মষ্টাড পটি। গ্রীবা বা সমস্ত মেরুদণ্ডে ভুসির পুলটিস বা ১৯, ২০। দিবসে ৪।৫ বার ১২, কখন বা ১১[১]৪। রোগ নিঃশেষ হইলেও পুনরাক্রমণ প্রতিষেধ জন্য রোজ ১ বার ১ ও ১২, রাত্রে ৪ ও ২৮। সপ্তাহে একবার ১৪২।

মেরুদণ্ডের পীড়া।

কশেরুকা অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মজ্জার ও তদাবরণের ও অস্থির প্রদাহ হইলে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যাহাহউক মেনিঞ্জাইটিসের ন্যায় ঔষধ ও জল প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

যকৃৎ-পীড়া।

যকৃতের প্রদাহ, ক্রিয়া বিকৃতি, বিবৃদ্ধি ও বিবিধ ডিজেনারে-সন বা বৈধানিক বিকৃতি হইয়া থাকে। যে কোনরূপ বিকৃতি হউক না কেন লক্ষণানুযায়ী নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে পীড়া দূর হইতে পারিবে। তবে সুরাদি মাদক দ্রব্য অথবা ইন্দ্রিয় সেবা, অতিরিক্ত কুইনাইন পারদ, আইওডাইন, দ্রাবকাদি বিষপদার্থ ও রেচক ঔষধ ব্যবহারে যদি রোগীর জীবনীশক্তি নষ্টপ্রায় হইয়া থাকে তবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের আশা কর্ যাইতে পারে না।

চিকিৎসা।

F P, (এক পি) জ্বর ও প্রদাহের অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে।

KM (কে এম) যকৃতের কাঠিন্য, মল ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ
NS (এন এস) মুখে তিক্তাস্বাদ, পিত্ত লক্ষণ
KS, (কে এস) অপরাহ্নে বৃদ্ধি, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ
NP (এন পি) অম্ল লক্ষণ থাকিলে
CP (সি পি) }
CF (সি পি) } বৈধানিক বিকৃতি হইলে এই দুই ঔষধ পর পর সেব্য।

জল প্রক্রিয়া। প্রদাহের প্রবলাবস্থায় জ্বরের ন্যায়, অর্থাৎ সংখ্যা ১০ বা ১০ $\frac{১}{৪}$, ১৯, ৫৮ ৪৩, ৪৪, ৫৬, ৮২, ৬৬। যকৃতের যান্ত্রিক পীড়ায়ও তদ্রূপ। অধিকন্তু, প্রত্যহ রাত্রে ১৯, ৪ $\frac{১}{২}$ পূর্ব্বাহ্নে ৫, কোন দিন ১২, মধ্যে মধ্যে ১২ $\frac{১}{২}$, ১৪ $\frac{১}{৪}$, ১৪ $\frac{১}{২}$। সপ্তাহে ১ দিন ১৪ $\frac{৩}{৪}$। দিবা ভাগে ২৮, রাত্রে ২৮ $\frac{১}{২}$। প্রয়োজন হইলে ৮৬। রোগী সবল হইলে প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর ১১ $\frac{৩}{৪}$ প্রয়োগ করিতে থাকিবে।

কুইনাইন, দ্রাবক, পারদ, আইওডিন, ব্রোমিন ঘটিত ঔষধ, পডোফিলিন, রক্তমোক্ষণ, বিষ্টার প্রভৃতি স্নায়ুবল নাশক ভেষজের আভ্যন্তরিক বা বাহ্য প্রয়োগ কদাপি মঙ্গলপ্রদ নহে। ঐ সকলে কাহার কাহার আশু উপকার হইলেও পরিণামে প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা।

বিশ্রাম বা অবস্থানুমত পদচারণ, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও বিহিত পথ্যাদির অন্যথা না হয়।

রক্তাল্পতা—চিকিৎসা

CP, FP, NM ও KP তৈষজ্যতত্ত্ব দৃষ্টে এই চারিটি ঔষধ প্রয়োজ্য।

জল প্রক্রিয়া। ঋতুভেদে ও রোগীর জীবনী শক্তি বুঝিয়া উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান, বিবিধ সাউয়ার, সিটিংবাথ, বডি ব্যাণ্ডেজ, তৎসহ আটার রুটি ও দুগ্ধ, সাময়িক ফলমূল ভোজন, প্রান্তরে ভ্রমণ, ব্যায়াম, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, শুক্রক্ষয় নিবারণ ইত্যাদি নিয়ম পালন করিবে।

রক্তকাস

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) লালরক্ত নিষ্ঠিবন।

K M (কে এম) কাল রক্ত মিশ্র শ্লেষ্মা উঠা।

অন্যান্য ঔষধ কাসরোগের চিকিৎসায় দেখুন।

জল প্রক্রিয়া। শির্কা মিশ্রিত শীতল জলে বক্ষঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ (৩।৪ ঘণ্টা অন্তর) ২ মিনিট কাল ধৌত করিয়া ফ্লানেল দিয়া আচ্ছাদিত করিবে। ওয়ারম ফুটবাথ (৪ক্ষ) বা ১৩খ বা ১৩ক্ষ উপকারী। অন্যান্য ব্যবস্থা "নিউমোনিয়া" চিকিৎসায় দেখুন।

রক্তস্রাব

নাসিকা, দন্তমাড়ি জরায়ু, পাকস্থলী, মলদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে লক্ষণানুসারে F P, K M, K P, N M প্রয়োগ করিবে।

জলপ্রক্রিয়াও উপরোক্ত "রক্তকাসের" ন্যায়।

রক্তাতিসার

কখন কখন এ পীড়া এরূপ কঠিন হয় যে প্রচলিত চিকিৎসায় অনতিক্রমনীয় হইয়া রোগী পঞ্চত্বলাভ করে. বাইওকেমিক মতে চিকিৎসায় শত শত দুঃসাধ্য রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) লাল রক্ত মিশ্র আমনির্গমন, জ্বর, পিপাসা, পেট বেদনা।

K M (কে এম) রক্ত কাল্‌চে বর্ণ, মুহুর্মুহুঃ মলত্যাগের ইচ্ছা (F P সহ প্রথমাবস্থায়)।

M P (এম পি) পেটে আক্ষেপিক বা কন্‌কনে বেদনা, এমন কি রোগী পেট টিপিয়া নত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, উষ্ণ প্রয়োগে কিছু উপশম হয়। অসহ্য পেট বেদনায় গরম জলে M P মিশাইয়া অৰ্দ্ধ ঘণ্টা বা ১৫ মিনিট অন্তর দেওয়া যাইতে পারে।

K P (কে পি) রোগের ভীষণাবস্থায় প্রয়োজ্য যথা—মলে পচা, দুর্গন্ধ, উদরাধ্মান, অবসাদন, হস্তপদাদি শীতল, প্রলাপ ইত্যাদিতে K P জীবনপ্রদ। বেদনা থাকিলে M P সহ দেওয়া যায়।

C S (সি এস) মল দ্বার দিয়া পুয রক্ত নিঃসৃত হইলে।

N S (এন এস) পিত্ত যুক্ত মল।

জল প্রক্রিয়া। পেটে দিবসে ৩।৪ বার ফোমেণ্টেসন, ও ফ্লানেলাদি দিয়া দৃঢ় আবরণ করিয়া রাখিবে। অথবা গরম

শির্কায় ন্যাকড়া ভিজা নিংড়াইয়া পেটের উপর রাখিয়া তদুপরি ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে (ওলাউঠার চিকিৎসায় বলা হইয়াছে, জ্বর থাকিলে তদুচিত কার্য্য করিবে। পেটে ষ্টিম ১০ষ্টু ফলপ্রদ। শির্কামিশ্র জলে গাত্র ধৌত করণ ও আবরণ (১২) কখন বা পেটে কম্প্রেস দিলেও কার্য্য হয় (৩) অন্ত্রের ক্ষত জন্য পূয নির্গত হইলে যব বা এরারুটের মণ্ডের বা শির্কা মিশ্র শীতল জলের পিচকারি দিতে পারা যায়। তদ্দারা নিম্নান্ত্র ধৌত হইলে উপশম লাভ হয়। প্রধান কথা এই, রোগীর ত্বক্ পরিষ্কৃত থাকিলে প্রায় পীড়ায় ভয় থাকে না। সেই জন্য ষ্টিম, আবলুসনাদির ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত।

পথ্য। বার্লি বা এরারুটের মণ্ডই প্রথমাবস্থায় বিহিত, ক্ষুধা বৃদ্ধি না হইলে অন্ন দেওয়া যায় না। মৎস্য, মাংস, সুরা অহিফেনাদি অহিতকর। বিশ্রাম, নির্ম্মল বায়ুসঞ্চালিত গৃহে, পরিষ্কৃত শয্যায় চিত হইয়া শয়ন। কোনরূপে রোগী উত্যক্ত না হয়।

রক্তাধিক্য

দেহে বিশেষতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে সংন্যাসাদি সাংঘাতিক পীড়া জন্মিতে পারে।

ঔষধ।

F P (এফ পি) মধ্য বা উচ্চ শক্তি সেবন ও মধ্যে মধ্যে ষ্টিম গ্রহণ।

জল প্রক্রিয়া। উষ্ণজলে স্নান, আলস্য ত্যাগ করিয়া অধিক

মাত্রা ভ্রমণ, ব্যায়াম, ফল মূল ভোজন, একাহার ইত্যাদি ব্যবস্থা হিত জনক। জোলাপ, রক্ত মোক্ষণাদি ক্ষয়জনক কার্য্য ভাল নহে।

রস সঞ্চার

দেহস্থ রসসঞ্চারী প্রণালী (লিম্ফেটিক ভেসেল) নিস্তেজ হইলে রস-পরিচালন-ব্যাঘাতে স্থান বিশেষে বা সর্ব্ব শরীরে রস সঞ্চার বা শোথ হয়। প্রদাহমূলক রক্ত সংস্থানের ন্যায় রস সঞ্চয়েরও নিদান পোষক স্নায়ুর তাড়িৎ শক্তির দৌর্ব্বল্য।

চিকিৎসা।

K M (কে এম) স্ফীততার মুখ্যৌষধ, এতদ্ব্যতীত। N M, C P ও N S লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য।

আভ্যন্তরিক সেবনাপেক্ষা জলপ্রক্রিয়ায় ঔষধের বাহ্য প্রয়োগই অধিকতর হিতকর।

জল প্রক্রিয়া। সংখ্যা ১০. ১০ক ১২, ১, ২৮ কদাচিৎ ২২। লঘু ভোজন, অথবা আটার রুটি, দুগ্ধ, অঙ্গ মর্দ্দন ইত্যাদি বিহিত।

রসস্রাব—চিকিৎসা

K M (কে এম) শ্বেতবর্ণ বা আটার ন্যায় রস নির্গমন।

K S (কে এস) হরিদ্রাবর্ণ বা জলের ন্যায় রসস্রাব।

N P (এন পি) রস, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বা দুগ্ধসরের ন্যায়।

N S (এন এস) হরিদ্রা মিশ্রিত সবুজ বর্ণ রস নির্গমন।

K P (কে পি) দুর্গন্ধ যুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ, কথন বা মাংস ধোয়া-নির ন্যায়।

N M (এন এম) স্বচ্ছ জলেব ন্যায রস নিঃসবণ।

কোন স্থান হইতে বহুদিনস্থায়ী রসস্রাব সহসা রুদ্ধ করা ভাল নহে, অগ্রে দেহ শুদ্ধ কবিলে আপনা হইতেই ক্ষরিত রস ক্রমশঃ রুদ্ধ হইবে।

জল প্রক্রিয়া। পূর্ব্বোক্ত রস সঞ্চয়ের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে। ক্ষতস্থলে ৫৬।

রৌদ্র লাগা

প্রখর সূর্য্যকিরণে অবস্থান বা ভ্রমণাদি জন্য মস্তকে রক্তা-ধিক্যের লক্ষণ, শিবঃপীড়া, চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে।

F P (এফ পি) সেবনে উপশম হয়।

K P, N M (কে পি, এন এম) মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অদম্যঘর্ম্ম, ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য।

জল প্রাক্রয়া। মস্তকে শীতল জল সেক, পদদ্বয় গরম জলে ডুবান, ববফ খণ্ড অভাবে অল্প অল্প শীতল জল মুহুর্ম্মুহুঃ পান করা-ইবে। রোগী একটু সুস্থ হইলে, সিটিংবাথ, আবল্যুসন, স্যাউয়ার বিহিত। অনুষ্ণ দুগ্ধ, সুস্বাদু ফল উপকারী।

শিরঃপীড়া

অন্যান্য চিকিৎসাগ্রন্থে শিরঃপীড়া নানা জাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু প্রকৃত আরোগ্য কিসে হয় সেরূপ সদুপায়

বড় পাওয়া যায় না। যাহাহউক নিম্নোক্ত ঔষধাদিতে সর্ব্ব-জাতীয় শিরোরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) মস্তক ভারী, টনটন্ দপদপ্ করা, মুখ চক্ষু আরক্তিন, মাথা নাড়িতে বা হেঁট হইতে কষ্টবোধ, ভুক্ত দ্রব্য বমন।

N S (এন এস) পিত্ত-বমনসহ শিরঃপীড়া।

K M (কে এম) সাদা শ্লেষ্মা বমন।

K S (কে এস) উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শীতল স্পর্শে উপশম।

K P (কে পি) স্নায়বিক শিরঃপীড়া।

N M (এন এম) সূর্য্যোদয়ে বেদনার আরম্ভ, পর্য্যায়িক বেদনা, অশ্রুপাত ইত্যাদি।

M P (এম পি) পর্য্যায়িক তীক্ষ্ণ বেদনা, মানসিক শ্রমজন্য বেদনা।

C P (সি পি। নিরক্তাবস্থায় শিরঃপীড়া, রাত্রে বৃদ্ধি।

Sil (সিল) মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণযুক্ত লোকের শিবঃপীড়া।

জল প্রক্রিয়া। প্রথম ১০ক্ট, পরে ১০ক্ট, ৪ক্ট। ৫, ৬, ১২, ১২ক্ট, রাত্রে ১৩ক্ট। অজীর্ণ রোগের ও যকৃৎ পীড়ায় লিখিত প্রক্রিয়াও অবলম্বনীয়।

পথ্যাদি অজীর্ণ রোগের ন্যায়।

শোথ (রস সঞ্চয় দেখুন)।

শূল (বেদনা)

চিকিৎসা।

M P (এম পি) আক্ষেপিক বায়ুশূল, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, চাপিলে বা উষ্ণ প্রয়োগে উপশম।

N S (এন এস) ঔদরিক শূল রোগে পিত্ত বমনাদি থাকিলে।

N P (এন পি) ক্রিমি জন্য শূল রোগে।

K S (কে এস) M P তে উপশম না হইলে।

প্রদাহ জন্য বেদনা হউক বা যে কোন জাতীয় বেদনা হউক, স্নায়ুর তাড়িৎ শক্তির বৈপরীত্যই বেদনার নিদান। সেই জন্য ফোমেণ্টেসন ষ্টিম বা উষ্ণ কম্প্রেস, প্রয়োগ করিলেই কার্য্য হইবে। অপিচ দেহ শোধন জন্য ১, ৫, ৬, ১২ ১৪½ ১৪½ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পথ্যাদি অজীর্ণ রোগের ন্যায়।

শোষ ঘা (নাড়িব্রণ দেখুন)

শ্বাস কাস (হাঁপানি)

চিকিৎসা।

K P, (কে পি) অতিশয় দ্রুতশ্বাস, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, শীতল ঘর্ম্ম। অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থেয় হইলেও তৎসহ KP প্রয়োগ করিবে।

N M, (এন এম) সফেণ, পাতলা, স্বচ্ছ, বুদ্বুদময় শ্লেষ্মা নিঃসরণ, কাসিতে ক্লেশ বোধ। সর্ব্বদা সর্দ্দি লাগা, শীতকালে বৃদ্ধি।

KS (কে এস) অতি কষ্টে হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে, বুকে ঘড় ঘড় শব্দ।

NS (এন এস) শ্বাস রোগে মহোপকারী (বিবিধ শক্তি পরীক্ষণীয়) শেষ রাত্রে বা প্রাতে শ্বাসের বৃদ্ধি, পিত্তলক্ষণ, হরিদ্রামিশ্র সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে।

Sil (সিল) মস্তকে অবিরাম শীতল ঘর্ম, শীতল বায়ু ভাল লাগে শ্বাস কৃচ্ছ্রে যেন চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে।

MP, (এম পি) শ্বাস বাদ্ধ সময়ে উদরাধ্মান।

KM (কে এম) সাদা শ্লেষ্মা।

CF (সি এফ) অতি কষ্টে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণ চাপ শ্লেষ্মা উঠা।

জল প্রক্রিয়া,—পীড়ার আক্রমণ সময়ে ১০।১২ মিনিট কাল সংখ্যা ৪৬ বা ৫৫, ৫৪। গলায় শুষ্ক ফ্লানেলের পটী বন্ধন। অন্য সময়ে ফোমেণ্ট করিয়া, বুকে আর্দ্র ফ্লানেল দিয়া তাহার উপর স্পঞ্জিওপেলিন বা ৪।৫ পাট ফ্লানেল দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। পরিপাক শক্তি বর্দ্ধন জন্য পেটের উপর ১৯, ২০ সময় মত ১২। সর্ব্বদা ২৮, ২৯ মহোপকারী।

অন্যবিধ। ১ম দিন ১১$^{২}_{১}$ তৎপরে ১১, ১৫ মিনিট জলে পদচারণ। ২য় দিন পৃষ্ঠে ১১$\frac{২}{৪}$ ১১$\frac{২}{৩}$। ৩য় দিন ৬ ও ১১$\frac{২}{৩}$ ও ৫। ৪র্থ দিন ১১$\frac{২}{৩}$ ও ১১$\frac{২}{৪}$ ও জলে বিচরণ। ৫ম দিন, ৫, ১১$\frac{২}{৩}$ ৬। ৬ দিন ১১ $\frac{২}{৪}$। ৭ম দিন ১১$\frac{২}{৪}$, ১১$\frac{২}{৩}$। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল শূন্যপদে আর্দ্র ঘাসের উপর পদচারণ। পাত্র ভেদ ও ঋতু ভেদে উল্লেখিত ক্রিয়ার কিছু কিছু ভিন্নতাও হইতে পারে।

প্রচলিত এলোপ্যাথি মতে বেলেডোনা, হেনবেন, ধুতুরা,

মার্ফিয়া গাঁজা ভাং ও আইওডিন ঘটিত ঔষধাদ প্রয়োগে রোগ দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। বিমল (শুষ্ক) বায়ু নাসিকা দিয়া ক্রমে ক্রমে বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল ঐ বায়ু বক্ষে ধারণ করিয়া আবার অল্পে অল্পে ত্যাগ করিবে। প্রথম ঐরূপ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ ৩।৪ বার (প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে,) প্রতি সময়ে ৪।৫ টি আরম্ভ করিয়া ক্রমে অধিক সংখ্যক শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিবে। ঐমত করিলে আর ক্লেশ হইবে না, প্রত্যুত ফুস্ফুসের শক্তিবৃদ্ধি রক্ত সুশোধিত ও অব্যাঘাতে পরিচালিত হইয়া অনেক দুরারোগ্য পীড়া নির্ম্মূল হইতে পারিবে।

আর্য্য-ঋষিদের জীবন স্বরূপ এই শ্বাসজয় প্রণালীকে অধুনাতন শিক্ষিত দল আর "হমবগ্" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না, এখন যে, কর্ণেল আল্কট, কুমারী বাসন্তী প্রভৃতি সাহেব বিবিরা আমাদিগকে যোগশিক্ষা দিতে আসিয়াছেন!! অনেক মার্কিন, ইংরেজ ও জর্ম্মান চিকিৎসক বহুবিধ পীড়ায় ঐরূপ বায়ু গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আমরা পৈত্রিক ধনে বঞ্চিত হইয়াছি!!

শুক্রমেহ-চিকিৎসা

N P (এন পি) প্রতি রাত্রে স্বপ্ন দোষ, উদ্যম শূন্যতা, শুক্র তারল্য।

K P (কে পি) স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শিরোঘূর্ণন, স্মরণশক্তির হ্রাস, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি

C P (সি পি) রক্তাল্পতা, অস্থিগত বেদনা।

N M, (এন এম) স্বপ্ন দোষের পর শীতবোধ, প্রবল সঙ্গমেচ্ছা।
Sil (সিল) হস্তপদাদির অবশতা, দেহে ব্রণোৎপত্তি।

জলপ্রক্রিয়া। সর্ব্বপ্রকার সাউয়ার বাথ, হিপ বাথ, ব্যবস্থা করিবে। কামোদ্রেক জনক কার্য্য আলাপ বা সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা ভগবৎ প্রসঙ্গ, ভক্ত সঙ্গ, ঈশ্বর চিন্তা, গীতা-শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা মনের শান্তি লাভের চেষ্টা করিবে। অনুগ্র-দ্রব্য, ও ফলমূলাদি ভোজন, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, প্রান্তরে ভ্রমণ ইত্যাদি স্বাস্থ্যনিয়ম পালন করিবে।

শ্লেষ্মাক্ষরণ (রসস্রাব দেখুন)

সায়াটিকা

জঙ্ঘার পশ্চাদ্দেশস্থ সায়াটিক স্নায়ুর বেদনা বিশেষ।

চিকিৎসা।

M P, (এম পি) আক্ষেপিক বেদনা, উষ্ণ প্রয়োগে উপশম।
K P, (কে পি) অস্থিরতা, অতিশয় দৌর্ব্বল্য, ঊর্দ্ধে কটিদেশ হইতে নিম্নে জানু পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তার।
N S, (এন এস) বাত রোগীর পীড়া।
N M, (এন এম) উরুসন্ধি-আক্রমণ, শয়নে বৃদ্ধি।

এ পীড়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। অনেককে অবৈধ চিকিৎসায় আমৃত্যু খঞ্জ হইয়া থাকিতে হইয়াছে। রক্তমোক্ষণ, ব্লিষ্টার ও ক্লোরাল, আইওডাইন ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে স্নায়ুশক্তি মর্ম্মাহত

হয়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সহ জলপ্রক্রিয়া করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইতে পারে।

জলপ্রক্রিয়া—কটি, উরুদেশ ও ব্যথিত স্থলে প্রত্যহ অর্দ্ধ বা একঘণ্টাকাল ভালরূপ ফোমেণ্টেসন (১৯) তৎপরে উষ্ণজলের হিপ্ বাথ (৫) অথবা ১২। মষ্টার্ড চূর্ণ অল্প জলে গুলিয়া ব্যথিত স্থলে মর্দ্দন করিয়া তাহার উপর ফ্লানেল তদুপরি অইল্‌সিল্ক্ বা ওয়াটরপ্রুফ বস্ত্র দিয়া আবৃত করিয়া বাধিবে, যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ না করে। ২৪ ঘণ্টার পর গরম জলে ঐ স্থল ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বাধিয়া রাখিবে। জ্বর থাকিলে তদুপযোগী ওএট্‌সিট্ প্যাক (১) বা ১১ প্রভৃতি প্রণালী অবলম্বন করিবে। ১০ বা ১০ক্ক যলপ্রদ। পুনরাক্রমণ নিবারণ ও শরীর সুপটু করণ জন্য সপ্তাহে ২।৩ বার ১৪ বা ১৪ক্ক প্রয়োগ করিবে। দিবা রাত্রি, বা কেবল রাত্রিতে ২৮ ব্যবহার করিবে।

সন্ধিরোগ (বাতরোগে ব্যবস্থা দেখুন)

সংন্যাস রোগ (এপোপ্লেক্সি)

হঠাৎ পতনে চৈতন্যলোপ, শরীরের কোন দিগে আক্ষেপ, কোনদিগে পক্ষাঘাত, নিশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ ইত্যাদি লক্ষণে রোগ জানা যায়। এ রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক, কোন চিকিৎসাতেই সংন্যাস রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায় না কেহ কেহ শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা বাক্‌শক্তি ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া

জড়বৎ কিছুদিন থাকিয়া পুনরাক্রমণে ইহলীলা সংবরণ করে। তবে নিম্নোক্ত বিধানে জল চিকিৎসা করিতে পারিলে সুফল লাভের অনেক সম্ভাবনা। রক্ত মোক্ষণাদি আসুরিক চিকিৎসা ভাল নহে।

জলপ্রক্রিয়া। প্রথমেই সংখ্যা ২২ তদনন্তর ১০$\frac{২}{৩}$ ও মষ্টার্ডচূর্ণ মিশ্র গরম জলে ফুটবাথ (৪$\frac{২}{৩}$) পরে পা মুছিয়া পশমি মোজা পরাইয়া রাখিবে। লিভার ও পাকস্থলীর উপর ৫।৬ পাট ফ্লানেল গরম জলে নিংড়াইয়া (আর্দ্র গরম গরম) দিয়া রাখিবে। তাহার উপর শুষ্ক বস্ত্র বাঁধিবে (৫৮)। মাথায় হেড ব্যাণ্ডেজ (২৩) ২৯, ৫৯, ৭৩, ২৮, বিশেষ ফলপ্রদ। পদদ্বয়ে মষ্টার্ডচূর্ণ মর্দ্দন করিয়া ফুট ব্যাণ্ডেজ (১৩$\frac{২}{৩}$) প্রয়োগ করিলে মস্তিষ্কদোষের লাঘব হয়। নিরন্তর বডিব্যাণ্ডেজ (২৮) বিহিত। অচিরে পক্ষাঘাতের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে।

স্বরভঙ্গ—চিকিৎসা

F P, (এফ পি) গায়ক বা উচ্চভাষীদের পীড়া, শৈত্যলাগা জন্য রোগ।

K M, (কে এম) গলগ্রন্থির স্ফীততা।

K S, (কে এস) কাস রোগীর স্বরভঙ্গে।

K P, (কে পি) লেরিংসের স্নায়ু বিকার হইলে।

Sil (সিল) গলায় বেদনা ও ক্ষত।

C S, (সি এস) দুরারোগ্য স্বর বিকৃতি।

কাসাদি থাকিলে তদুপযোগী চিকিৎসা করিবে গলায় ২১ সংখ্যা, ৪৳, ১০৳।

স্নায়ুশূল-চিকিৎসা

বাত ও সায়াটিকার চিকিৎসার বিধানানুসারে কার্য্য করিবে।

স্ফোটক

F P, K M, প্রভৃতি ঔষধ দিবা প্রদাহের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

জলপ্রক্রিয়া—১১ষ্ট, ১৯, আর্দ্র পটির উপর স্পঞ্জিও পেলিন বা ফ্নেল দিয়া দৃঢ় বন্ধন অথিচ ১, ১২। পূব হইলে অস্ত্রদ্বারা নির্গত করাইয়া ক্ষতের চিকিৎসা করিবে।

সর্দ্দিলাগা-চিকিৎসা

F P, K M, ও N M, লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিবে। (শ্লেষ্মা ও কাশ রোগ দেখুন।) সর্দ্দি রোগ সাক্ষাৎ মারাত্মক না হইলেও সর্ব্বদা সর্দ্দি হওয়া শরীরে দুষ্ট রস সঞ্চারের পরিচায়ক, ও ভবিষ্যতে দুর্নিবার কাসরোগ জন্মাইয়া দেয়। এজন্য সর্দ্দি প্রবণতা দূর করা অত্যাবশ্যক। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে ২২। ব্যায়াম ভ্রমণ বা ষ্টিম দ্বারা ঘর্ম্মোৎপাদন বিহিত। প্রথম প্রথম উষ্ণজলে, ক্রমশঃ জলের তাপের ন্যূনতা করিয়া শীতল জলে স্নান সহ্য করাইতে হইবে। ফুট্‌বাথ্ হিতপ্রদ, অবশেষে সাউয়ায় ও জলে পদচারণ করিলে সর্দ্দি প্রবণতা দূর হইবে।

স্বপ্নদোষ (শুক্রমেহ দেখুন)

হাঁপানি কাসি (শ্বাসরোগ দেখুন)

হাম-চিকিৎসা

F P, K M, (এফ পি ও কে এম) প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিলে, জ্বরাদি উপদ্রব নিবৃত্ত হয়।

K S, K P, N M, লক্ষণানুসারে ব্যবহার্য্য।

সচরাচর হাম রোগ বিনা ঔষধে ভাল হয়। তবে রোগীর দেহে দুষ্টরস থাকিলে বা শীতল স্পর্শাদি হেতু বক্ষঃপীড়া ও উদরাময় আনীত হয়। জ্বর, বসন্ত, ব্রংকাইটিস ও উদরাময় প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবস্থেয় জলপ্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে নির্ব্বিঘ্নে রোগ শান্তি হয়। শীকা বা ব্যবস্থেয় ঔষধযোগে উষ্ণ জলে গাত্র ধৌত ও মুঞ্জন করিতে ভীত হইবে না তবে জল প্রয়োগের পর দেহ যেন ভালরূপ আবৃত থাকে। শীতল বায়ুস্পর্শ না হয়।

হুপ কাসি

বালকদিগের কখন বা বয়োধিকের আক্ষেপিক ও পর্য্যায়িক কাসি হয়। প্রায়ই রাত্রে কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাসির সময় চক্ষুঃ মুখ রক্তবর্ণ ও বমনও হয়।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) চক্ষু লাল, মুখ রক্তবর্ণ, ভুক্ত দ্রব্য বমন।

K M (কে এম) ঘন ঘন আক্ষেপিক কাসি, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, সাদা শ্লেষ্মা উঠা।

M P (এম পি) অতিশয় আক্ষেপিক কাসি, যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়।

K S (কে এস) হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন।

C P (সি পি) মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

কাস রোগের ন্যায় জল প্রক্রিয়া ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষত-চিকিৎসা

Sil (সিল) পূয নিঃসরণ, ক্ষতের চতুর্দ্দিগে রস-জমা। যদবধি সেই রস বাহির হইয়া ক্ষত পার্শ্ব কোমল না হইবে, তদবধি Sil নিম্ন-শক্তি আরম্ভ করিয়া ক্রমে মধ্য ও উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিবে। (ভৈষজ্যতত্ত্ব দেখুন।)

C S (সি এস) ক্ষতপার্শ্বের সঞ্চিত রস অদৃশ্য হইলেও যদি ক্ষত শুষ্ক না হয় তবে উহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ বিহিত।

C P (সি পি) গণ্ডমালা বা গ্রন্থির ক্ষতে ব্যবহার্য্য।

নিরন্তর ঘা পরিস্কৃত রাখিবে। দেহে দুটরস বর্ত্তমানে সহজে ঘা শুষ্ক হয় না। ঘায়ের উপর বা পার্শ্বে ফোমেণ্ট, (১৯) স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গিক ষ্টিম (১০, ১০ক) প্রয়োগ করিয়া দেহ নির্ম্মল করিবে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, অনার্দ্র, পরিস্কৃত বায়ু সঞ্চালিত গৃহে অবস্থান আবশ্যক।

ক্ষয় কাস-যক্ষ্মা রোগ

এই রোগের প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক চিকিৎসা না হইলে

আরোগ্যের উপায় নাই। সামান্য সর্দ্দি কাসিতে অত্যাচার ও অনৈসর্গিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ উহা ক্ষয়কাসে পরিণত হইতেও পারে। পাঠকগণ, কুচিকিৎসা বিষয়ে সাবধান হইবেন।

চিকিৎসা।

F P (এফ পি) লালবর্ণ রক্তমিশ্র শ্লেষ্মা উঠা, বুকভারি, প্রদাহের অবস্থা।

K M (কে এম) রক্ত কালচে বর্ণ, সাদা শ্লেষ্মা উঠা।

K S (কে এস) বুকে ঘড় ঘড় শব্দ, হরিদ্রা বর্ণ শ্লেষ্মা ও জিহ্বা-মূল হরিদ্রাবর্ণ।

Sil (সিল) শ্লেষ্মার সঙ্গে পূয দৃষ্ট হইলে (উচ্চতম শক্তি)।

C P (সি পি) নিশি ঘর্ম্ম, অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার কালেও, ইহার সাময়িক প্রয়োগ করিতেও হয়।

ক্ষয়কাস রোগ প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে দেহস্থ রস রক্তাদি বিকৃতি হইতে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অপালনে ফুস্ফুস, হৃৎকোষ, যকৃৎ পাকাশয়াদি নিস্তেজ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলে ক্রমশ দেহপোষক রস রক্তাদি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। বিকৃত (কার্ব্বনযুক্ত) রক্ত ফুস্ফুসে নীত হইলে যদি প্রচুর নির্ম্মল বায়ু (অক্সিজান) নিশ্বাস যোগে তথায় গৃহীত না হয় তবে রক্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারিল না সুতরাং সমল রক্তে ফুস্ফুস অবসন্ন হইলে তথায় কাঠিন্য বেদনা, ক্ষত ও ক্রমশঃ গহ্বর হইয়া পড়ে। ফুস্ফুস অবসন্ন হইলে হৃৎকোষের অতি চাঞ্চল্যে নাড়ির বেগ বৃদ্ধি, পাকাশয়ের দৌর্ব্বল্যে অগ্নিমান্দ্য ও

স্নায়ুশক্তির হীনতায় অগত্যা দেহাবসান হইয়া থাকে। বহু দোষের ফল স্বরূপ ক্ষয় রোগ নিবারণ করিতে হইলে পরিশিষ্টে লিখিত স্বাস্থ্য নিয়ম পরিপালন করিতেই হইবে। রোগের প্রারম্ভে পশ্চাদুক্ত কার্য্যগুলি করিতে হইবে।

জল প্রক্রিয়া। সংখ্যা ৮১, ৪৩, ৪৪ ৫৮ ৯, ১২ ১৩ই ৪ই। অধিকন্তু জ্বর, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, যকৃৎ ও অজীর্ণ রোগের ব্যবস্থানুসারে জলপ্রয়োগ করিলে ফল লাভ হইবে।

পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক নিরামিষ দ্রব্য ভোজন, বিমল বায়ু সেবন, প্রান্তরে পদচারণ বা বসিয়া বক্ষে বায়ু পূরণ (শ্বাসকাসের ব্যবস্থা-মত) কদভ্যাস বর্জ্জন ইত্যাদি নিয়ম গুলি যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয়াধ্যায়-ভৈষজ্যতত্ত্ব।

এই অধ্যায়ে ডাক্তার সুস্লারের আবিষ্কৃত দ্বাদশবিধ বাইওকেমিক ঔষধের ক্রিয়াগুণ বর্ণিত হইয়াছে। দেহ মধ্যে উক্ত ১২টি ঔপাদানিক পদার্থের মধ্যে কোনটির ন্যূনতা হইলে কোন্ অবয়বে কি কি বিকৃত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাই ভৈষজ্যতত্ত্বে জানিতে পারা যায়।

CALCAREA—FLUORICA (C. F)

ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুরিকা। সি, এফ্,

যদিও অস্থি কোষে ফস্ফেট্ অপ্ লাইম বেশী পরিমাণে লব্ধ হয়, তথাপি উক্ত কোষে ফ্লুরাইড অফ্ লাইমের অংশ ও দৃষ্ট হয়। সুস্লার বলেন অস্থির ও দন্তের উপরাংশ, ত্বক্, রক্তবাহী প্রণালীর (শিরা ধমনীর) ও সংযোজক সূত্রের স্থিতি স্থাপক তন্তুতে এই লবণ পদার্থ আছে।

এই পদার্থের অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইলে উক্ত তন্তুর সংকোচন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। তাহাতে নানারূপ অস্থিরোগ, দন্তরোগ, ত্বক্ দোষ, অর্শ (রক্ত প্রণালীর সংকোচন ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে) ভেরিকোজ ভিন্‌স্ (শিরা প্রসরণ) এনিউরিজম্ ইত্যাদি পীড়া লক্ষিত হয়।

অপিচ এই ফ্লুয়াইড অফ্ লাইমের ব্যতিক্রমে দেহস্থ যে যে যন্ত্রের বৈধানিক ও ক্রিয়াগত উপসর্গ আনীত হইয়া থাকে তদ্বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।

অবয়বগত লক্ষণ।

মস্তক—কপালাস্থির উপর রক্তার্ব্বুদ, মস্তকাস্থিতে অসমান গুটিক, বা কঠিন-প্রান্ত যুক্তক্ষত, অপরাহ্নে বিবমিষা সহ শিরোবেদনা।

চক্ষু—চক্ষু প্রদাহ, ক্যাটারাক্ট (ছানি পড়া)।

কর্ণ—কর্ণাস্থির পীড়া।

নাসিকা—নাসাস্থির বিবৃদ্ধি। সর্দ্দি হইয়া নাক দিয়া পীত, বা হরিদ্বর্ণ গাঢ় দুর্গন্ধ ক্লেদ নিঃসরণ।

দন্ত, মুখগহ্বরাদি—দন্তশূল, শ্লথ দন্ত, চিবুকাস্থি স্ফীত, শক্ত, বেদনাযুক্ত, ঠোটের উপর দুটী একটী ব্রণ, জিহ্বা ফাটাফাটা।

তালুদেশ—আলজিহ্বার বিবৃদ্ধি। ডিপ্থিরিয়ার ক্ষতের শ্বাসনালী পর্য্যন্ত বিস্তার। জ্বালাবোধ।

পাকযন্ত্র—অজীর্ণ বমন। হিক্কা।

উদর, মল নিঃসরণ—যকৃত স্থলে বেদনা। নিম্নান্ত্রে বায়ু সঞ্চয়। অর্শ। অর্শ জন্য শিরঃপীড়া। কটিতে বেদনা। মলদ্বার কণ্ডুয়ন (ক্রিমি জন্য) কোষ্ঠবদ্ধতা, মলদ্বার বেদনা।

মূত্র, জননেন্দ্রিয়—মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবেচ্ছা, অতিরিক্ত মূত্র নিঃসরণ, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, বেশী রজঃস্রাব, জরায়ু-বহির্গমন।

...ড্রামিল বা মুষ্কে—জলসঞ্চয়। অণ্ড-স্ফীত। উপদংশ।
...ল ব্যথা (প্রসবের পর) স্তনে শক্ত গুটিকা।

...সযন্ত্র—উপজিহ্বার বিবৃদ্ধি জন্য কাশী, স্বরভঙ্গ, গলদেশে সড়ানি। শ্বাস কাস, বহু কষ্টে পীত গাঢ় শ্লেষ্মখণ্ড নির্গমন। ...া রোগের শেষাবস্থা।

রক্তবাহী যন্ত্র—শিরাদির—প্রসরণ। হৃৎপিণ্ডের কম্পন ...হ প্রসবণ।

হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ,—কটিবেদনা, মণিবন্ধে (হাতের কব্‌জীতে) অর্ব্বুদ স্ফীত, ও সঞ্চালনে খট্‌ খট শব্দ। অস্থি বৃদ্ধি।

ত্বক্—ত্বক্ ফাটা, ক্ষতের পার্শ্বে শক্ত বোধ, আঙ্গুল হাড়া, শোষ ((নালিঘা)

বিধান বিকার—যে কোন অস্থির উপবাংশে গুটি, বেদনা, স্ফীততা, বা ক্ষত। শিরাদির প্রসবণ।

মনোবিকার, নিদ্রা—মানসিক দৌর্ব্বল্য. আসন্ন বিপদ সূচক স্বপ্ন দর্শন।

জ্বর—পিপাসাযুক্ত দীর্ঘকালব্যাপি জ্বর। জিহ্বা শুষ্ক ও পাটল বর্ণ।

হ্রাস বৃদ্ধি—আর্দ্র বায়ুতে পীড়ার বৃদ্ধি, ঘর্ষণ বা উষ্ণ সেকে উপশম।

প্রয়োগ মাত্রা—অস্থিরোগে এই ঔষধের উচ্চ শক্তি ...ব্যবস্থেয়। অর্শ, আঙ্গুল হাড়া রোগে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ

গুণকারী। মাত্রা, ৫ গ্রেণ নিম্ন শক্তি ঔষধ ২ আউন্স জলে মিসাইয়া কাপড় বা তুলা ভিজাইয়া পীড়িত স্থলে লাগাইয়া রাখিবে।

CALCAREA PHOSPHORICA. C. P

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা, সি, পি,

ইংরাজী নাম ফস্ফেট অফ লাইম।

জীব দেহস্থ রক্ত মস্তিষ্ক[?], অস্থি পাচক-রস, সংযোজক সূত্র লালা ও দন্তাদিতে ফস্ফেট অফ লাইম পদার্থ আছে। ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হইলে নানা রোগ উপস্থিত হয়। দেহের পোষণ ক্রিয়া প্রধানতঃ এই লবণ দ্বারাই[?] হয়। যে স্থলে রক্তাল্পতা, বা অস্থির কোমলতা, দেহ শীর্ণ, অতিরিক্ত আল্বুমেন ক্ষয়, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ইত্যাদি দৃষ্ট হয় তাহাতে বুঝিতে হইবে, ফস্ফেট্ অফ লাইমের ব্যতিক্রম হইয়াছে। তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। গণ্ডমালা রোগীর নবতীয় রোগে মহোপকারী।

অবয়ব বিশেষে বিকৃত লক্ষণ।

মস্তক—বৃদ্ধাবস্থায় ঘূর্ণরোগ (পোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রমে)। মাথা শীতল। মাথায় দুষ্ট ক্ষত বা জল সঞ্চয়। মস্তকাস্থির কোমলতা ও অসংযোগ। কেশ পতন।

চক্ষু—দৃষ্টির অল্পতা, ছানি। চক্ষের পাতায় আক্ষেপ। চক্ষের কণিকায় ক্ষত। পুরাতন চক্ষু প্রদাহ। (গণ্ডমালা ধাতুর)।

[illegible]না।

[illegible]সকা স্ফীত ও ক্ষত যুক্ত, নাক দিয়া আলবুমেন
[illegible]রাক্তে রক্তস্রাব, নাসাগ্র শীতল, অভ্যন্তরে পলিপস।

[illegible]—মুখ ব্রণপূর্ণ. [illegible]ফকাসে রক্ত
[illegible] বৃদ্ধি। মুখে শীতল ঘর্ম। জিহ্বা
[illegible] ক্ষদযুক্ত। বিলম্বে দন্তোদগম, দন্তো-
[illegible] ক্ষপাদি) দন্ত শূল; রাত্রে
[illegible] ক্ষ। স্বরভঙ্গ, [illegible]

[illegible]কস্থলি চাপিলে বেদনা বোধ। পাক-
[illegible]লে ক্ষণিক উপশম বা অতিশয় বৃদ্ধি।
শীতল জল পানে বমন হয়, পেটে বায়ু সঞ্চয়, পেট খালি বোধ হওয়া।

উদর ও মল—নাভির চতুপার্শ্বে জ্বালা ও বেদনা, শূল (কলিক) ও তৎসহ সবুজ আঠাবৎ অজীর্ণ মল ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। জলবৎ উষ্ণভেদ, বাহ্যের সময় মল দ্বারের শব্দ। নীরক্ত, দুর্ব্বল রোগীর ক্রিমি, পিত্তাশ্মরী। রসস্রাবী অর্শ, মল দ্বার ফাটা, ভগন্দর। সরক্ত কঠিন মল, সপুয মল, অন্ত্রবৃদ্ধি, কটীদেশে বেদনা (অর্শসহ) মিসেণ্টারি গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

মূত্র ও পুংজননেন্দ্রিয়—ঘন ঘন মূত্র ত্যাগেচ্ছা (বৃদ্ধ ও বাল্যাবস্থায়) মূত্রস্থলি ও মূত্র পথে ছেদনবৎ বেদনা, ফুস্ফুষ্ পীড়াসহ বহুমূত্র, শয্যায় প্রস্রাব, হাইড্রোসিল (জল দোষ) আলবুমেন

ও ফস্ফেট পদার্থ যুক্ত মূত্র। পুরাতন প্রমে
আঁশের ন্যায় পদার্থ, পাথুরি সঞ্চয়, মুষ্ক বা অ

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়—অল্প বয়সীদের শীঘ্র শীঘ্র রজঃ-
স্রাদের বিলম্বে রজোনিঃসরণ তৎসহ বাত রোগ। কাম
জরায়ুচ্যুতি। জরায়ুর নির্গমন।
বেদনা। শ্বেত প্রদর, স্রাব অ
সকালে বৃদ্ধি, গমনাগমনে অনিচ্ছা
বেদনা। জননেন্দ্রিয় পথে
জ্বালা ও বেদনা। স্তনদুগ্ধ
করিতে অনিচ্ছা। গর্ভাবস্থা বা প্রস
হওয়া (পোষণ ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য) বাতে
সি পী মহোপকারী।

শ্বাস যন্ত্র—স্পর্শনে বুকে ..., কাসিলে হরিদ্রাবর্ণ অণ্ডলালিক শ্লেষ্মা উদ্গীরণ, স্বাস কৃচ্ছ্র। ক্ষয় কাসের প্রথমাবস্থা, কাস রোগীর ভগন্দর, শীর্ণাবস্থায় বা দান্তোদ্গম কালে হুপিং কাসি। স্ক্রফিউলাধাতু রোগীর শ্লেষ্মা রোগ।

রক্তবাহী যন্ত্র, হৃৎপিণ্ড—চিত্ত বৈকুল্যসহ হৃৎস্পন্দন।

হস্তপদ, পৃষ্ঠাদি—বাত রোগ, শৈত্য উষ্ণতা রাত্রি বা বায়ু বিপর্য্যয়ে বৃদ্ধিশীল বাতরোগ, গ্রন্থিবাত, কটীবাত, সন্ধিস্থলে জল সঞ্চয় বা নালি ঘা। বাত পীড়িতাঙ্গে অল্প স্পর্শ জ্ঞান।

মনোবিকার, স্নায়ুবিকার, বিস্মৃতিভাব—শোক, নৈরাশ্য বা বিরক্তি জনিত রোগ, প্রণিধান শক্তির অল্পতা। বালকের দন্তো-

দন্তোদ্গম সময়ে বিজ্বরাবস্থায় আক্ষেপ (জ্বর কালে এফ, পি) সর্ব্ববিধ আক্ষেপ রোগে (এম, পি, বিফল হইলে) পর্য্যায়িক ও রাত্রে বৃদ্ধিশীল স্নায়ুশূল পীড়িত স্থলে, শীতল ঝিন ঝিনে সড়্ সড় বোধ করা।

নিদ্রা—বৃদ্ধাবস্থায় ঝিমুনি, বালকের নিদ্রাকালে চীৎকার করা।

জ্বর—সড়্ সড়ানি, শীত বোধ। শীর্ণ (স্ক্রফুলা গ্রস্থ) বালকের পুরাতন সপর্য্যায় জ্বর। ক্ষয় কাসে নিশি ঘর্ম্ম।

ত্বক—নানাবিধ চর্ম্মরোগ, ত্বক তাম্রবর্ণ, ব্রণ যুক্ত ক্ষত, কণ্ডু, ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

বিধান বিকার—রক্তাল্পতা জন্য মুখ পাণ্ডুবর্ণ, বা হরিদ্বর্ণ, বিবিধ অস্থি রোগ, (স্ফীততা) ক্ষত, কোমলতা, ভগ্নাস্থির অসংযোজনা, অস্থি সরু বা ভঙ্গুর। পলিপাশ। মেরুদণ্ড বক্র। জলসঞ্চয়। শীর্ণতা (শুকিয়ে যাওয়া) গলগণ্ড, অর্ব্বুদ।

হ্রাস বৃদ্ধি—অঙ্গ চালন, শৈত্য, বায়ুবিপর্য্যয় বা আর্দ্রতায় পীড়ার বৃদ্ধি।

প্রয়োগ—নিম্ন বা মধ্য শক্তিই (সুসলারের মতে) সচরাচর ব্যাবহৃত হয়। কেহ কেহ বা সময় বিশেষে উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। স্ক্রফিউলা ধাতু, রক্তাল্পতা পোষণ ক্রিয়ার অসদ্ভাব, অস্থিপীড়া দন্তোদ্গম কাল, ইত্যাদি উপলক্ষে কোন পীড়া হইলে এই ঔষধ অন্যান্য ঔষধসহ পর পর, ব্যবহৃত হয়

CALCAREA SULPHURICA. C S.

ক্যালকেরিয়া সল্‌ফিউরিকা। সি, এস,

এই লবণ পদার্থ সংযোজীতন্তুতে আছে। কোন স্থানে ইহার ন্যূনতা হইলে তথায় পূয উৎপন্ন হয়। এজন্য কোন প্রদেশে অনবরত পূয ক্ষরিত হইলে এই ঔষধ যথা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূয নিবৃত্ত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয়। কিন্তু ক্ষতের চতুপার্শ্বে যদি রস জন্য কাঠিন্য থাকে তাব অগ্রে সিলিসিয়া (Silicea) দিয়া পূয নির্গত করাইবে পরে সি, এস, দিলে ক্ষত শুষ্ক হইবে

অবয়ব গত লক্ষণ।

মস্তক—মস্তকে ক্ষত, তাহাতে পূয ক্ষরণ বা পীতবর্ণ মামড়ি-পড়া। বিবমিষাসহ শিরোঘূর্ণন।

চক্ষু—চক্ষুতে পীতবর্ণ পূয যুক্ত ক্ষত। নয়নাবরণের আক্ষেপ।

কর্ণ—কর্ণক্ষত, সরক্ত পূযস্রাব তজ্জনা বধিরতা।

নাসিকা—পীত পূযস্রাবী ক্ষত।

মুখ, জিহ্বা, দন্ত—মুখ মধ্যে ক্ষত, দন্ত মাড়ি স্ফীত, ও ক্ষত জিহ্বা মূলে পীতবর্ণ ক্লেদ।

গলদেশ—সপূয গল ক্ষত। তালুদেশে ডিপ্‌থিরিয়ার ক্ষত।

পাকযন্ত্র— বিবমিষা, অতি পিপাসা, ক্ষুধাধিক্য, ফল ভোজনেচ্ছা।

সরক্ত পূয যুক্ত বাহ্যে। সান্নিপাতিক বিকারা ক্ষত। মল দ্বারের ক্ষত। যকৃৎস্থানে বেদনা, ...পাকস্থলি বেদনাযুক্ত, বিবমিষা, দক্ষিণ গণ্ডদেশে বেদনা, মলদ্বার নির্গমন। ক্ষয়, জ্বর ও শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ মলবোধ।

মূত্র, জননেন্দ্রিয়—প্রমেহ রোগে রক্তানী পূয ক্ষরণ, সপূয বাঘী বা উপদংশ, মূত্র দ্বার দিয়া পূয নিঃসরণ। শুক্রক্ষয়।

শ্বাস যন্ত্র—সরক্ত পূয়ের ন্যায় শ্লেষ্মাক্ষরণ, ক্ষয় কাস (কথিত লক্ষণ যুক্ত) স্বর ভঙ্গ, ব্রংকাইটিস্ ও নিউমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থা যখন কাসিতে পূয উঠে। ক্রুপ রোগ।

হস্ত পদ, পৃষ্ঠাদি—পৃষ্ঠ ব্রণ, আঙ্গুল হাড়া। (যখন বেশী পূয পড়ে) নূতন বা পুরাতন বাত, আঘাত জন্য সপূয ক্ষত।

নিদ্রা—দিবসে নিদ্রা, রাত্রে নিদ্রা হয় না

স্নায়ু বিকার—দৌর্ব্বল্য, শ্রান্তি বোধ।

জ্বর—বিকারাবস্থায় যখন মলে পূয রক্ত দেখা যায়। ক্ষয় জ্বর, কাস রোগে পদতলে জ্বালা।

ত্বক—বসন্ত, স্ফোটক, ব্রণ, ক্ষত, কার্ব্বঙ্কল, আঘাত ইত্যাদিতে যখন পূয নির্গত হয়।

বিধান বিকার—ত্বক, পেশী, ফুস্ফুস, সন্ধিস্থল প্রভৃতি যে কোন অবয়বে পূয সঞ্চার হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়, তবে পার্শ্বে কাঠিন্য থাকিলে (Silicea) সাইলিসিয়া প্রয়োগের পর ইহার ব্যবস্থা যুক্তিসিদ্ধ।

মাত্রা, প্রয়োগ—মধ্য ও উচ্চ শক্তিই ব্যবহার্য্য। ক্ষতাদিতে

এই ঔষধের নিম্নশক্তি জলে মিসাইয়া ধৌত করে মিশাইয়া মলম রূপে ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

FERRUM PHOSPHORICUM F P

ফেরম্ ফস্ফরিকম্ বা ফস্ফেট অফ্ আইরণ। এফ, পি,

দেহস্থ রক্তকণিকা ও পেশী কোষে যথা পরিমাণে এই লবণ আছে। ইহার ন্যূনতা হইলে রক্তের লোহিতত্ব কমিয়া এনিমিয়া (রক্তহীনতা) হয়। পেশী শিথিল হয়। রক্তবহা প্রণালীর পেশী শিথিল হইলে স্থানিক রক্তসঞ্চয় হয়। সঞ্চিত রক্তের চাপনে শিরাদি হইতে রক্ত ক্ষরণ হয়। প্রদাহ তো হইবারই কথা। অন্ত্রের পেশী শিথিল হইলে মল রোধ, অন্ত্রসঞ্চারী, রক্ত নালির পেশির শৈথিল্যে উদরাময় হইয়া থাকে।

প্রদাহ অর্থাৎ সমকালে বেদনা, স্ফীততা, রক্তিম ও স্ফীততা এই চারি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে ফস্ফেট অফ আইরণের ন্যূনতা হইয়াছে। আবার এনিমিয়া (রক্তাল্পতা) হইলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। তখন উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাল্যাবস্থার পেশী শিথিল, বৈবর্ণ, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এফ, পি, মহৌষধ।

অবয়ব গত লক্ষণ।

বোধ, মুখ মণ্ডল আরক্তিম, মাথার দপ্ দপানি, কষ্ট ব শিরঃপীড়া, তৎকালে ভুক্ত দ্রব্য বমন। মস্তিষ্ক প্রদাহ, শিরো ঘূর্ণন।

চক্ষু—চক্ষুপ্রদাহ, চক্ষু লালবর্ণ, জ্বালা, কর করানি, আলোক লাগিলে বা চক্ষু ঘুরাইলে কষ্ট বোধ। বহুবিধ চক্ষু রোগ।

কর্ণ—কর্ণ প্রদাহ। ভিতরে ধক্ ধকানি, ভার, কর্ণনাদ (প্রদাহ জন্য) বহিরভ্যন্তর স্ফীত, বেদনা সক্ত। পূয নিঃসরণ কালেও যদি ধক্ ধকানি থাকে তথাপি এফ, পি, ব্যবহার্য্য।

নাসিকা—নাক দিয়া রক্ত পড়া, সর্দ্দির প্রথমাবস্থা অথবা সর্দ্দির প্রবণতা।

মুখ, গলদেশ—রক্ত পূর্ণ, শীতল স্পর্শে আরাম বোধ, মাথার ভার, নাড়ি দ্রুত বেগযুক্ত, জিহ্বা লালবর্ণ, পরিস্কৃত বা ক্লেদ যুক্ত, দন্তমাঢ়ি স্ফীত, বেদনাযুক্ত, মুখ গহ্বরে প্রদাহ, দন্তশূল, শীতল স্পর্শে উপশম বোধ, গলবেদনা, গলগ্রন্থি প্রদাহ, স্থানিক ধক্ ধকানি, বেদনা, রক্ত স্রবণ।

পাক যন্ত্র—ভুক্ত দ্রব্য বমন বা লাল রক্ত বমন, কখন বা বান্ত দ্রব্যে অম্লাস্বাদ, পাক স্থলির প্রদাহ, তৎসহ অল্প জ্বর, নাড়ি দ্রুত ও পুষ্ট মাথা ভারি, উক্তরূপ বমন, মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ ইত্যাদি॥ অজীর্ণতা, আহার করিলেই পেটে বেদনা ও চাপন বোধ, বা ভুক্ত দ্রব্যাদি বমন।

উদর—বেদনা, সর্ব্ববিধ ঔদরিক প্রদাহ (সজ্বর)। পেটে উষ্ণতা অনুভব, কোষ্ঠ বদ্ধতা, অজীর্ণ ভেদ, জলবৎ ভেদ ও সরক্ত আম

নিঃসরণ, রক্তাতিসার (রক্ত লাল ও শীঘ্র জমিয়া যায়
ক্রিমি, মল দ্বার-চ্যুতি, অন্ত্র বৃদ্ধি (বেদনা যুক্ত) অর্শ-বলিতে বেদনা, লাল রক্ত স্রাব।

মূত্র. জননেন্দ্রিয়—অতিশয় মূত্র ক্ষরণ, মূত্রাবরোধ, সর্ব্ববিধ সজ্বর মূত্র-যন্ত্র-প্রদাহ (প্রথমাবস্থা) বহুমূত্র, তৎসহ নাড়ির দ্রুত বেগ ও স্থান বিশেষে বেদনা দপ্ দপানি, বা তাপাধিক্য। প্রমেহ (প্রথমাবস্থায়) টন্‌টনানি, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবেচ্ছা, যন্ত্রণা, তাপাধিক্য, দপ্ দপানি, ও জ্বর যুক্ত বাধী। অণ্ড, জরায়ু প্রভৃতির প্রদাহ।
গর্ভাবস্থা—অজীর্ণ বমন, স্তন-প্রদাহ. প্রসবান্তে হেতাল ব্যথা, সূতিকা জ্বর।

শ্বাস যন্ত্র—ট্রেকিয়া, লেরিংস ব্রংকিয়া, প্লুরা বা ফুস্ফুসের আবরণ প্রদাহ, বুকে বেদনা ও তাপ, মুহুর্মুহুঃ শুষ্ক কাসী, দ্রুত শ্বাস, হুপ কাসি, আক্ষেপিক কাসি (কাসির সময় অনিচ্ছায় মূত্র ত্যাগ) ক্রুপ রোগ (জ্বরসহ)।

হৃৎপিণ্ড, রক্ত প্রণালী—হৃৎপিণ্ড ও শিরার প্রসরণ ও সর্ব্ববিধ প্রদাহ, ধমনী পুষ্ট ও দ্রুতবেগ।

হস্তপদ, পৃষ্ঠাদি—সজ্বর বাত, নড়িলে বেদনা, গ্রন্থিবাত, আঙ্গুল হাড়া (প্রথমাবস্থা) কটিবাত।

চিত্তবৃত্তি, স্নায়ুমণ্ডল, নিদ্রা—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্য প্রদাহ, প্রলাপ, নিদ্রাল্পতা, স্নায়ু প্রদাহ, জ্বর কালিন আক্ষেপ, বালকের রসতড়্কা, অপস্মার।

জ্বর—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, চর্ম্মোদ্ভেদী, বা প্রদাহিক

প্রথমাবস্থা, নাড়ি পুষ্ট, দ্রুত, তাপাধিক্য, অস্থিরতা। বল্লাম জ্বরে ভুক্ত দ্রব্য বমন।

আঘাত জন্য রক্তাধিক্য, স্ফোটক, ব্রণ, দুষ্ট ব্রণ, কাব্বঙ্কল, বসন্ত, পানি বসন্ত, বিসর্প বা ক্ষত (জ্বর জ্বালা বেদনা টন্‌টনানিসহ)।

বিধান বিকার—রক্তাল্পতা, রক্তস্রাব (উক্ত রক্ত টক্‌টকে লাল, বায়ু লাগিলে জমিয়া যায়), প্রহার, পতন, অস্ত্রাঘাত, বা মোচ্‌ডানি জন্য প্রদাহ, রক্ত বা রসস্রাব জন্য শোথ, অস্থির কোমলাংশে প্রদাহ (প্রথমাবস্থায়)।

হ্রাস বৃদ্ধি—নড়িলে বৃদ্ধি, শৈত্য প্রয়োগে উপশম।

প্রয়োগ—মধ্য ও উচ্চশক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, রক্তাল্পতা থাকিলে নিম্নশক্তি, ক্ষত, আঘাত, রক্তস্রাব বেদনাদিতে বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে।

KALI MURIATICUM K M

কালি—মিউরিএটিকম্—কে এম্

রক্তকণা, পেশী, স্নায়ু, মস্তিকাদিতে কালি মিউর আছে। ফাইব্রিন পদার্থসহ রাসায়নিক সম্বন্ধ থাকায় কালী—মিউরের ন্যূনতা হইলে নানা স্থান হইতে ফাইব্রিন ক্ষরিত হয়। রক্তামাশয় ডিপথিরিয়া, ক্রুপ, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি উহার উদাহরণ স্থল। এই ঔষধের প্রয়োগোপযোগী প্রধান লক্ষণ এই, জিহ্বা সাদা, শ্লেষ্ম

ঝিল্লি দিয়া সাদা ফাইব্রিণ নির্গমন। যকৃতের ক্রিয়া শৈথি এই ঔষধের প্রয়োগ স্থল।

অবয়বগত লক্ষণ।

মস্তক, জিহ্বা—শিরঃপীড়া। জিহ্বা সাদা-ক্লেদযুক্ত, সাদা শ্লেষ্মা বমন সহ।

চক্ষু, কর্ণ—চক্ষুর ক্ষত দিয়া সাদা রস পড়া, কর্ণকুহরে স্ফীততা জন্য বধিরতা, কর্ণনাদ, কর্ণের নিম্নস্থ গ্রন্থি বিবৃদ্ধি।

নাসিকা—নাসিকা দিয়া সাদা গাঢ় শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

মুখ—গলদেশ স্ফীত, মুখ স্ফীত, মুখাভ্যন্তরে ক্ষত, (সাদা) লালা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। জিহ্বা সাদা, শুষ্ক বা পিচ্ছিল, দাঁত কড়া দন্ত শূল। ডিফ্থিরিয়ায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ। গলগ্রন্থি তালু বা জিহ্বা শ্বেত ক্লেদাবৃত, স্ফীত, কর্ণমূলী স্ফীত, বেদনাযুক্ত (এফ পি সহ)।

পাক যন্ত্র—গুরুপাক দ্রব্য সেবন জন্য অজীর্ণতা, সাদা অস্বচ্ছ পদার্থ বমন, ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলির উপর বেদনা, রক্ত বমন (রক্ত কালচে ও থানা থানা)।

উদর, রেচন—যকৃতের স্ফীততা, বেদনা ও ক্রিয়াশৈথিল্য জনিত মলবদ্ধতা, মলে পিত্তাংশের ন্যূনতা, সন্নিপাতিক বিকারে মলরোধ বা সাদাটে ভেদ তৎসঙ্গে পেটে বেদনা। অন্ত্রে বা পেরিটোনিয়মে প্রদাহ (তৃতীয়াবস্থা) রক্তাতিসার (কাল রক্ত, তৎসহ আটার ন্যায় বাহ্যে) অর্শ (রক্ত কাল্চে চাপ্ চাপ্ ফাইব্রিন যুক্ত)।

মূত্র ও জননেন্দ্রিয়—বক্কক ও মূত্রস্থলি প্রদাহে গাঢ় সাদা সাদা শ্লেষ্মা ক্ষরণ, মূত্রে ইউরিক এসিড। বাঘি স্ফীত অথচ কোমল (শক্ত হইলে C F.)। প্রমেহ, সাদা ধাতু নির্গমন। উপদংশ, কোমল (স্ফীতাবস্থা) অণ্ড প্রদাহ। স্ত্রী পীড়া। ঋতুকালে কালচে চাপ্ চাপ্ শোণিত নিঃসরণ, কখন বিলম্বিত ও অল্প পরিমাণ, কখন বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বেশী পরিমাণে রজঃ ক্ষরণ, রজোরোধ। শ্বেত প্রদর, গাঢ় শ্বেতবর্ণ ক্লেদনিঃসরণ, জরায়ুর রক্তাধিক্য (স্ফীততা)।

গর্ভাবস্থা—শ্বেত শ্লেষ্মা বমন, স্তন প্রদাহ (স্ফীততা) প্রসবান্তে সূতিকা জ্বর।

শ্বাস যন্ত্র—লেরিংস, বংকিয়া, ফুস্ফুস্ আবরণ প্রদাহ, কাসিতে সাদা শ্লেষ্মা উঠা, মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপিক কষ্টকর কাস, প্লুরার মধ্যে রস সঞ্চয়, বুক সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, শ্বাসকাসে অতি কষ্টে শ্লেষ্মা উঠা।

হৃৎপিণ্ড—প্রসবণ জন্য বেশী রক্ত জমা, স্ফীতকা।

হস্ত, পদ, পৃষ্ঠাদি—লিখিতে লিখিতে হাত শক্ত হওয়া। হস্ত, পদ, কটি পৃষ্ঠাদিতে বাত। পীড়িতস্থল স্ফীত বেদনাযুক্ত নড়িলে বৃদ্ধি হয় (এফ, পি, সহ)।

স্নায়ু বিকার—অপস্মার রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত। (যদি এই রোগ কোন ত্বক রোগ সহ মিলিত থাকে)।

জ্বর—প্রদাহিক, সান্নিপাতিক, সবিরাম, চর্ম্মোদ্ভেদী প্রভৃতি জ্বরে, জিহ্বা ও শ্লেষ্মা শ্বেত বর্ণ দৃষ্ট হইলে (F, P, সহ)।

ত্বক—স্ফোটক, ব্রণ, কার্ব্বঙ্কল, হাম, বসন্ত, প্রভৃতির স্ফীতাবস্থা, পূযোৎপত্তির পূর্ব্বে, বিসর্প, একজিমা প্রভৃতি রোগে ক্ষত মাত্রেই যাহাতে সাদা রস নিঃসরণ হয়। অগ্নিদহন, সাইকসিস, আঁচিল।

বিধান বিকার—আঘাত, অস্ত্রাঘাত, মোচড়ানী জন্য স্ফীততা, হৃদ্‌রোগঘটিত রক্তাল্পতা, কাল্‌চে চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব। গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি সহ ত্বগভ্যন্তরে রসসঞ্চয়। হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতির দোষজনিত শোথ, তৎকালে মুত্রে সাদা শ্লেষ্মা, জিহ্বা শ্বেতক্লেদাবৃত। দূষিত বীজে টীকা দিবার পরবর্ত্তী যে কোন পীড়া।

হ্রাস বৃদ্ধি—নড়িতে চড়িতে বাতবেদনাদির বৃদ্ধি। আহার দোষে, অজীর্ণ বা উদরাময়ের বৃদ্ধি।

প্রয়োগ—সুসলার স্বয়ং মধ্য ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার করিতেন। নিম্ন শক্তি ও বেশ ফলপ্রদ। মুখ রোগে কুলি, ব্রণাদিতে বাহ্য প্রয়োগ (নিম্ন শক্তি) ব্যবস্থেয়।

KALI PHOSPHORICUM. K P

কালি ফস্ফরিকম্ কে, পি, বা ফস্ফেট অফ্ পটাস্।

মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী রক্তাদি সকল কোষেই ফস্ফেট অফ্ পটাসিয়মের পরিমাণ সামঞ্জস্যভাবে আছে। ইহার ন্যূনতা

.য়ের জ্বালা। সারাদিন শীতবোধ। দেহ শীতল, মাথা ঘর্ম। নিশিঘর্ম।

ত্বক্—বহুবিধ ত্বগ্রোগ। স্ফোটকপ্রবণতা, কার্ব্বঙ্কল, ক্ষত নখের উপর ও নীচে সবুজ স্ফোটক, গণ্ডমালা বা বিসর্পের ক্ষত গ্রন্থিরোগ। পুরাতন সপূয উপদংশ রোগ। টিকা দিবার বিবিধ রোগ। কুষ্ঠ। নাসারোগ। ত্বকে তাম্রবর্ণ চিহ্ন প্রকা· বিধান বিকার—প্রদাহ, স্ফোটক, নাড়িব্রণ (নালিঘা) আঘাতে পূযোৎপত্তি।

হ্রাস বৃদ্ধি—রাত্রি ও পূর্ণিমা, অমাবস্যায় বৃদ্ধি। উষ্ণতায় উপশম (বাত, শিরঃপীড়াদি)। হাত পায়ের ঘর্ম্মাবরোধ জন্য পীড়া সমূহ।

প্রয়োগ—মধ্য শক্তিই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্ষতাদিতে উচ্চ ও উচ্চতম শক্তি প্রয়োগে কখন কখন বিশেষ ফললাভ হইতে দেখা গিয়াছে। ক্ষয়কাসের চরমাবস্থায় উচ্চতম শক্তিই বিধেয়। অভিনব গ্রন্থি প্রদাহ (বাঘি, কর্ণমূলী) আঙ্গুলহাড়া ইত্যাদি রোগে নিম্নশক্তি প্রয়োগ করিলে, অচিরে পূযোৎপত্তি নিবারণ ও প্রদাহের শান্তি হইয়া থাকে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিতে হয়, উহার বাহ্য প্রয়োগও বিহিত। কিন্তু পূযোৎপত্তি হইলে মধ্য বা উচ্চশক্তি দিবসে ১।২ বার মাত্র প্রয়োগ করিবে। ক্ষতাদিতেও নিম্নশক্তির বাহ্য প্রয়োগ উপযোগী।

তৃতীয়াধ্যায়—পরিশিষ্ট।

এই অধ্যায়ে পীড়ার চিকিৎসার সহকারী ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের একগুলি উৎকৃষ্ট উপায় বিবৃত হইয়াছে। পাঠকবৃন্দ বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও ভালরূপ আয়াত্ব করিতে পারিলে অভীষ্ট লাভে হতাশ হইবেন না।

এই পুস্তকের ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির নিয়ম পালন করিতে পারিলে দেহ সুস্থ থাকে ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। সে বিধির অন্যথা হইলেই সর্ব্ববিধ শারীর ও মানসিক অস্বাস্থ্য ও অকালে দেহ নাশ হয়। একণে প্রকৃতির স্বরূপ ও তাহার কার্য্য নিয়মাদির বিষয় সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ভগবদ্গীতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখিত আছে যথা ভূমিরাপোনলোবায়ুঃখং মনো বুদ্ধি রেবচ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা অর্থাৎ মৃত্তিকা জল তেজঃ বায়ু আকাশ মনঃ বুদ্ধি ও অহং ভাব, এই অষ্ট তত্ত্বাত্মক প্রকৃতি। স্থূল সূক্ষ্ম স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানব দেহও প্রকৃতি জাত। উক্ত অষ্টবিধ তত্ত্ব যথা বিহিত ভাবে থাকিলে বিশ্বকার্য্য তথা শরীরব্যাপার ও সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়। তাহার অন্যথা ঘটিলে দৈহিক কার্য্যের বিকৃতি অর্থাৎ পীড়ার উপলব্ধি হয়।

কি কার্য্য করিলে প্রকৃতির নিয়ম উলঙ্ঘন হয় না তদ্বিষয়ে

ঃ এলিনসন যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যার্থ নিম্নে ি হইতেছে। তিনি বলেন ষড়্‌বিধ কার্য্য প্রকৃতির নিয়মানু যথা ১, সুদ্রব্য ভোজন। ২,সুপেয় পান। ৩,বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বিশ্রাম ও অঙ্গ সঞ্চালন। ৫,ত্বকের শুদ্ধি। ৬,কদভ্যাস পরিবর্জ্জ যথাক্রমে তদ্বিষয় ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১। সুদ্রব্য ভোজন।

মানুষের প্রকৃতি-বিহিত আহার বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরস্পরের মতভেদ আছে। কোন দল নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী, আবার আমিষ ভোজীরা বলেন মৎস্য মাংস ভোজন না করিলে শস্যাদিতে দেহ রক্ষা হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় প্রকৃত শৈববৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আহার পদ্ধতি দেখিলে আমিষ ভোজীদের যুক্তি স্থান পায় না। ইয়ুরোপ বাসী ডাঃ এলিনসন, কিউন, মেজ প্রভৃতি নিরামিষ ভোজীগণ বলেন, মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ বৃক্ষজ ও ক্ষেত্রজাত ফল-মূলাহারী, দুগ্ধ ব্যতীত পাশব দ্রব্য নরের আহার্য্য নহে। ইঁহারা বলেন, যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে চাও তবে কদাচ কসাইয়ের দোকানে যাইও না, অর্থাৎ গবাদি জন্তুর মাংস ভোজনে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। যে জাতি মাংসাহার না করিলে সর্ব্বনাশ হয় বলিয়া থাকেন তাহাদের মধ্য হইতে আর্য্যসাধুদিগের মতানুমোদিত নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। নব্য-সভ্য বাবুগণ এখন ফাউল্-করি, বিফ্ এসেন্স ছাড়িয়া হবিষ্যান্ন ধরিবেন কি না জানি না।

২ তণ্ডুল। আমাদের দেশে তণ্ডুলের চলন অধিক হইলেও গোধুম ও যব বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চাউল

*র খাদ্য সন্দেহ নাই কিন্তু আজকাল চাউলের প্রকৃ-
হার হয় না। যদি ফেণ ত্যাগ না করিয়া আতপ তণ্ডুলের
আহার করা হয় তবেই চাউলের প্রকৃত দেহ পোষক গুণ
ওয়া যায়। সকলেরই এবিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৩ যব। বঙ্গদেশে সময় সময় যবের শক্তু (ছাতু) ভোজনের
প্রথা আছে কিন্তু গোধূমের ন্যায় যবের আটার রুটি স্নিগ্ধ ও
পুষ্টিকর। বিলাতী বার্লি অধিক মূল্য দিয়া না লইয়া যবের
আটা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৪ গোধূম বা গম। এই শস্য হইতে আটা, ময়দা সুজি
বাহির হইয়া ঘৃত শর্করা যোগে বিবিধ রসনানন্দদায়ী খাদ্য প্রস্তুত
হইয়া থাকে। ভক্ষ্য দ্রব্য যত কৃত্রিম না হয় ততই সুখপাচ্য। খিচুড়ি
পরমান্ন, পোলাও প্রভৃতি দুষ্পচ বলিয়া যেমন পীড়দায়ক তেমনি
লুচি, কচুরি, খাজা, গজা ইত্যাদি দুষ্পচ সুতরাং স্বাস্থ্যের
অনুপযোগী।

অনেকে অবগত আছেন যে লুচি অপেক্ষা গমের আটার রুটি
প্রাত্যাহিক আহারের পক্ষে ভাল। ময়দা বা সুজির রুটি অপেক্ষা
ভুসিযুক্ত আটার রুটিই সুখপাচ্য, কোষ্ঠ শুদ্ধিকর ও বলপ্রদ।
সুজি ময়দায় কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না। গম ভুসিসহ ভালরূপ নিষ্পন্ন
হইলে সেই আটার রুটি (পাঁউরুটি বা হাত গঠিত হউক) ভক্ষণ
করিলে শীঘ্র পরিপাক, মলশুদ্ধি, রক্ত বিশুদ্ধ, অস্থি ও মস্তিষ্কের
বলাধিক্য, চক্ষের জ্যোতিঃ-বৃদ্ধি ও সুনিদ্রা হইয়া থাকে। এরূপ
আটার রুটি দেখিতে ভাল না হইলেও সর্ব্বতোভাবে সুপথ্য।
কিন্তু তেমন আটা সচরাচর পাওয়া যায় না। গমের ভুসি কিছু
মাত্র পরিত্যক্ত হইবে না অথচ সুনিষ্পন্ন হইবে। ভুসিতে অস্থি-

উপস্থিত হইলে নানাবিধ বৈধানিক ও ক্রিয়াগত বিকার উপস্থিত হয়। সকল কোষের তেজস্বিতা রক্ষা ফস্ফেট্ অফ পটাসিয়ম হইতেই হয়। মস্তিষ্কে উহার ন্যূনতা হইলে, অবসন্নতা, স্পর্শ জ্ঞানের লাঘব বা বাতিত্য, পেশীতে হইলে পেশীর শৈথিল্য সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দ ভাব, অর রক্তকোষে উহার অসামঞ্জস্য হইলে পচনাদি নানাবিধ বিকৃতি সংঘঠিত হয় অতএব সর্ব্ব বিধ মানসিক বিকৃতি, জীবনীশক্তির আত্যন্তিক অবসাদন, পক্ষাঘাত, দুর্গন্ধ স্রাবণ, পচনাবস্থা ইত্যাদিতে কে, পি, (K P.) অবলম্বনীয় ঔষধ। কেহ কেহ বলেন প্লীহাতে ইহার ক্রিয়া আছে।

অবয়ব ও ক্রিয়াগত লক্ষণ।

মস্তক—মস্তিষ্কের রক্তল্পতা তজ্জন্য অবসন্নতা সহ শিরো ঘূর্ণন, স্নায়বিক শিরঃ পীড়া, ক্লান্তি অনুভব।

চক্ষু—দৌর্ব্বল্য বশতঃ দৃষ্টি শক্তির ন্যূনতা।

কর্ণ—স্নায়বিক অবসাদন বশতঃ কুর্ণনাদ ও বধিরতা, পুতি কর্ণ, দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব।

নাসিকা—রক্তস্রাব, দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাক্ষরণ।

মুখ।—অবসাদন সূচক চেহারা, (চক্ষু বসা বিবর্ণতা ইত্যাদি) জিহ্বা শুষ্ক পাটল বর্ণ, মুখ মধ্যে পচা ক্ষত, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, দন্তশূল, মাঢ়ি দিয়া তরল রক্তস্রাব। পচনশীল গলক্ষত।

পাকযন্ত্র।—অজীর্ণতা, অনৈসর্গিক ক্ষুধা, আহার করিলেও যেন তৃপ্তি হয় না, পাকাশয় প্রদাহের অবসন্নাবস্থা।

উদর, বেচনাদি।—প্লীহাতে বেদনা, উদরাময়ে দুর্গন্ধযুক্ত রেচন, উদরাধ্মান, রক্তাতিসারে তরল রক্ত, অতিশয় দুর্গন্ধ, অত্যন্ত অবসাদন, উদর স্ফীত, জিহ্বা শুষ্ক, সান্নিপাতিক বিকারে উদরাময়, ওলাউঠার রাক্তির ন্যায় ভেদ, জীবনীশক্তির ক্ষয, ইত্যাদি। মলদ্বার চ্যুতি

মূত্র, জননেন্দ্রিয।—বহুমাত্রে অত্যন্ত ভোজনেচ্ছা। মূত্রস্থলির অবসাদন জন্য অসাড মূত্র-স্রবণ, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব, বৃক্কের বিবিধ পীড়া, প্রমেহ রোগে লিঙ্গনালি দিযা রক্ত ক্ষরণ। পচনশীল উপদংশ ক্ষত।

স্ত্রী পীড়া।—স্নায়ু প্রধান ধাতু রোগিণীর ঋতু রোধ, অসময়ে রজো নিঃসরণ, বাধক বেদনা বা রজোরোধ। জ্বলনশীল শ্বেত নির্গমন। হিষ্টিরিয়া, যেন পেট হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত একটা ভাঁটা উঠিতেছে। আসন্ন গর্ভস্রাব, সুতিকা জ্বর, সুতিকোন্মাদ, প্রসব বেদনা মন্দীভূত, স্তনক্ষত।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্ব্বাবধ বক্ষ পীড়ার অবসন্নাবস্থা, অত্যন্ত দ্রুতশ্বাস, (শ্বাসকাসে বিশেষ ফলপ্রদ) স্বরভঙ্গ, হুপকাস, ক্রুপ রোগ (বিকৃতাবস্থায়)

হৃৎপিণ্ড, রক্ত, নালী।—শ্রান্তি, ভয় শোক জনিত হৃৎস্পন্দন, তৎসহ মূর্চ্ছা, অবসাদন, রক্তাল্পতা ইত্যাদি।

হস্ত, পদ, পৃষ্ঠাদি।—বাত রোগ, সঞ্চালনে উপশম বোধ পেশীর বিকৃতি জন্য সঞ্চালন শক্তির ন্যূনতা, পক্ষাঘাত।

চিত্তবিকৃতি।—মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকার, প্রলাপ, উন্মত্ততা, স্মরণ

শক্তির লাঘব, দুশ্চিন্তা, ভীরুতা, জাড্য, শোক, ভয়, মানসিক চিত্ত বিকার। হিষ্টিরিয়া, হাস্য, ক্রন্দন, ভয়, অনিদ্রা, বায়ুগুল্ম ইত্যাদি। সূতিকা উন্মাদ শূন্যে অঙ্গুলী চালন যেন কিছু ধরিবার চেষ্টা। পানোন্মাদ, মস্তিষ্কের বিধানবিকার, কোমলতা।

স্নায়ুবিকার।—স্নায়ু-শূল তৎসহ বলহীনতা, শব্দ বা আলোকে ক্লেশ বোধ, সাএটীক স্নায়ু শূল। পক্ষাঘাত, স্থানিক, অর্দ্ধাঙ্গিক, পার্শ্বিক। সঞ্চালন স্পর্শন উভয় শক্তির ব্যতিক্রম। মেরুদণ্ডের বক্রাক্রান্ততা।

নিদ্রা।—নিদ্রাল্পতা (স্নায়ু দৌর্ব্বল্য জন্য) নিদ্রাবস্থায় উঠিয়া যাওয়া।

জ্বর।—সান্নিপাতিক বিকার, জিহ্বা শুষ্ক পাটলবর্ণ, দন্তমাড়ি ক্লেদাবৃত, নিদ্রাহীনতা, প্রলাপ, তন্দ্রা, হস্ত, পদ, বা সর্ব্বাঙ্গ শীতল, অথবা অতিশয় তাপ, উদরাধ্মান, মল মূত্রাদির অসহনীয় দুর্গন্ধ, মুখভঙ্গ, সবিরাম জ্বর, অবসাদক দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

ত্বক।—স্নায়ু দৌর্ব্বল্য সহ দুর্গন্ধি রসস্রাবী স্ফোটক, দুষ্টব্রণ, ক্ষত, বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্মরোগ। চর্ম্মোপরি কণ্ডুয়ন (চুলকানি) ও সড় সড়ানি বোধ।

বিধান বিকার।—বাল্য বা বৃদ্ধাবস্থায় পেশী-ক্ষয়, রক্তপড়া। রক্তস্রাব, ঐ রক্ত তরল, বায়ুতে জমে না, পুতিগন্ধ। ক্ষত বা কোন স্থান দিয়া বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ রস নিঃসরণ।

হ্রাসবৃদ্ধি।—একাকী থাকিলে বা গোলমালে অসুখ বাড়ে, সামান্য সঞ্চালনে উপশম, বেশীতে বৃদ্ধি।

প্রয়োগ।—সুস্‌লার বলেন নিম্ন শক্তি বেশ কার্য্যকারী। পরন্তু মধ্য ও উচ্চ শক্তিও ব্যবহৃত হয়।

KALI—SULPHURICUM. K S

কালি সল্‌ফিউরিকম্‌। কে, এস.

সলফেট্‌ অফ্‌ পটাস্‌।

এপিডার্মি ও এপিথেলিয়ম এই দুই স্থানে কালি সলফ বিদ্যমান আছে। ইহার ন্যূনতা হইলে জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ চট্‌ চটে ক্লেদ জমে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দিয়া পীত, হরিৎ বা জলবৎ রস নিঃসরণ। অপরাহ্নে দেহে তাপ সুরু হইয়া রাত্রে বৃদ্ধি ও প্রাতেঃ উপশম। অনাবৃত শীতল বায়ু স্পর্শে পীড়ার লাঘব হয়। ত্বগ্‌ রোগ হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়। ওলাউঠার প্রথমাবস্থায়। ঘর্ম্ম করণ জন্য F, P, ঔষধের পরে ব্যবহার করা যায়।

অবয়ব ও ক্রিয়াগত লক্ষণ

মস্তক।—কেশ পতন, শিরোঘূর্ণন, শিরঃ পীড়া, বৈকালে বা উষ্ণ গৃহমধ্যে থাকিলে বাড়ে।

চক্ষু।—*চক্ষু দিয়া পীত বা সবুজ বর্ণ ক্লেদ নিঃসরণ। শিশুদের* চক্ষু প্রদাহ, ছানি রোগ।

কর্ণ।—নাক দিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ ক্লেদ নিঃসরণ। কর্ণ শূল।

নাসিকা, মুখ, দন্তাদি।—ইহাদের যে কোন পীড়া হউক,

বৈকাল হইতে বৃদ্ধি, জিহ্বা পীত বর্ণ, পীত, সবুজ বা জলবৎ রস নিঃসৃত হইলে K, S, প্রযোজ্য।

পাকযন্ত্র।—পাকস্থলিতে জ্বালাবোধ, অজীর্ণতা, পেটে ভার বোধ ও বেদনা। মুখে জল উঠা। বমন ইচ্ছা বা বমন। কখন অত্যন্ত পিপাসা কখন বা পানেচ্ছা নাই।

উদর, রেচনাদি।—পেট স্পর্শিলে শীতল বোধ, বেদনা, পীত পিচ্ছিল, জলবৎ বা পূযযুক্ত ভেদ। সান্নিপাতিক বিকারে উদরাময়। এই সব লক্ষণ সহ জিহ্বা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে। ওলাউঠার লক্ষণ।

মূত্র, জননেন্দ্রিয়।—প্রমেহ ও শ্বেত প্রদরে নির্দ্দিষ্ট বর্ণযুক্ত স্রাব। অণ্ড প্রদাহ। বিলম্বিত ও অল্পতঃ রজোনিঃসরণ। কখন বা বেশী রক্তস্রাব। উপদংশ।

শ্বাসযন্ত্র।—জিহ্বার ও শ্লেষ্মার প্রকৃতি অনুযায়ি সর্ব্ববিধ কাস রোগ অপিচ অপরাহ্ণ হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ও উষ্ণতায় রোগের বৃদ্ধি। বুকে শ্লেষ্মা জমিয়া ঘড় ঘড় বা সাঁই সাঁই শব্দ। শীতল বায়ু সেবনের ইচ্ছা।

হৃৎপিণ্ড, রক্ত প্রণালী।—ধমনীর দ্রুত বেগ, কদাচিৎ নাড়ি লুপ্ত প্রায়।

হস্ত, পদ।—বাতিক বেদনা, উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শৈত্যে উপশম। গ্রন্থির বাত, (স্থান পরিবর্ত্তন শীল) হস্ত পদাদির আক্ষেপ।

স্নায়ুমণ্ডল, নিদ্রা।—স্থানপরিবর্ত্তনশীল স্নায়ু বেদনা। দুঃস্বপ্ন দর্শন।

জ্বর।—রক্ত দোষ জনিত জ্বর, সামান্য বা সান্নিপাতিক বা ঘর্ম্মোদ্ভেদকাদি জ্বর যাহাতে জিহ্বায় পীতবর্ণ ক্লেদ বা অপরাহ্ন হইতে মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

ত্বক্।—পীত, সবুজ বা জলবৎ রসস্রাবী ক্ষত। নখ রোগ।

বিধান বিকার।—পীত, সবুজ, জলবৎ পূয ক্ষরণশীল প্রদাহ রোগ, জীবনীশক্তির দৌর্ব্বল্য।

হ্রাসবৃদ্ধি।—অপরাহ্নে বা উষ্ণ বায়ুপূর্ণ ঘরে পীড়ার বৃদ্ধি, প্রাতঃকালে বা শীতল বায়ুস্পর্শে উপশম।

প্রয়োগ।—উচ্চ ও মধ্য শক্তিই সুসলারের অভিমত। নিম্ন শক্তিতেও বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে।

MAGNESIA PHOSPHORICA M P

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা। এম পি,

দন্ত, স্নায়ু, পেশী মস্তিষ্ক অস্থি ও ফুস্ফুসে ম্যাগ্নেসিয়া সমঞ্জসভাবে বিহিত পরিমাণে আছে। ন্যূনতা হইলে বেদনা আক্ষেপ ও অন্যান্য স্নায়ুবিকার দৃষ্ট হয়। যে কোন পেশীর আক্ষেপ হউক এই দ্রব্য যথা পরিমাণে (অণুমাত্রায়) প্রয়োগ করিলে নিবৃত্ত হয়। আক্ষেপ ও বেদনা এই ঔষধ প্রয়োগের উপযুক্ত স্থল। সকল রূপ বেদনায় নহে, যে বেদনা আক্ষেপিক, বিদ্যুতের ন্যায় (চিড়িক মারা) সূচী বেধের ন্যায় বা মোচড়ানি। শৈত্যে বৃদ্ধি, উষ্ণতা বা ঘর্ষণে উপশম।

অবয়ব ও ক্রিয়াগত লক্ষণ।

মস্তক—অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া, ঐ বেদনা, আক্ষেপিক বা সূচী-বেধের ন্যায়, স্থান পরিবর্ত্তনশীল বা সবিরাম। উষ্ণ প্রয়োগে উপশম। অতিশয় পুস্তক পাঠ বা মানসিক শ্রম জনিত পূর্ব্বকথিত লক্ষণযুক্ত শিরঃপীড়া, কেশ পতন, মাথায় ব্রণ।

চক্ষু—চক্ষুতে আলোক লাগিলে ক্লেশ বোধ, দর্শন স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য জন্য দৃষ্টির ব্যতিক্রম, দ্বিদর্শন, অগ্নিকণা বা বিবিধ বর্ণ দর্শন, নয়নাবরণের নর্ত্তন, বা কম্পন, অশ্রুপাত।

কর্ণ—স্নায়বিক কর্ণ-শূল ও বধিরতা, শৈত্য প্রয়োগে বৃদ্ধি।

নাসিকা—নাসারন্ধ্র কখন শুষ্ক কখন সজল, ঘ্রাণ শক্তির ব্যতিক্রম।

মুখ, দন্ত, গলদেশ—মুখ মণ্ডলস্থ পেশীর আক্ষেপ, চোয়াল ধরা। জিহ্বা কখন নির্ম্মল (ঔদরীক শূলসহ), শ্বেতবর্ণ (উদরাময়ে) কখন বা রক্তবর্ণ। দন্তশূল (উষ্ণ প্রয়োগে উপশম) দন্তোদ্গম কালীন আক্ষেপ। গলদেশে আক্ষেপ, গলা চেপে ধরা, গিলিতে ক্লেশ বোধ।

পাক যন্ত্র—বুক জ্বালা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণতা জন্য উদরাধ্মান, অতিশয় বেদনা, বেদনা উষ্ণ প্রয়োগ বা ঘর্ষণ, চাপনাদিতে উপশম বোধ হয়।

উদর, রেচনাদি—পূর্ব্ব কথিত লক্ষণ যুক্ত বেদনা, নাভি-প্রদেশে বেদনা, ওলাউঠার ন্যায় ভেদ বমন। হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ,

অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ। রক্তাতিসার, নাভি দেশে বা পেটের কোন স্থলে আক্ষেপিক বেদনা। রোগী পেট চাপিয়া থাকে।

মূত্র, জননেন্দ্রিয়—মূত্রাধার বা মূত্র-নালির আক্ষেপ জন্য মূত্র রোধ, ঘন ঘন প্রস্রাবেচ্ছা, প্রস্রাবে ফস্ফেটের ন্যূনাধিক্য, পাথুরী।

স্ত্রী পীড়া—বাধক বেদনা। প্রসব বেদনা কষ্টকর, সূতিকাক্ষেপ।

শ্বাস যন্ত্র—শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসি, হুপ কাসি, দ্রুত শ্বাস।

হৃৎপিণ্ড—আক্ষেপিক হৃৎকম্পন।

হস্ত, পদ, পৃষ্ঠাদি—হস্ত পদের কম্পন, আক্ষেপিক বেদনা, যন্ত্রণা-দায়ক বাত রোগ, গেটে বাত।

স্নায়ুবিকার, চিত্তবিকার, নিদ্রা—স্মরণ শক্তির অল্পতা, মস্তিষ্ক পীড়া জন্য আক্ষেপ, সর্ব্ববিধ আক্ষেপ রোগ যথা—মৃগী (অপস্মার) কোরিয়া ধনুষ্টঙ্কার, চোয়াল ধরা, দুঃস্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গ, জৃম্ভন।

জ্বর—সবিরাম জ্বরে হস্ত পদে খাল ধরা। পিত্ত জ্বর। অতি শয় ধর্ম্ম।

ত্বক—দাহ যুক্ত ব্রণাদি, ত্বগ্‌রোগ।

বিধান বিকার—স্নায়ু বিকৃতি জনিত বেদনা, আক্ষেপ।

হ্রাস বৃদ্ধি—বাম দিক্ অপেক্ষা দক্ষিণ দিকে বেদনার বৃদ্ধি। শৈত্য বা হস্ত স্পর্শে বৃদ্ধি। উষ্ণতায় ও চাপনে ও ঘর্ষণে উপশম।

প্রয়োগ—নিম্ন ও মধ্য শক্তি ব্যবস্থেয়। কোন কোন চিকিৎসকের মতে উচ্চ শক্তি শূল রোগে প্রয়োজ্য। উষ্ণ জল সহ প্রয়োগে আশু উপকার হয়।

NATRUM—MURIATICUM N M

নেট্রম মিউরিয়েটিকম্। এন্ এম্,

নেট্রম মিউরিয়েটীকম্ (অণু পরিমাণে) সর্ব্বদেহে সম ভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়া জলীয়াংশও যথা নিয়মে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে জলাংশের তারতম্য হয়। অর্থাৎ দেহের কোনস্থলে অপারমিত জল সঞ্চয়, কোথায় বা শুষ্ক হইয়া যায় নিম্নে সে সব লক্ষণ উক্ত হইবে, তৎসঙ্গে কয়েকটী প্রধান লক্ষণের অন্যতম বর্ত্তমানথাকিলে নেট্রম্ মিউরিয়েটিকম মাত্রা মত প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রধান লক্ষণ, যথা মুখ দিয়া লালাস্রাব, অশ্রুপাত, জলবৎ স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমন, জিহ্বা নির্ম্মল, সরস, সবুদ্বুদ বা ফেণাযুক্ত, বা ঈষৎ স্ফীত-প্রসস্ত। অতিরিক্ত কুইনাইন বা লবণ-সেবন-জনিত অসুখ, দেহ শীর্ণ, যকৃৎ বা প্লীহা রোগের পুরাতনাবস্থা এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান স্থল।

অবয়ব ও ক্রিয়াগত লক্ষণ।

মস্তক—সফেণ জলবৎ বমন বা অশ্রুপাত সহ শিরঃপীড়া, মস্তকস্থ ত্বগ্‌রোগ, ঋতুকালে শিরঃপীড়া, মাথা জ্বালা রৌদ্র লাগা।

চক্ষু—স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা জলস্রাবী চক্ষু প্রদাহ, অশ্রুপাত, অল্প দৃষ্টি।

কর্ণ—কর্ণস্রাব, কর্ণনাদ।

নাসিকা—প্রতিশ্যায (জলস্রাব) দীর্ঘকালব্যাপী সর্দ্দি, রক্তস্রাব।

মুখ,গলদেশ—লালাস্রাবী মুখক্ষত, ওষ্ঠ পার্শ্বে ব্রণ, জিহ্বা সজল নির্ম্মল বা ফেণাযুক্ত, রক্তহীনের ন্যায় বিবর্ণ, লালা নিঃসরণ, ডিপথিরিয়া রোগ যখন রোগীর মুখ স্ফীত, লালপতন, অশ্রুপতন, জল বমন ও তন্দ্রা দৃষ্ট হয়।

কর্ণমূল।—গলক্ষত (উক্ত লক্ষণ সহ) লালা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

পাকযন্ত্র।—মুখ দিয়া জল উঠা, আহারের পর বুকজ্বালা, জলবৎ বমন, অজীর্ণতা, পেট ভার বোধ, হিক্কা।

উদর,রেচনাদি।—জলবৎ ফেণাযুক্ত ভেদ, কখন তরল মল কখন মল বদ্ধ, অর্শ রোগীর মল বদ্ধ। অর্শ রোগ, মলদ্বারে জ্বালা, সূচী বেধের ন্যায় বেদনা, অন্ত্রের শুষ্কতা জন্য কঠিন মল, (প্রধান লক্ষণ সহ)

মূত্র, জননেন্দ্রিয়।—মূত্রাধিক্য, রক্তস্রাব জ্বালাযুক্ত, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা ক্ষরণ, জ্বালাসহ প্রমেহ, উপদংশ। কামাধিক্য, কোষে জল সঞ্চয়। স্ত্রী পীড়া।—তরল রক্তস্রাব, বা শ্বেত নির্গমন, (জ্বালা সহ) ঋতুকালে শিরঃপীড়া বা বিষণ্ণতা।

শ্বাসযন্ত্র।—অভিনব বা পুরাতন বক্ষঃপীড়া, স্বচ্ছ জলবৎ, সফেণ শ্লেষ্মা উঠা, বুকে ঘড় ঘড় শব্দ, কষ্টজনক কাসি, শীতকালের কাসি, শ্বাস-কাস, হুপ কাস, নিউমোনিয়া, প্লুরাইটিস্ স্বর ভঙ্গ, (প্রধান লক্ষণ সহ)

হৃৎপিণ্ড,শিরাদি।—হৃৎকম্পন (বিষণ্ণতা সহ) নাড়ি দ্রুত ও ক্ষণ-লুপ্ত।

হস্তপদ পৃষ্ঠাদি।—পুরাতন গ্রন্থিবাত, পৃষ্ঠ বেদনা, গ্রন্থি-স্ফীত, গ্রীবাদেশ শুষ্ক পেশী (গলা সরু বালকের)

চিত্ত, স্নায়ুবিকার।—বিমর্ষ ভাব, প্রলাপ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা, পানোন্মাদ, স্পর্শানুভবের লাঘব, স্নায়ু বেদনা।

নিদ্রা।—নিদ্রাল্পতা, তন্দ্রা।

ত্বক্।—বিবিধ ত্বগ রোগ, ব্রণাদি যাহাতে স্বচ্ছ জলবৎ স্রাবণ হইয়া থাকে। কীটাদি দংশন জন্য বেদনা। আমবাত (শীত পিত্ত)।

জ্বর।—সান্নিপাতিক জ্বর, প্রলাপ তন্দ্রা, চক্ষু মুখ দিয়া জলস্রাব। ক্ষয় জ্বরে প্রভূত নিশিঘর্ম্ম। সবিরাম জ্বর, পূর্ব্বাহ্ণে ১০ টা ১২টা পর্য্যন্ত জ্বর আসিবার কাল। প্রথম শীত পরে শিরঃপীড়া পিপাসা। ঠোঁটের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত অসুখ। পুরাতন যকৃৎ ও প্লীহারোগ জন্য শীর্ণ-দেহ ও রক্তাল্পতা, শোথাদি।

বিধান বিকার।—রক্তের জলীয়াংশের আধিক্য বশতঃ ত্বগভ্য-স্তরে শোথ, মুখ পাংশু বা পাণ্ডুবর্ণ, শ্লৈষ্মিকঝিল্লির শুষ্কতা, রস গ্রন্থি বা ঔদরিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। স্বচ্ছ জলবৎ স্রাবণ।

হ্রাস বৃদ্ধি।—শীতল বায়ু সেবন, সমুদ্রতট বা প্রাতে পীড়ার বৃদ্ধি। প্রস্রাবের পর জ্বালা বোধ। কঠিন শয্যায় শয়নে পৃষ্ঠ বেদনার উপশম।

প্রয়োগ।—মধ্য ও উচ্চশক্তিই অধিকতর ফলপ্রদ, কীটাদি দংশনে স্থানিক প্রয়োগ ব্যবস্থেয়।

NATRUM PHOSPHORICUM, N P

নেট্রম ফস্ফরিকম (এন পি)

এই লবণ স্নায়ু, পেশী, রক্ত ও মস্তিষ্কাদিতে আংশিক রূপে বিদ্যমান আছে। লাক্‌টিক এসিড্ বা অম্লরস বিশেষের সহিত ইহার রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। এজন্য যে কোন পীড়া হউক বমন, উদ্গার বা রেচনে অম্লগন্ধ ও জিহ্বায় অম্লাস্বাদ অনুভূত হইলে এই ঔষধ মহোপকারী। অপিচ জিহ্বামূল স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বা দুগ্ধ সরের ন্যায় ক্লেদযুক্ত বা ক্রিমির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এইটিই প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

অবয়ব ও ক্রিয়াগত লক্ষণ।

মস্তক—শিরোঘূর্ণন বা বহুবিধ শিরঃপীড়া (পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত)

চক্ষুঃ—চক্ষুঃপীড়া (স্বর্ণ বর্ণ বা সরের ন্যায় ক্লেদ নিঃস্রবণ সহ)

কর্ণ—পূর্ব্বোক্ত প্রধান লক্ষণ সহ কর্ণ রোগ।

নাসিকা—নাসা কণ্ডুয়ন (ক্রিমির লক্ষণ)

মুখ—পীতাদি ক্লেদাবরণ, দন্তকিট্‌মিটি।

পাকযন্ত্র—অম্ল বমন বা উদ্গার, আধ্মান, আহারের পর পেটে বেদনা (শূল) বালকের বমন, দধির ন্যায় দুধ তোলা।

উদর, রেচনাদি—অম্ল জনিত শূল, শিশুদের উদরাময়, মলে

অম্লগন্ধ, সবুজ বর্ণ, কখন কখন ছোট ক্রিমিযুক্ত, কখন বা পিত্তহীন সাদা মল, সর্ব্ববিধ ক্রিমি রোগ (প্রধান ঔষধ)

মূত্র, জননেন্দ্রিয়—মূত্রাধিক্য, মুহুর্মুহু প্রস্রাবেচ্ছা, বহুমূত্র, শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষ।

স্ত্রী পীড়া—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র, পীত বা সরের ন্যায় শ্লেষ্মাক্ষরণ (কখন অম্ল গন্ধযুক্ত)

শ্বাসযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড—অম্লাদি লক্ষণযুক্ত কাসরোগ, দীর্ঘশ্বাসে বা চাপিলে বক্ষে বেদনা। হৃৎস্পন্দন।

হস্ত, পদ, পৃষ্ঠাদি—শ্রান্তি বোধ, সন্ধিবাত।

মনোবিকার স্নায়ুবিকার—সর্ব্বদা ব্যাকুলতা, ক্রিমি জন্য স্নায়ব আকুঞ্চন, পেট খালি বোধ।

নিদ্রা—নিদ্রাল্পতা, স্বপ্নদোষ।

ত্বক—পীতবর্ণ রসাদি ক্ষরণশীল বিবিধ চর্ম্ম রোগ।

জ্বর—ক্রিমি বা অম্ল বমনাদি লক্ষণযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বর, অপরাহ্নে উষ্ণ বোধ।

হ্রাস বৃদ্ধি—আর্ত্তব পীড়ার প্রাতঃ সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

প্রয়োগ—মধ্য ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য। নিম্ন শক্তিতে বেশ ফল দেখা গিয়াছে।

NATRUM—SULPHURICUM N S

নেট্রম সল্‌ফিউরিকম এন এস

এই পার্থিব লবণ, কোষাভ্যন্তরস্থ জলীয়াংশের একটি উপাদান। দেহ মধ্যে জলীয়াংশের আধিক্য হইলে অক্সিজেন

প্রবেশের ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য শোথাদি নানা রোগে এন্‌-এস ব্যবহৃত হয়। পিত্তাধিক্য জন্য মুখে তিক্তাস্বাদ, মাথা জ্বালা জিহ্বা পীত বা ঈষৎ সবজ বর্ণ ক্লেদাবৃত, পিত্ত বমন, মল মূত্রে অতিরিক্ত পিত্ত মিশ্র। যকৃৎ পীড়া, আত্মহত্যার উদ্যম, বহুমূত্র, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি এই ঔষধের প্রয়োগস্থল।

অবয়ব ও ক্রিয়াগত লক্ষণ।

মস্তক—মস্তিষ্কে আঘাত জনিত প্রলাপাদি, মানসিক পীড়া, মস্তকোপরি ধকধকিয়া বেদনা বা জ্বালা। পিত্তাধিক্য লক্ষণ সহ শিরঃপীড়া। মস্তকের পশ্চাদ্দিগ বা পার্শ্বে বেদনা শিরোঘূর্ণন।

চক্ষুঃ—চক্ষু পীতবর্ণ, জ্বালাযুক্ত, প্রাতে সবজবর্ণ ক্লেদে চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া। ঐ লক্ষণ সহ পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ।

কর্ণ—চিড়িক্ মারণ, আর্দ্র বায়ুতে কর্ণ রোগের বৃদ্ধি।

নাসিকা—হরিদ্ বর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন, উপদংশ ঘটিত নাসা রোগ। ঋতুকালে নাক দিয়া রক্তপাত।

মুখ, দন্ত, গলদেশ—মুখ পাণ্ডুর বা পীতবর্ণ, তিক্তাস্বাদ বা দুর্গন্ধ ক্লেদযুক্ত। জিহ্বা মলিন, সবুজ ক্লেদযুক্ত। দন্তশূল শৈত্য প্রয়োগে উপশম, গলাদিয়া লবণাক্ত শ্লেষ্মা ক্ষরণ। ডিপথিরিয়া রোগ (পিত্ত বমন সহ) গল ক্ষত, আটার ন্যায় যেন কি একটা ঢেলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

পাকযন্ত্র—নিয়ত বমনেচ্ছা, পিত্ত বমন, আধ্মান, বুক জ্বালা অম্লোদগার বায়ুশূল (জিহ্বা লক্ষণ সহ)

উদর, রেচনাদি—যকৃৎ বিবৃদ্ধি, স্পার্শলে বেদনা বোধ, আধ্মান পিত্তশূল শিশশূল, কাল্‌চে, সবুজ পীত বর্ণের বাহ্যে। প্রাতে তরল মলত্যাগ (প্রধান লক্ষণাক্রান্ত)

মূত্র, জননেন্দ্রিয়—মধ্যে পিত্তাধিক্য বা ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় পদার্থ, ক্ষুদ্রাশ্মরী কখন কখন পূয দৃষ্ট হওয়া। মূত্রাধিক্য। বহুমূত্র রোগ। প্রমেহ, সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মাস্রবণ, উপদংশ সম্ভূত আঁচিল, মুদা (জননেন্দ্রিয়ে) স্থা পীড়।—জননেন্দ্রিয় স্ফীত ও ব্রণযুক্ত ঋতুকালে নাক দিয়া রক্তস্রাব। বেদনাযুক্ত অতিরিক্ত রজোনিঃসরণ। গর্ভাবস্থায় পিত্ত বমন।

শ্বাসযন্ত্র—বুকে খুঁচুনি বেদনা চাপ দিলে উপশম বোধ, কাসিতে কাসিতে সবুজ, কখন গাঢ় আটার ন্যায় কখন বা পূয়ের ন্যায় শ্লেষ্মা উঠা, রোগী বুক চাপিয়া কাসে। আর্দ্র বায়ুতে বা প্রাতে কাসির বৃদ্ধি, শ্বাস রোগ। বুক ঘড় ঘড়ানি।

হস্তপদ পৃষ্ঠাদি—বাত বেদনা, পদাদেশে জ্বালা বা শোথ। গাউট বাত। হস্ত কম্পন। মেরুদণ্ডের বা সার্বেটিক স্নায়ুশূল।

মনোবিকার—মস্তিষ্কে আঘাত জন্য মানসিক অস্বাস্থ্য, আত্মহত্যার চেষ্টা, প্রলাপ, শান্ত বোধ।

স্নায়ুবিকার—কম্পন, কোরিয়া রোগ।

নিদ্রা—পিত্তাধিক্য জন্য নিদ্রালুতা।

ত্বক—আঁচিল (বুক মুখ, গুহ্য স্থানাদিতে) পাণ্ডুর বর্ণ, নাড়ি ব্রণ (নালি ঘা)

বিধান বিকার—শোথ। পীত বা জলবৎ স্রাবণ। রক্তে জলীয়াংশের আধিক্য বা পূয মিশ্রন, ক্ষয় রোগ।

হ্রাস বৃদ্ধি—আর্দ্র বায়ু সেবন বা আদ্র স্থানে বাসে পীড়ার বৃদ্ধি।

প্রয়োগ—মধ্যশক্তি বা নিম্নশক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কোন কোন রোগে উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

SILICEA. SIL

সাইলিসিয়া—সিল

সাইলিসিয়া পদার্থ সংযোজী-সূত্রের (Connectivetissue) প্রধান উপাদান। সুতরাং এই লাবণিক পদার্থের ন্যূনতা হইলে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ত্বক্, অস্থি, সন্ধি, গ্রন্থি, আদির নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ত্বগাদি স্ফীত হইয়া পরে পূযোৎপত্তি হয়। কোন স্থানে পূযোৎপত্তি হইলে সাইলিসিয়াই উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানা গিয়াছে তবে C S ও পূযোৎপত্তির ঔষধ বটে। এই দুই ঔষধের লক্ষণগত পার্থক্য এই, যে স্থানে স্ফোটক ও ক্ষতাদির পার্শ্ব ঈষৎ স্ফীত ও কঠিন থাকে (Infiltration) তাহাতে সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিলে রস নিস্থত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হয়। আর ক্ষতের পার্শ্বে স্ফীততা নাই অথচ নিরন্তর পূয ক্ষরিত হইতেছে সে স্থলে C S সেবনে একেবারে ক্ষত শুষ্ক হয়। বহুবিধ আভ্যন্তরিক ক্ষত রোগে Sil ও C S সমকালে পর পর সেবন করাইতে হয়।

গ্রন্থি, চর্ম্ম, শ্লেষ্মা-ঝিল্লি, অস্থি, সন্ধি প্রভৃতির সামান্য বা নালিক্ষতে Sil মহৌষধ। অপিচ সম্পোষণ ক্রিয়ার ন্যূনতা জনিত দেহ

শীর্ণ হওয়া বা স্নায়বিক উগ্রতা দৃষ্ট হইলে Sil প্রয়োগ করিতে হয়।

অবয়ব বা ক্রিয়াগত লক্ষণ

মস্তক—মস্তকে ক্ষত, দৌর্ব্বল্য জন্য শিরোবেদনা, মাথায় শীতল ঘর্ম্ম। স্নায়বিক শিরঃপীড়া, আলোক, শব্দ শ্রবণ বা পঠনাদিতে বেদনার বৃদ্ধি। মাথার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনার আধিক্য, কপালাস্থির অসম্পূর্ণ যোজনা (শিশুদের)

চক্ষু—চক্ষুর ক্ষত, চক্ষুর পার্শ্বে নালিঘা, ছানি রোগ, দৃষ্টি শক্তির ব্যতিক্রম সম্মুখে যেন পোকা উড়িতেছে বা পাঠকালে যেন অক্ষরগুলি একত্রে মিশিতেছে।

কর্ণ—কর্ণনাদ, সপূয় কর্ণপ্রদাহ, উচ্চ শব্দ শ্রবণে ক্লেশানুভব কর্ণক্ষত জন্য বধিরতা।

নাসিকা—দীর্ঘকালস্থায়ী প্রতিশ্যায়, নাসা কণ্ডুয়ন। পিনস রোগ, নাসাস্থির পীড়া। নাসাগ্র রক্তবর্ণ।

মুখ, দন্ত, গলদেশ—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, স্থানিক ব্যাপনশীল ক্ষত, দন্তমাড়ি ক্ষতযুক্ত, দন্তশূল (রাত্রে বৃদ্ধি) দাঁত উঠিতে বিলম্ব। সর্ব্ববিধ গলক্ষত। তালুদেশে অসাড়তা।

পাকযন্ত্র—অনৈসর্গিক ক্ষুধা, পুরাতন অজীর্ণ রোগ, অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা শীতবোধ (N P সহ) শিশু স্তন্যপান করিলে বমি করে। আহারের পূর্ব্বে বমন।

উদর, রেচনাদি—মলবদ্ধতা। গুহ্য পেশীর দৌর্ব্বল্য জন্য মল কিয়দংশ বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ভিতরে যায়। তৎকালে মাথায় শীতল ঘর্ম্মোৎপত্তি হয়। দুর্গন্ধ তরল মল ক্ষরণ (শিশুদের)

উদর বড় হওয়া। মলদ্বারে পূযোৎপত্তি, ভগন্দর। অতিশয় বেদনাযুক্ত অর্শ। ক্রিমি বা তজ্জন্য শূল।

মূত্র, জননেন্দ্রিয়—ক্রিমি বা হিষ্টিরিয়াদি পীড়া জন্য মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবেচ্ছা মূত্রগ্রন্থির পুরাতন পীড়া জন্য শ্লেষ্মা ও পূয়যুক্ত মূত্র নিঃসরণ, কখন বা মূত্রে ইউরিক এসিড বা বালুকার ন্যায় পদার্থ দর্শন। সপূয উপদংশ ও প্রমেহ রোগ। কোষে জল সঞ্চয় (একশিরা)। কোষ কণ্ডূয়ন বা রস ক্ষরণ। স্বপ্নদোষ। স্ত্রীপীড়া। কামাধিক্য। বেশী রজঃস্রাব, জরায়ু হইতে সপূয শ্লেষ্মা নির্গমন। বন্ধ্যাদোষ, অত্যধিক রজঃক্ষরণ, স্তনের ক্ষির-গ্রন্থির প্রদাহ (K M ব্যবহারের পর) স্তনের ক্ষত।

শ্বাসযন্ত্র—স্বরভঙ্গ, ক্ষয় রোগে সপূয শ্লেষ্মা বা কেবল পূয নির্গমন। উক্ত পূয় বা সবুজ বা হরিদ্রা, গাঢ়, দুর্গন্ধ যুক্ত। কাস রোগে নিশি ঘর্ম্ম।

হৃৎপিণ্ড—পুরাতন হৃদ্রোগ, হৃৎকম্পন।

হস্তপদ, পৃষ্ঠাদি—পৃষ্ঠব্রণ, সোযাস পেশীতে স্ফোটক, মেরুদণ্ডের বিকৃতি। উরুসন্ধি বা জানুসন্ধিতে পূযোৎপত্তি। আঙ্গুল হাড়া, হস্তপদে অতিশয় ঘর্ম্ম। নখ রোগ। লিখিতে লিখিতে হাতে খাল ধরা, হাত পা অবশ হওয়া।

স্নায়বিক লক্ষণ—সমকালে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও উগ্রতা। অপস্মার রোগের আক্রমণ কালে যেন পেট হইতে কি উঠিতেছে। হস্তপদের কম্পন।

নিদ্রা—নিদ্রাবস্থায় বকা ও হস্তপদ চালনা। দুঃস্বপ্ন।

জ্বর—পূযোৎপত্তি জন্য ক্ষয়-জ্বর। অপরাহ্ন বা রাত্রে জ্বর ও

স্নায়ুর-পোষক, রক্ত-বিশোধক পদার্থ আছে বলিয়া উহা এত গুণকারী। রোগীদের পথ্য মধ্যে যে আটার রুটির কথা বলা হইয়াছে সে এই জাতীয় আটা জানিবেন। এই আটার দুগ্ধযোগে পায়সও সুপথ্য।

৫ সাগুদানা। এদেশীয় দ্রব্য না হইলেও আজকাল ইহার বিলক্ষণ প্রচলন হইয়াছে। জ্বর ও অজীর্ণাদি রোগে লেবুর রস, দুগ্ধ ও শর্করাসহ পানে লঘু ভোজন হয়। আবাব বেশী দুগ্ধ, কিস্‌মিস্ বাদাম, পেস্তা তৎসঙ্গে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচ দিয়া পাক করিলে সুস্থ ব্যক্তিব ও উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

৬ এরারুট। সাগুদানা বা বার্লির ন্যায় পাক করিয়া সেবনীয়। মলতারল্য থাকিলে এরারুট সুপথ্য।

৭ তরকারী। গোল আলু, লাল আলু, চুপড়ি আলু, মান-কচু, ওল, মূলক, পটল,ডুমুর, দেশী কুষ্মাণ্ড, নানা জাতীয় কোপি, পালং, চাঁপা নটিয়া, পলতা, কলম্বি শুষুনী, হেলঞ্চ শাক খাইতে দোষ নাই, তবে লঙ্কা মরিচ পলাণ্ডু রসুনাদি গরম মশলা ও অধিক মাত্রায় তৈল ঘৃতাদিতে পাক করিলে অবশ্যই রোগীর পক্ষে অনিষ্টপ্রদ হইয়া পড়ে। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে তরকারী শুভদ নহে।

৮ ফল। বিল্ব, পিয়ারা, আতা, নারিকেল, পেঁপে, কদলী, কাঁঠাল প্রভৃতি অস্মদ্দেশীয় সাময়িক ফল আহার করা নৈসর্গিক কার্য্য। তদ্দ্বারা হৃদ্রোগ, স্নায়বিক পীড়া, অর্শ কোষ্ঠাশ্রয় উপশমিত হয়।

৯ কল্মায়। মুগ, চণক, ব্রীহি, অরহর কথন বা মসূর, ঘৃত

সংযোগে অল্প মসলায় পাক করিয়া আহার করিলে দেহের পুষ্টি-সাধন হয়। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কুপথ্য।

২। পান।

নাসিকা পথে প্রশ্বাসে বাষ্পরূপে, ত্বক্ দিয়া ঘর্ম্মরূপে ও মূত্র, নিষ্ঠিবনাদিতে দেহের জলীয়াংশ ক্ষয়িত হইতেছে, তজ্জন্য অল্পাধিক পানীয়ের প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জলই জীবের প্রকৃতি-প্রদত্ত পানীয়। সুরা, চা, কাফি অনৈসর্গিক পেয়। জল পবিত্রকারী শান্তিপ্রদ ও স্বাস্থ্য বিধায়ক সুতরাং জীবনপ্রদ, তজ্জন্যই জলের অন্যতম নাম জীবন। নানা রূপে দৈহিক রসক্ষয় নিবন্ধন পিপাসা হইলে অল্প অল্প পরিমাণে জল পান করা বিহিত। শূন্যো-দরে এক কালে অধিক জল পান করিলে, পাচক রস (গ্যাষ্ট্রীক্ জুস) তরলীভূত হয়, তাহাতে আহার পরিপাকে বিলম্ব হয়। ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে বিলম্ব হইলে উদরাভ্যন্তরে উৎসেচন ও তজ্জন্য বায়ু সঞ্চয়, উদ্গার, শূল, বমনেচ্ছা ও বমনও হইয়া থাকে। সেই জন্য অল্প পরিমাণে জল পান করাই কর্ত্তব্য।

পাকাশয়ে দূষিত পদার্থ বর্ত্তমানে বমনেচ্ছা হইলে উষ্ণ জল পান করিয়া বমন করিবে। জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্মোৎপাদনের প্রয়োজন হইলে সহনীয় উষ্ণ জল বারম্বার পান করিলে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। অন্যদা শীতল জলই সুপেয়।

কলিকাতায়, কলের জল সুনির্ম্মল, কিন্তু পল্লিগ্রামে আজকাল সংস্কারাভাবে সকল পুষ্করিণীর জল বিশুদ্ধ নহে, তজ্জন্য সেই জল, নির্ধূম অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া বস্ত্র পূত ও শীতল করিয়া পান

করা বিহিত। স্ফুটিত জলে বিষ পদার্থ থাকিতে পারে না। কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া জল পান করিলে দোষ নাই।

বৈদ্যক গ্রন্থে বলা আছে, "অজীর্ণে ভেষজং বারি, জীর্ণে বারি বলপ্রদং" কিন্তু কেবল অজীর্ণ নহে জলের সাহায্যে সকল পীড়াই আরোগ্য হইতে পারে। বিধিমত জল প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। এই অধ্যায়েই কতকগুলী জল প্রয়োগ-প্রণালী লিখিত হইয়াছে। পাঠক মহাশয়গণ বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

৩। বায়ু সেবন।

বায়ুর অন্যতম নাম জগৎপ্রাণ। ভোজন-পান ব্যতীত জীবগণ বহুক্ষণ প্রাণ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু বায়ু গ্রহণ না করিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণ-বিয়োগ হয়। জিতপ্রাণ যোগীদের কথা প্রসঙ্গাতীত।

নিশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণের আবশ্যকতা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। হৃৎকোষের বাম গহ্বর হইতে বিশুদ্ধ রক্ত ধমনী দিয়া দেহস্থ ছোট বড় যাবতীয় যন্ত্রে নীত হইলে সকলের ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ঐ রক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবার পর উহা দগ্ধ-পদার্থ, অঙ্গার (কার্ব্বন) মিশ্র, মলিন ভাবে শিরা দিয়া পুনরায় বিশুদ্ধি লাভ জন্য প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ গহ্বরে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। তথা হইতে সেইরূপ অবিশুদ্ধাবস্থায় ফুস্ফুসে নীত হইলে, নিশ্বাস-গৃহীত বহির্বায়ুর অক্সিজেন সংস্পর্শে পূর্ব্বোক্ত ফুস্ফুস-গত মলিন রক্ত লালবর্ণ অর্থাৎ পরিশুদ্ধ

হয় ও প্রশ্বাসে বিষবৎ কার্ব্বন বায়ু বহির্গত হয়। বহির্বায়ুতে যে শতকরা ১৯ অংশ অক্‌সিজেন আছে উহাই রক্ত পরিশোধক। বলা বাহুল্য অবিশুদ্ধ কার্ব্বনমিশ্র শোণিতই সর্ব্বরোগের নিদান স্বরূপ। অবিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণে রক্ত অধিকতর দূষিত হয়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে হইলে পশ্চাদুক্ত কএকটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। যথা—

দুর্গন্ধময় স্থানে থাকিবে না। লোকাকীর্ণ আবদ্ধ গৃহে পারত্যক্ত কারন বায়ু পূরিত হয় তজ্জন্য সুস্থ বা রোগীর শয়ন গৃহের দ্বার বা গবাক্ষ মুক্ত রাখিবে। শীত কালেও অন্ততঃ ২।৪ অঙ্গুলী ফাঁক রাখিবে, লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিবে না। মোটা কাপড়ের মসারি ব্যবহার করিবে না।

৪, ব্যায়াম—বিশ্রাম।

মানুষের দেহসঞ্চালন অতীব বিহিত। হস্তপদাদি কোন অঙ্গ সঞ্চালিত না করিয়া স্থিরভাবে রাখিলে সেই অঙ্গ অচিরে শীর্ণ, বলহীন ও বিকৃত হইয়া পড়ে। নিয়মিত দেহ সঞ্চালনে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত, ফুস্ফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য, প্রখর বেগে সর্ব্ব-অবয়বে রক্তসঞ্চলন, তজ্জন্য পাকাশয়, যকৃৎ, ও পেশী সমূহের বললাভ হইয়া সর্ব্ববিধ জড়তা ও দৈহিক অতিস্থূলতা দূরীভূত হয়। ব্যায়াম অর্থে যে কেবল মুগুর ভাঁজা, "ডন্" ফেলা প্যারালেল, হোরাইজেণ্টাল-বারে ক্রিড়া বুঝাইবে তাহা নহে। সবলে বাহিরে ভ্রমণ বা গৃহমধ্যে অবিশ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলেও ব্যায়াম করা হয়। যাহার যেমন শারীরিক বল ও অবসর কাল থাকে তিনি তদনুযায়ী ব্যায়াম করিবেন। জাগ্রৎ কালমধ্যে

আমাদের উষ্ণ দেশে, প্রত্যহ অন্ততঃ ৫।৬ ঘণ্টা কাল (নিযত না হউক,) সর্ব্বদেহ পরিচালন করিলে উপরোক্ত ব্যাযামের ফল লাভ হয। গৃহাপেক্ষা প্রান্তরে ভ্রমণে ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ বাযু সেবন উভয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। ডাঃ এলিনসন নিজে প্রতিদিন ৬ ক্রোশের অধিক পথ ভ্রমণ কবিয়া থাকেন।

যখন অতিরিক্ত শ্রমহেতু দেহ ক্লিষ্ট হয়, তখন বিশ্রামের প্রযোজন। জ্বর, অতিসার, প্রদাহ, শিবঃপীড়া, ও শূলাদি প্রবল পীড়ায বিশ্রাম লাভ করিবে। বিশ্রামে বলহীন স্নাযুগণ পুনর্জ্জীবিত হইযা যাবদীয় যন্ত্রকে স্ব স্ব কার্য্যে সামর্থ্য প্রদান কবে। শবীব পালন ও পীড়া আরোগ্য জন্য, সময় ভেদে ব্যায়াম ও বিশ্রাম উভয়েরই সমান আবশ্যকতা।

৫, ত্বগ্ বিশুদ্ধতা।

যেমন বাযুপথ, মলপথ পরিষ্কৃত না থাকিলে দেহ ভাল থাকে না তদ্রূপ চর্ম্ম মলিন থাকিলে অনেক দোষ সংঘটিত হয।

প্রতি লোম-বিবরেব নিম্নে স্বেদ গ্রন্থি আছে। মল মূত্রেব ন্যায় ঐ সব স্বেদগ্রন্থি দিযা দেহেব পরিত্যক্ত, অবিশুদ্ধ রস ঘর্ম্মরূপে বহির্গত হয। লোমকূপ বদ্ধ থাকিলে উক্ত মলিন রস পুনঃ শোষিত হইয়া সর্ব্বদেহ বিকৃত কবিয়া ফেলে। তজ্জন্য প্রত্যহ স্নানেব প্রয়োজন। সুস্থ লোকের পক্ষে শীতল জলে স্নান বিহিত। পরন্তু স্নানের পর একটু ব্যায়াম কবা ভাল, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ত্বকের স্বাভাবিক উষ্ণতা পুনরাগত হয়, সর্দ্দি লাগে না। পীড়িতাবস্থায় প্রত্যহ দুইবার না হয় একবার গরম জলে প্রযোজ্য বাইওকেমিক ঔষধ, বা একটু শির্কা অথবা

কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল গাত্র ধৌত করিবে। রোগী বা দুর্ব্বলের পক্ষে শীতল জলে গাত্র মার্জ্জন ১ বা ২ মিনিটের অধিক কাল না হয়। সূর্য্যোদয়েই স্নান বিহিত। স্নানকালে প্রতিদিন সাবান ব্যবহার করা ভাল নহে, উহাতে দেহের স্নেহাংশ ধৌত হইয়া চর্ম্ম রুক্ষ হইয়া পড়ে। এদেশে বেশম, ময়দা বা শর্ষপ খইল দিয়া গাত্র মার্জ্জন করিলেই চলে, সাবানে অর্থ নষ্ট করা কেন? উষ্ণপ্রধান দেশে গাত্রে তৈল মর্দন করা অযুক্ত নহে, প্রত্যুত অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত। যেখানে পীড়িতাবস্থায় গাত্র ধৌত করণ জন্য সাবান ব্যবহারের বিধি বলা হইয়াছে, সে স্থলে নিষ্ঠাবান হিন্দু বা জৈনগণ তৈল, সোডা সাজিমাটিতে প্রস্তুত হিন্দু সোপ নামক পবিত্র সাবান ব্যবহার করিতে পারেন।

বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অনেক জ্বর, উদরাময় গ্রহিণী ত্বগ রোগ, যকৃৎ, প্লীহা, অর্শ, কাস প্রভৃতি পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি দিবসে ২।৩ বার করিয়া উষ্ণজলে গাত্র মার্জ্জন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

পাঠকগণ, গাত্র মার্জ্জন করিবা ত্বক্ পরিষ্কৃত করণের উপকারীতা বুঝিতে পারিলে পীড়িতাবস্থায় গাত্র ধৌত করণ জন্য জল ব্যবহারে কদাচ ভীত হইবেন না। বিধি পূর্ব্বক কার্য্য করিলে অণুমাত্রও অনিষ্ট হয় না।

৬, কদভ্যাসবর্জ্জন।

যে সব পদার্থে দেহ গঠিত না হইয়াছে, যাহার অভাবে স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, অথচ তাহার ব্যবস্থাতে ধর্ম্মের,

অর্থের, নীতির বা স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয় সেই সব পদার্থের ব্যবহারকে কদভ্যাস বলা যায়। সুরা, আফিঙ্গ, গাঁজা, সিদ্ধি, চা, কাফি, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, অসজ্জন সঙ্গ, নিষ্প্রয়োজনে অধিক রাত্রি জাগরণ ইত্যাদিতে যে আসক্তি তাহাই কদভ্যাস। শুভ-লিপ্সু, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অন্ততঃ স্বাস্থ্যের জন্যেও ক্রমশঃ কদভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন, নতুবা শত শত চেষ্টাতেও নিরাময় হইতে পারিবেন না।

সূর্য্যালোক (রৌদ্র)

বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক টিণ্ডেল বলিয়াছেন, সূর্য্যই ব্রহ্মাণ্ডস্থ তৃণ, কীট, সিন্ধু, শৈল, পশু, পক্ষী, মানবাদি-গত সর্ব্বশক্তির মূল। আর্য্য শাস্ত্র ও 'ব্রহ্মণো ভাস্যতে বিষ্ণুতেজসে" বলিয়া আদিত্য দেবকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" এই বাক্যও পুরাণে উক্ত আছে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক বাসী ডাঃ বাবিটের ক্রোমোপ্যাথি-চিকিৎসা-পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে বিধিপূর্ব্বক সূর্য্যালোক সেবন করিতে পারিলে লোকের আয়ুঃ, মেধা, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, সকলই লাভ হইতে পারে।

নিম্নে ক্রোমোপ্যাথির মত সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ডাক্তর বাবিট্ বলেন—

প্রকৃতি-নিহিত ইলেক্ট্রিসিটি (বা শৈত্য) ও থার্ম্মিজম্ (বা তাপ) এই দুই শক্তির সামঞ্জস্যে জগৎ কার্য্য পরিচালিত

হইতেছে। এই শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রমে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। মানব দেহের কার্য্যও, এই দুই শক্তির সাম্যহেতু পরিচালিত হয়, অসাম্যে পীড়া হয়। শৈত্য ও তাপের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব আছে। বরফ, শীতল জল, শীতল বায়ু স্থূল শৈত্য। ব্যাটারির পজিটিভ পোল, চুম্বকের উত্তর প্রান্ত, দেহের দক্ষিণ ও পশ্চাদ্দিগ, অম্লরস, নীলবর্ণ, এই সব সূক্ষ্ম শৈত্য। আবার অগ্নি, উষ্ণজল, উষ্ণবায়ু শরীরের বাম ও সম্মুখ দিগ, কটুরস, রক্ত ও পীতবর্ণ ইত্যাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম তাপ। কোন কোন পীড়ায় শৈত্যের ন্যূনতা, উষ্মার বৃদ্ধি, কোন কোন পীড়ায় উষ্মার ন্যূনতা শৈত্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (একের ন্যূনতায় অন্যের বৃদ্ধিই লক্ষিত হয়)।

প্রদাহ, আক্ষেপ, বেদনা, উদরাময়, প্রদরাদি স্রাবণ ক্রিয়া তাপের বৃদ্ধিতে হয়, তাহাতে শৈত্য অর্থাৎ বরফ, শীতল জল, অম্লরস আরও সূক্ষ্ম, নীল আলোক প্রয়োগ বিহিত। অবসন্নতা, রস রক্তাদির নিরোধ, শৈত্যাধিক্য জন্য হয়, তাহাতে তাপ প্রদান, কটুরস, লাল বা পীত আলোকের প্রয়োজন।

সূর্য্য-কিরণ শ্বেতবর্ণ। বিজ্ঞানে বলে, শ্বেতবর্ণ সকল বর্ণের সমষ্টি, বা সম্মিলন। শ্বেতবর্ণ রৌদ্র হইতে নীল, পীত, লোহিত বেগুনী বা সবুজ বর্ণের কাচ দিয়া অভিপ্রেত বর্ণের আলোক সংলগ্ন করিয়া পীড়ার উপশম করাই ক্রোমোপ্যাথি চিকিৎসা। উহাতে অনেক রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

যাহা হউক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ জন্য যে রৌদ্রালোক উৎকৃষ্ট উপায় তাহার সন্দেহ নাই। শিরস্ত্রান অর্থাৎ টুপি বা আর্দ্র শীতল বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া অনাবৃত দেহে সময় সময় রৌদ্রে

পদচারণ করা স্বাস্থ্য-প্রার্থীর পক্ষে বিশেষ বিহিত। তদ্দারা রক্তাল্পতা, জাড্যভাব আশু দূর হয়। ক্রমাভ্যাসবশতঃ সূর্য্যতাপ বেশী সহ্য হইলে দেহ শক্ত হয়। শীতাতপাদি সামান্য কারণে পীড়াগ্রস্ত হইতে হয় না।

প্রথমাধ্যায়ে রোগ চিকিৎসায় যে জল প্রক্রিয়ার সংখ্যা লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সব প্রক্রিয়া সংখ্যানুযায়ী বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রীতিমত জল ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক স্থলে বিনা ঔষধেও পীড়ার শমতা হইয়া থাকে, অতএব পাঠক মহাশয়গণ অগ্রে প্রক্রিয়াগুলি ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া পরে চিকিৎসায় প্রয়োগ করিবেন। রীতিমত জল চিকিৎসায় অনেক গুলি যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়, তবে সাধারণতঃ সামান্য আয়োজনেই ফলোপযোগী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যে সব প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রদ ও সচরাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে সেই সব সংখ্যাতে এই * চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

জলপ্রক্রিয়া।

১* ওএট্‌সিট্-প্যাক্। একখানা কম্বলের উপর, শীতল বা উষ্ণজলে ভিজান মোটা চাদর পাতিবে, তাহার উপর রোগীকে সম্পূর্ণ বা অৰ্দ্ধ উলঙ্গ করিয়া শয়ন করাইবে। প্রথম এক এক করিয়া ভিজা চাদর রোগীর গায়ে দুই দিগ হইতে দিবে, তাহার উপর কম্বল টানিয়া ঢাকা দিবে। মাথা কিন্তু বাহিরে থাকিবে, গলদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিবে। ভালরূপ আবৃত হইলে সর্ব্বোপরি একখানা লেপ দিয়া ঢাকিবে। গলদেশে ছোট কাপড়

দিয়া বন্ধ করিবে যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ না করে। ঐ অবস্থায় রোগী এক বা দেড় ঘণ্টা কাল থাকিবে। পিপাসা হইলে, শীতল বা উষ্ণজল অল্প অল্প পরিমাণে পান করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে ঘর্ম্ম হইলে, ব্যবস্থেয় ঔষধ বা শির্কামিশ্র অথবা শুদ্ধ গরম জলে ভিজান বস্ত্র দিয়া গাত্র মুছাইয়া পুনর্ব্বার ক্ষণকাল আবৃত রাখিবে। সর্ব্ববিধ জ্বর, প্রদাহ ও দুষ্ট রস সঞ্চয়ে মহোপকারী।

১ লাইং-অন, ওএট্‌সিট্। একখণ্ড তোয়ালে বা মোটা বস্ত্র (গ্রীবা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণের) শীতল জলে ভিজাইয়া (নিংড়ান) কম্বলের উপর পাতিয়া তাহাতে রোগী শয়ন করিলে কম্বল দিয়া আবৃত করিবে। আদ্র বস্ত্র গরম হইলে পুনর্ব্বার শীতল জলে ভিজাইয়া পূর্ব্ববৎ প্রযোগ করিবে। এক ঘণ্টার পর রোগী উঠিয়া আদ্রস্থল শুষ্ক বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া, সমর্থ হইলে কিয়ৎকাল পদ চারণ করিবে নতুবা লেপাবৃত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে, যেন ঘর্ম্ম হয়। কটিবাত, মেরুদণ্ডের পীড়া ও জ্বরাদিতে ও হিতপ্রদ।

২ * কভারিং উইথ ওএটসিট। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ন্যায়, তবে আদ্র তোয়ালের উপর শয়ন না করিয়া, উহা (ভিজা তোয়ালে) রোগীর গলদেশ হইতে তলপেট পর্য্যন্ত দিয়া ঘণ্টাধিক কাল কম্বল দিয়া ঢাকা রাখিবে। উদরাধ্মান, অজীর্ণ, জ্বর ও বক্ষঃ পীড়াদিতে ব্যবহার্য্য।

৩ * কম্প্রেস অন এবডোমেন। শির্কামিশ্র ভিজা তোয়ালে ৪ পাট করিয়া পেটের উপর রাখিয়া কম্বলাদি আচ্ছাদন করিবে, পটি গরম হইলে পুনর্ব্বার শীতল করিয়া দিবে এক

ঘণ্টার পর আর্দ্রস্থান শুষ্ক বস্ত্রে ঘর্ষণ করিবে। ঔদরিক শূল, আধ্মান ইত্যাদিতে প্রযোজ্য।

৩২ * চারি পাট ফ্লানেল উষ্ণজলে নিংড়াইয়া গরম গরম পেটের উপর রাখিয়া তদুপরি কদলী পত্র বা অইল ক্লথ চাপা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, পটী শীতল না হইতে হইতে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গরম পটী দিবে। আভ্যন্তরিক প্রদাহ, শূল ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য।

৪ কোলড় ফুট বাথ। শীতল জলে জানুসন্ধির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ১ হইতে ৩ মিনিট কাল ডুবাইবে। পরে শুষ্ক বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া পদ চারণ বা মোজা পরিধান করিবে। সুস্থ ব্যক্তির শ্রম নাশক ও নিদ্রা-কর।

৪২ ওয়ারম ফুট-বাথ। সহনীয় উষ্ণজলে ১২-১৫ মিনিট পদদ্বয় ডুবাইয়া পূর্ব্ব মত কার্য্য করিবে। দুর্ব্বল রোগীর শিরঃ বক্ষাদি উর্দ্ধাঙ্গের পীড়ায়।

৫ * হাফ্ বাথ। একটি স্নানের টব বা মাটির গামলায় রোগী বসিলে, ক্রমশঃ গরম জল রোগীর নাভিদেশ পর্য্যন্ত ঢালিবে। ঐ জলে উর্দ্ধাঙ্গ তোয়ালে দিয়া ১০।১২ মিনিট কাল ধৌত করিতে থাকিবে। তখন মস্তকে শীতল জল দিবে। পরে উঠিয়া শীঘ্র শীঘ্র গাত্র অর্দ্ধ মুঞ্চন করিয়া উষ্ণ আবরণে শয়ন করিবে (ঘর্ম্ম করণ জন্য) অথবা দ্রুত পদে ভ্রমণ করিবে। জ্বর কাস, বাত, সর্দ্দি প্রভৃতি বহুরোগে মহাফলপ্রদ।

৫২ শীতল জলে ১।২ মিনিট মাত্র ঐ মত করিলেও ফলদর্শে, তবে সবল রোগীর পক্ষে ব্যবস্থেয়।

৬ সিটিং বাথ। পূর্ব্বোক্তরূপ টবে বসিয়া দুই পা টবের

বাহিরে রাখিবে। পর—কার্য্য "৫" ন্যায়। প্রমেহ, মূত্ররোগ, জরায়ুর পীড়াতে।

৬ই উক্তরূপ গরম জলের টবে বসিবে, জল নাভিদেশ পর্য্যন্ত থাকিবে, বুক ও পৃষ্ঠে গরম, আর্দ্র ফ্লানেল ঢাকা দিয়া, একখান বড় কম্বল দিয়া টবের সহিত রোগীকে আবৃত করিবে। মাথা বাহিরে রাখিবে। ঘর্ম্ম হইলে উঠিয়া গাত্র-ঘর্ষণ, ও পদচারণ বা শয়ন করিবে।

৭। হোল বাথ্। গভীর টবে, গলদেশ পর্য্যন্ত জলে বসিয়া তৎপরে উঠিয়া গাত্র ঘর্ষণ, পদ-চারণ বা উষ্ণাবরণে শয়ন করিবে। গরম জলে ১০।১৫ মিনিট, শীতল জলে ১।২ মিনিট মাত্র।

৮। হাণ্ড বাথ্। শীতল জলে ১ মিনিট, বা গরম জলে ৮।১০ মিনিট হস্ত ডুবাইয়া পরে ঘর্ষণাদি।

৯। আই বাথ। একটা পাত্রে যথেষ্ট শীতল জল লইয়া তাহাতে মুখ, নাক, চক্ষু ও কপাল দেশ ডুবাইয়া ৪।৫ সেকেণ্ড কাল জলের ভিতর চাহিয়া থাকিবে, পরে মুখাদি মুছিবে। চক্ষুর দৌর্ব্বল্যে উপকারী।

১০* সার্ব্বাঙ্গিক ষ্টিম বা ভেপর বাথ্। একটা হাঁড়িতে অন্যূন ৫ সের ফুটন্ত জল সরা ঢাকা দিয়া রোগীর সম্মুখে রাখিবে। রোগী একটু উচ্চ চৌকিতে বসিবে। একখান বড় কম্বল বা লেপ দিয়া সম্মুখস্থ হাঁড়ির সহিত রোগীকে আচ্ছাদিত করিবে মস্তক বাহিরে থাকিবে। ভিতরের হাঁড়ির মুখের সরা ক্রমশঃ খুলিবে, উষ্ণ বাষ্প যেন আবরণের বাহির না হইয়া রোগীর গাত্রে

লাগে ১০।১২ মিনিট মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম হইবে। মাথায় শীতল জলের পটী দিবে। ঘর্ম্ম হইলে অল্পে অল্পে আবরণ খুলিয়া ঔষধ, শির্কা বা লবণ মিশ্র ঈষদুষ্ণ জলে ভিজান তোয়ালে দিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর্ম্ম মুছাইবে। পরে উষ্ণাবরণে শয়ন করিবে। জ্বর, প্রদাহ, শোথ প্রভৃতি নানা রোগে ব্যবহৃত হয়। দুর্ব্বল রোগীকে প্রতিদিন ষ্টিম দিতে হইবে না।

ষ্টিম বাথের নানারূপ সুবিধাজনক যন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, সাধারণতঃ কথিত প্রণালীতেও কার্য্য হইয়া থাকে।

১০¼ হেড্-ভেপর। ফুটিত জলের বাষ্প মস্তকে লাগাইয়া ঘর্ম্মোৎপাদন। শিরোরোগে।

১০½* ফুট-ভেপর। ঐ মত বাষ্প পদদ্বয়ে প্রয়োগ করিয়া ঘর্ম্মোৎপাদন। উদ্ধাঙ্গের পীড়া-শমনার্থ।

১০¾* আংশিক ষ্টিম। কোন প্রত্যঙ্গে শোথ বা প্রদাহাদিতে স্থানিক বাষ্প গ্রহণ। পরে আর্দ্রবস্ত্রে মুঞ্চন, আচ্ছাদন বা অন্য-রূপ ব্যবস্থেয় প্রক্রিয়া।

১১ নি সাউয়ার। গাড়ুর ন্যায় নলযুক্ত পাত্রে শীতল বা উষ্ণজল লইয়া জানুদেশে অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইতে জল প্রদান। পরে মুঞ্চন, আবরণ, ঘর্ষণ। জানুর বাত, দৌর্ব্বল্যাদিতে প্রযোজ্য। শীতল জল ১ মিনিট।

১১¼ ব্যাক্ সাউয়ার। পূর্ব্বমত পৃষ্ঠে জল প্রদান।

১১½ পূর্ব্বমত উরু, কটি ও বাহুদ্বয়ে জলপাতন।

১১¾ পূর্ব্বমত গ্রীবাদেশে জল ঢালিবে, যেন সমস্ত দেহ দিয়া জল পড়ে।

১১½ হোল্‌সাউয়ার। দুই টা নলযুক্ত পাত্রে জল লইয়া সমকালে গ্রীবা ও বক্ষে জলধারা প্রদান। অন্য পরবর্ত্তী কার্য্য "১১" ন্যায়।

১২* সার্ব্বাঙ্গিক আবলুসন। শির্কা বা ঔষধ মিশ্র জলে বস্ত্র ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জিত করণ। (শীতল জলে ২ মিনিট, গরম জলে ১০ মিনিট) পরে অল্প মুঞ্চন, আচ্ছাদন। অত্যধিক তাপ প্রশমন জন্য সামান্য বা উৎকট জ্বর ও বিবিধ পীড়ার শান্তি দায়ক।

১২½ আংশিক আবলুসন, কোন বিশেষ অঙ্গের পীড়ায় পূর্ব্বমত ধৌত করণ।

১৩* হেড্ ব্যাণ্ডেজ। এক খণ্ড ফ্লানেল বা বস্ত্রখণ্ড শীতল জলে ভিজাইয়া (নিংড়ান) মস্তকে ২।৩ পাট করিয়া দিয়া তদুপরি শুষ্ক বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিবে ভিতরের পটি গরম হইলে পুনর্ব্বার শীতল করিয়া শুষ্ক বস্ত্রে বাঁধিবে। প্রয়োজন মতে ২—৪ ঘণ্টা কাল এই মত করিবে। শিরোরোগে প্রয়োজ্য।

১৩½ নেক ব্যাণ্ডেজ। পূর্ব্বমত শীতল পটী গ্রীবা ও গলদেশ বেষ্টিত করিয়া শুষ্কবস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিবে। গলক্ষতাদিতে ব্যবহার্য্য।

১৩½ রুমাল ব্যাণ্ডেজ। দুই তিন হস্ত সম চতুষ্কোন মোটা বস্ত্র কোনাকুনি (ত্রিকোণ) ভাঁজ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া রুমালের মত পৃষ্ঠে দিয়া দুই কোণ স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষে সংলগ্ন করিবে। তখনি কম্বলের উপর চিত হইয়া শয়ন করিয়া কম্বল ও লেপ আচ্ছাদন করিবে, পরে ১ সংখ্যা প্রক্রিয়ার

মত কার্য্য করিবে। বক্ষ ও মস্তিষ্ক পীড়ায় ফলপ্রদ। তৎকালে নিম্নোক্ত ফুট ব্যাণ্ডেজ বিহিত।

১৩ক। ফুট ব্যাণ্ডেজ। দুইটা সামান্য মোজা শীতল জলে ভিজাইয়া দুই পায়ে পরিয়া তখনি আর ২টা পশমের মোজা তাহার উপর পরিধান করিবে, অভাবে শুষ্ক বস্ত্রে পদদ্বয় ভাল রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। ২।৩ ঘণ্টার পর সমস্ত খুলিয়া ঘর্ষণে পা শুষ্ক করিবে। উদ্ধাঙ্গের পীড়ায় ব্যবহার্য্য। মোজার অভাবে শুষ্ক বস্ত্রেও হইতে পারে।

১৪॥ লোয়ার ব্যাণ্ডেজ। শীতল জলে ভিজান বস্ত্র নিংড়াইয়া রোগীর কক্ষদেশ হইতে পদ সন্ধি পর্য্যন্ত ২।৩ ফের জড়াইয়া (হস্তদ্বয় বাহিরে থাকিবে) কম্বলের উপর শয়ন করাইয়া ১ সংখ্যার প্রক্রিয়া করিবে। মূত্ররোগ, বক্ষঃ ও শোথ, বাত, উদর পীড়ায় বিশেষ হিতকর। শীতকালে, শিশু, গর্ভিণী স্ত্রী, বৃদ্ধ ও অতিক্ষীণ রোগীর জন্য ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিতে হইবে।

১৪ক॥ সর্ট ব্যাণ্ডেজ। পূর্ব্ব প্রণালীর ন্যায়, তবে কক্ষ হইতে নিম্নোদর পর্য্যন্ত আর্দ্র বস্ত্র জড়াইতে হয়।

১৪খ॥ ওএট সার্ট ব্যাণ্ডেজ। একটা আর্দ্র জামা গায় দিয়া ১ সংখ্যার ন্যায় কার্য্য।

১৪গ চোথা ব্যাণ্ডেজ। একটা মোটা কাপড়ের চোথা বা চাপকান ভিজা গায়ে দিয়া ১ সংখ্যার ন্যায় প্রক্রিয়া করিবে। ক্ষীণধাতুর জ্বর, দাহ, ও বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহার্য্য।

১৫॥ জলপান। প্রথম প্রথম জল চিকিৎসায় অপরিমিত

জল পানের ব্যবস্থা ছিল। এখন সে মত পরিত্যক্ত হইযাছে। কেবল পিপাসা শান্তিকর জলপান ব্যবস্থেয়। তবে তৃষ্ণা হইলে এককালে বেশী পরিমাণে জল না খাইয়া এক এক ঢোক মাত্র মুহুর্মুহুঃ শীতল জল পান করিবে। জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্ম নিঃসারণ জন্য আবৃত দেহে উষ্ণজল বারম্বার পান করিবে। জল বেশী গরম হইলে বমন হয না। ইচ্ছামত উষ্ণজলে লেবুর রস ৪।৫ বিন্দু, শর্করা বা অল্প দুগ্ধ মিশাইয়া পান করিলে ক্ষতি নাই। উদরাময়ে উষ্ণজল ভাল নহে। আহারের সময় অধিক জল পান করা অবিহিত। আহারের অন্ততঃ ১ ঘণ্টার পর অল্প অল্প জল খাইতে পারে। রোগীর পক্ষে পরিশ্রুত অর্থাৎ চোয়ান জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদভাবে নদী বা পুষ্করিণীর জল নির্ধূম অগ্নিতে ফুটাইয়া ব্লটিং কাগজ বা মোটা বস্ত্রে ছাঁকিয়া শীতল করিয়া পান করিবে।

১৬শ ড্রিপিংসিট। একখানা মোটা চাদর জলে ভিজাইয়া, অর্দ্ধনগ্ন, দণ্ডায়মান রোগীর গাত্রে দিবে। মাথা বাহিরে থাকিবে। বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, উদরাদি সর্ব্বাঙ্গ অন্য ব্যক্তি দুই মিনিট কাল চাদরের উপর ঘর্ষণ করিবে। পরে পদদ্বয় শীতল জলে ডুবাইয়া, আর্দ্র চাদর ছাড়িয়া শুষ্ক চাদর গায়ে দিয়া তদুপরি বহুক্ষণ ঘর্ষণ করিবে। সর্ব্বাগ্রে মস্তকে শীতলজল দিবে। ইহার ক্রিয়া ক্লান্তি-নাশক, বলকারক, নিদ্রাকর, স্নায়বিক উগ্রতা-নাশক।

১৭ প্রথম উষ্ণজলে সিক্ত চাদর গায়ে দিয়া তাহার উপর, ঠাণ্ডা জলে ভিজান চাদর দিবে পশ্চাৎ-কার্য্য পূর্ব্ব ক্রিয়ার ন্যায়। জীর্ণ রোগীর পক্ষে বিহিত।

১৮ একখানা ৯ ইঞ্চ চতুষ্কোণ স্পঞ্জিওপেলিন (এক প্রকার প্রস্তুত মোটা-বস্ত্র বিশেষ) গরম জলে ভিজাইয়া (নিংড়াইয়া) পেটের উপর দিয়া তদুপরি ২ পাট ফ্লানেল দ্বারা পৃষ্ঠ সহ জড়াইয়া রাখিবে। ২ ঘণ্টার পর খুলিয়া আর্দ্রস্থল ঘর্ষণ করিয়া শুষ্ক করিবে। শূল, অজীর্ণাদিতে উপকারী।

১৮½ ঐ মত স্পঞ্জিও পেলিন পেটে দিয়া কম্বলাবরণে শয়ন করিবে। পরে ১২ প্রক্রিয়া।

১৯* ফোমেণ্টেসন। অনেকে রীতিমত ফোমেণ্টেসন করিতে জানেন না বলিয়া সব সময় আশানুরূপ ফল হয় না। ৩।৫ পাট ফ্লানেল সেলাই করিয়া একখান করিবে (ইহাকে ফোমেণ্টিংপ্যাড্ বলা যায়) এই মত ২ খানা, অত্যুষ্ণ জলে ডুবাইবে। একখানা উঠাইয়া গামছা বা তোয়ালের ভিতর দিয়া নিংড়াইবে। সহনীয় তাপ বিশিষ্ট ঐ ফ্লানেল খণ্ড ক্রমে ক্রমে পীড়িত স্থলে বসাইয়া তাহার উপর অইলক্লথ বা শুষ্ক বস্ত্র চাপা দিবে। সেখানার তাপ কিছু কম বোধ হইলেই উহা স্থানান্তরিত করিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড প্যাড্ জল হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া পীড়িত স্থলে বসাইয়া ঢাকা দিবে। এই মত ২০।৩০ মিনিট কাল ফোমেণ্ট করিবার নিয়ম।

২০ উষ্ণজল পূর্ণ ছিপি দিয়া বদ্ধমুখ, বোতল, পীড়িত স্থলে সঞ্চালন।

২১* ফোমেণ্ট পাত্র। টিন্ বা দস্তা নির্ম্মিত ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ, ৪ ইঞ্চ প্রস্থ ও ৪ ইঞ্চ গভীর শূন্যগর্ভ একটি পাত্র, উপরি ভাগে ছিদ্র থাকিবে। ঐ ছিদ্র দিয়া পাত্র গরম জলে পূর্ণ করিয়া ছিপি

দিয়া ছিদ্র আবদ্ধ করিবে। ধরিবার জন্য উপরে বা পার্শ্বে হাণ্ডেল থাকিবে। ইহাকে ফোমেণ্টিং ক্যান বলে। উদর বক্ষঃ পৃষ্ঠাদিতে তাপ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পীড়িতাঙ্গে ২।৩ পাটি আর্দ্র বস্ত্র দিয়া তাহার উপর ইহাকে বসাইবে বা সঞ্চালন করিবে। ইহার অভাবে চতুষ্কোণ বড় বোতলেও কার্য্য হইতে পারে।

২২* পিচকারী। শির্কা, লবণ, সাবান, বা প্রযোজ্য ঔষধ মিশ্রিত যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ জল, পিচকারী দ্বারা মলদ্বার দিয়া উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। উদর স্ফীত হইলেই ক্ষান্ত হইবে। ৪।৫ মিনিট পরে পিচকারী খুলিয়া লইবে। শূন্যোদরে পিচকারী দেওয়া বিহিত। ইহাতে জোলাপের ন্যায় কোন রূপ অনিষ্টাশঙ্কা নাই।

২৩ শীতলজলে তোয়ালে ভিজাইয়া গা মুছাইয়া, শুষ্ক চাদর গায়ে দিয়া তদুপরি ঘর্ষণ, পরে দাঁড়াইয়া পেটের উপর ৩।৪ মিনিট আর্দ্র হস্তে মর্দ্দন।

২৪ চারি পাঁচ মিনিট কাল মষ্টার্ডযুক্ত গরম জলে পদদ্বয় রাখিবে, কম্বলাচ্ছাদনে শয়ন, পেটের উপর ফোমেণ্টিং ক্যান (২১) ধারণ, শীতল জল পান, গরম মোজা পরিধান। ইহার প্রয়োগ স্থল, প্রথমাধ্যায়ের অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে।

২৫ একটা টবে সাবান মিশ্র ৮০ ডিগ্রির জলে ৩।৪ মিনিট বসিবে। উঠিয়া ঈষদুষ্ণ জলে গা ধুইয়া কম্বলাবরণে শয়ন করিবে। বিবিধ চর্ম্মরোগে প্রযোজ্য।

২৬ ৯+৭ ইঞ্চ স্পঞ্জিওপেলিন পেটের উপর দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে।

২৭ শয়ন করিয়া লঙ্কা মিশ্রিত ভুসি বা রুটির পুলটিস পেটের উপর দিবে, ঐরূপ কিড্‌নি (মূত্রাশয়, কটির দুই পার্শ্বে) ও গ্রীবায় দিয়া ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিবে। জ্বালা বোধ হইলে খুলিয়া ভিজা বস্ত্রে মুছিবে। গা গরম বস্ত্রে আবৃত রাখিবে।

২৮* বডি ব্যাণ্ডেজ। কক্ষ হইতে নিম্নোদর পর্য্যন্ত পরিমাণে চৌড়া ও বুকপিট ২ বার বেষ্টন-যোগ্য দীর্ঘ একখণ্ড ফ্লানেল লইবে। আর একখণ্ড সূত্র বস্ত্র ২।৩ পাট করিয়া শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে ভিজাইয়া পেটের উপর বসাইয়া দিবে। তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত ফ্লানেল দিয়া পেট বুক ঢাকিয়া, ২ ফের বেষ্টন করিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। এই বডি-ব্যাণ্ডেজ, সকল রোগের দৌর্ব্বল্যাবস্থায় প্রযুক্ত হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখা যায়। আভ্যন্তরিক প্রদাহ-রোগে মধ্যে মধ্যে নীচের আর্দ্র পটি পরিবর্ত্তন করিবে। বডি ব্যাণ্ডেজ ধারণে স্নায়ুর বলাধান হয়, তজ্জন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্র যথা ফুস্ফুস, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, মূত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতির ক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অথচ সুরাসার বা অন্যবিধ উত্তেজক ঔষধাদির ন্যায় অনিষ্টপ্রদ নহে। কখন কখন বডি-ব্যাণ্ডেজ ব্যবহারে চর্ম্মোপরি ব্রণ বহিষ্কৃত হইতে দেখা যায়। উহাতে ভিতরের দোষ বাহির করিয়া দেয়। গ্রীষ্মকালে ইহার ব্যবহারে যদি অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয় তবে মধ্যে মধ্যে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া শীতল বা উষ্ণ জলে, আবৃত স্থল ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার জড়াইয়া রাখিবে।

২৮½ * উপরোক্ত বডি ব্যাণ্ডেজ পীড়া ভেদে, বক্ষঃ কটিদেশ, জরায়ু প্রভৃতি স্থান অগ্রে আর্দ্র পটি দিয়া তাহার উপর ফ্লানেল বেষ্টন করিবে।

২৭ৡ * বড়ি ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগে চর্ম্মোপরি ব্রণ বা রসস্রাবী ক্ষত হইলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ঘা ধুইয়া তাহাতে ভিজা পটী দিবে, এক হারা ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিবে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ঘা জল ধৌত করিয়া পূর্ব্বমত কার্য্য করিবে। উক্তরূপ ব্রণাদি শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

২৯ * গ্রীবা হইতে নীচে মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, ও ৩।৪ অঙ্গুলী প্রশস্ত মোটা কাগজের উপর মষ্টার্ড প্লাষ্টার মত করিয়া সমস্ত মেরুদণ্ডের উপর বসাইবে। তাহার উপর মলমল বস্ত্র দিয়া দেহ বেষ্টন করিবে। পেটের উপর মাষ্টার্ডের পটী দিবে, রোগী কম্বলাবৃত হইয়া শয়ন করিবে। জ্বালা বোধ হইবা মাত্র পটী খুলিয়া ভিজা ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া ফেলিবে। যেন ফোস্কা না হয়। এক ঘণ্টার পর গা ধুইয়া জামা পরিধান করিবে। ক্রিয়া নিদ্রাকর, স্নায়ুর উগ্রতা নাশক।

৩০ * রাত্রে শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে মস্তক ধুইয়া, টুপি বা শুষ্ক বস্ত্রে আর্দ্র মস্তক বেষ্টন করিয়া শয়ন করিবে। প্রয়োজন হইলে দিবসেও ঐরূপ করা যায়। মাথা গরম বোধ হইলে, জলে ধৌত করিয়া আবৃত করিবে। নিদ্রাকর, স্বাস্থ্যজনক।

৩১ * মষ্টার্ড মিশ্র গরম জলে মেরুদণ্ড ক্ষণকাল মর্দ্দন করিয়া, গরম জলে ধুইবে তাহার উপর ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিবে।

৩২ * মষ্টার্ড মিশ্র গরম জলে জানুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া পরে উষ্ণ শুষ্ক ফ্লানেল দিয়া পদদ্বয় ঊর্দ্ধ দিগে ঘর্ষণ করিবে। বিবিধ শিররোগে ব্যবহার্য্য।

৩২ৡ * মষ্টার্ড মিশ্র গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া উরুদেশ

হইতে পদতল পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখিবে, যতক্ষণ জ্বালা বোধ না হয়। পরে নীচে হইতে উপর দিকে শুষ্ক বস্ত্র দিয়া ঘর্ষণ করিবে।

৩২ * জল শূন্য টবে বসিবে, পদদ্বয় অন্য একটা গরম জলের টবে রাখিবে। মেরুদণ্ডে ২ মিনিট কাল ঈষদুষ্ণ জল ঢালিয়া পরে তদপেক্ষা শীতল জল ঢালিয়া মুছিবে, মস্তকে শীতল জল দিবে। বডি বাণ্ডেজ পরিধান করিবে। বিবিধ নূতন ও পুরাতন রোগে প্রযোজ্য।

৩৩ ৮+৭ ইঞ্চ চতুষ্কোণ স্পঞ্জিওপেলিন উদরের উপর দিয়া দেহ বেষ্টন।

৩৪ পদদ্বয় দুই মিনিট কাল শীতল জলে ডুবাইয়া পরে শুষ্ক বস্ত্রে ঘর্ষণ ও পশমি মোজা পরিধান।

৩৫ পাঁচ সাত মিনিট কাল দুই পা গরম জলে ডুবাইয়া পরে শীতল জলে ধুইয়া মষ্টার্ড চূর্ণ শুষ্ক বস্ত্রে ঘষিয়া মোজা পরিধান করিবে।

৩৬ কটি, উদর, পা ৩০।৪০ মিনিট ফোমেণ্ট করিয়া, মষ্টার্ড চূর্ণ, আর্দ্র গরম তোয়ালে দিয়া ঘর্ষণ করিয়া মোজা পরিবে।

৩৭ স্নানের টবে বসিয়া ৮০ ডিগ্রির জল ৩।৪ ঘটি ক্রমে ক্রমে মেরুদণ্ডে ঢালিবে, পদদ্বয় গরম জলে থাকিবে, পরে মেরুদণ্ড শুষ্ক বস্ত্র দিয়া ঘর্ষণ, পেটে মষ্টার্ড মালিস ও প্যাড স্থাপন, পদে মোজা পরিধান।

৩৮ আর্দ্র তোয়ালে দিয়া গাত্র ঘর্ষণ, পেটে গরম প্যাড্, উর্দ্ধাঙ্গ সাবানের জলে মুছিয়া উষ্ণাবরণ, পদদ্বয়ে মোজা।

৩৯ * টবে ১০০ ডিগ্রির জলে ১০ মিনিট কাল বসা, বুক

পিট ও পেটে গরম প্যাড্, হস্তদ্বয় তৎকালে (জলে বসিয়া) জলে ডুবান। মাথা বাহিরে রাখিয়া কম্বলাবরণ, পরে (ঘর্ম্ম হইলে) সাবান জলে গা মুছিয়া, মোটা চাদর গায়ে দিয়া গাত্র ঘর্ষণ।

৪০ গরম জলের টবে ২ মিনিট বসিয়া শীঘ্র শীঘ্র গা মুছিয়া আবরণ।

৪১* ১ সংখ্যা প্রকরণ অর্থাৎ "ওএট্‌সিট প্যাকের" আবরণ সময়ে পেটের উপর ও পদে গরম প্যাড্ বা ফোমেণ্টিং ক্যান্ (২১) ও কম্বলের ভিতর ২।৩ টা গরম জল পূর্ণ বোতল স্থাপন। শীতকালে, বা যে রোগীর সহজে ঘর্ম্ম না হয় সেই স্থলে উপযোগী।

৪২ ৫ হইতে ১৫ মিনিট কাল গরম জলের টবে বসিয়া গাত্র মর্দ্দন, পরে সাবানের জলে গা মুছিয়া শুষ্ক মোটা চাদর গাত্রে ঘর্ষণ, দ্রুত পদচারণ।

৪৩* অল্প গরম জলে প্যাড দিয়া ২০ মিনিট কাল বুক পেট ফোমেণ্ট করিয়া, ভিজা তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া, শুষ্ক চাদর আবরণ ও ১০ মিনিট কাল ঘর্ষণ।

৪৪ আর্দ্র তোয়ালে দিয়া বুক, পিঠ আবরণ, ৫।৭ মিনিটের পর শুষ্ক চাদর আবরণ ও ঘর্ষণ।

৪৫* হাত পা ১০।১২ মিনিট কাল মষ্টার্ডযুক্ত গরম জলে ডুবাইয়া পরে শীতল জলে ধুইয়া শুষ্ক বস্ত্র দিয়া ঘর্ষণ ও পদদ্বয়ে মষ্টার্ড চূর্ণ মর্দ্দন। শিরোরোগে বিহিত।

৪৬ ৯০ ডিগ্রির জলে বসিয়া ৮ মিনিট বুক ও পৃষ্ঠে গরম

প্যাড, পদদ্বয় অন্য টবস্থ বেশী গরম জলে থাকিবে। পরে উঠিয়া মুঞ্চন ও আবরণ।

৪৭ ভিজা মোজা উপর পশমি মোজা পরিয়া শয়ন, প্রাতে পদতলে মষ্টার্ড ঘষিয়া, শীতল জলে ধুইয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক মোজা ব্যবহার বা খোলা পায়ে ভ্রমণ।

৪৮* ভিজা বস্ত্রে বুক পিঠ আবরণ, পেটের উপর স্পঞ্জি ও পেলিন ধারণ, অন্যান্য স্থান ফ্লানেল দিয়া জড়াইয়া রাখা। দুর্ব্বল রোগী, বক্ষঃ উদরাদি পীড়ায় হিতকর।

৪৯* পদদ্বয় গরম জলের টবে রাখিবে। একটা জলপাত্রে শীতল জল, অন্যটাতে ঈষদুষ্ণ জল লইয়া, পর্য্যায় ক্রমে জানুদেশ বা কোন পীড়িত সন্ধিস্থলে ক্রমে ক্রমে ২ মিনিট করিয়া ঢালিবে। সাবধান হইবে যেন টবের গরম জলে ঠাণ্ডা জল না পড়ে। ২।৩ বার জল পাতনের পর সেই সেই স্থান মুছিয়া শুষ্ক মষ্টার্ড চূর্ণ মালিস্ করিবে। উরুদেশে গরম প্যাড্ ধারণ। ১০ মিনিটের পর দুই পা (একে একে) উঠাইয়া গরম বস্ত্রে ঘষিয়া শুষ্ক করিবে। সন্ধি বাতের পক্ষে উপযোগী।

৫০ অঙ্গ বিশেষে ভিজা কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর গরম ফ্লানেল বেষ্টন।

৫১ * ক্রাইসিস ব্যাণ্ডেজ। ৩।৪ পাট কেলিকো বস্ত্র (অভাবে পুরাতন কাপড়) ভিজা, নিংড়াইয়া, বুক পেট পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার উপর ফ্লানেল ২ ফের জড়াইয়া রাখা। ২।৩ ঘণ্টার পর খুলিয়া ধুইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ আবৃত করিবে। আবরণ মধ্যে ব্রণাদি (যাহাকে ক্রাইসিস বলে) হইলে মৃদু হস্তে

গরম জলে ধুইয়া শ্লথ ভাবে (ঢিলা করিয়া) বাঁধিয়া রাখিবে। বক্ষঃ বা উদরাভ্যন্তরস্থ বহুবিধ পীড়ায় ব্যবহার্য্য। এইরূপ ক্রাই-সিস ব্যাণ্ডেজ দুই পায়ে (উরুদেশ হইতে পদগ্রন্থি পর্য্যন্ত) ব্যবহার করা যায়। ঊর্দ্ধাঙ্গের রস নীচে আসিয়া অনেক যান্ত্রিক পীড়ার উপশম করে।

৫২ ষ্টিম গ্রহণ কালে আবরণ মধ্যে ভিজা বস্ত্রে গাত্র মুঞ্চন।

৫৩ সমস্ত মেরুদণ্ডে ফ্লানেলাদি দ্বারা পটী বন্ধন।

৫৪ ৮০ ডিগ্রির জলে বস্ত্র দ্বারা গা মুঞ্চন ও আবরণ পরে ব্যায়াম।

৫৫ ১০ মিনিট গরম জলের টবে বসিয়া বুক পিঠ গরম প্যাডে আবরণ, মাথা ব্যতীত কম্বলাদি দিয়া দেহ আচ্ছাদন, পরে মুঞ্চন, ব্যায়াম।

৫৬ * **ঘায়ের পটি বন্ধন।** লিণ্ট বা পুরাতন বস্ত্র খণ্ড গরম জলে নিংড়াইয়া ক্ষতের উপর বসাইয়া তাহার উপর স্পঞ্জিও পেলিন অভাবে ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া রাখা। ২।৩৲ ঘণ্টা অন্তর নূতন পটি দিবে। ক্রমে তাপ কমাইয়া শীতল পটি দিতে হইবে।

৫৭ গরম ১০৫ ডিগ্রির মষ্টার্ডযুক্ত জলে মেরুদণ্ড মর্দ্দন পরে ঈষদুষ্ণ জলে, তদনন্তর ঐ স্থলে ফ্লানেলের গরম প্যাড ধারণ ও অঙ্গ বেষ্টন।

৫৮ * **লিভার প্যাক।** পাকাশয় (উপর পেটে) ও যকৃতের উপর ১০।১৫ মিনিট ফোমেণ্ট (১৯) তৎপরে মষ্টার্ড প্লাষ্টার (স্থান আরক্ত হওয়া মাত্র, ফোস্কা না হয়) পরে ঐ প্রদেশে ভিজা ন্যাকড়া বসাইয়া তাহার পর ১০ মিনিট কাল

ফোমেণ্টিং ক্যান্ (২১) ধারণ। পদতলে গরম জলের বোতল প্রয়োগ।

মষ্টার্ডযুক্ত গরম জলে জানু পর্য্যন্ত ডুবাইবে, ৮।১০ মিনিটের পর আর্দ্র গরম তোয়ালে দিয়া মুছাইয়া পরে শুষ্ক বস্ত্রে নীচে হইতে উপর দিগে ঘর্ষণ।

৬০। স্পঞ্জিওপেলিনের ভিতরদিগ গরম জলে ভিজাইয়া পেটের উপর ধারণ, বুকে শুষ্ক ফ্লানেল, সর্ব্বোপরি একখণ্ড ফ্লানেল বা বস্ত্র দিয়া বুক পেট পিঠ বাঁধিয়া রাখা।

৬১। পুলটিস। একটা পাতলা কাপড়ের থলি, তাহার ভিতর পাঁউরুটি, ময়দা, গমেরভুসি বা মসিনা-বাটা গরম গরম পুলটিস করিয়া, পীড়িত স্থলে সংলগ্ন রাখা। প্রয়োজন হইলে নীচে মষ্টার্ড চূর্ণ বা লঙ্কা মরিচ চূর্ণ দিতে হয়, পুলটিসের উত্তাপ অধিক্ষণ রাখিবার জন্য তদুপরি কম্বলাদি আবরণ দিবে।

৬২। * সাবান মিশ্র ৮০ ডিগ্রির জলে গা ধুইয়া শুষ্ক চাদর আবৃত করিয়া তদুপরি ঘর্ষণ করিবে। তখন পদদ্বয় শুষ্ক কম্বলাদির উপর থাকিবে। পরে শয়ন করিয়া শীতলজলসিক্ত হস্তে পেটের উপর ৩।৪ মিনিট কাল মৃদু হস্তে মর্দ্দন করিবে। মষ্টার্ড চূর্ণ দিয়া মর্দ্দন করিলেও ভাল হয়।

৬৩। প্রথম উষ্ণ জল পরে ঈষদুষ্ণ জলে মস্তক মুছিয়া সামান্য আবরণ।

৬৪। ঋতুভেদে শীতল বা উষ্ণজলের টবে বসিবে, পা বাহিরে থাকিবে। বুকপিঠ পেট ঐ জলে মর্দ্দন, পরে দাঁড়াইয়া গাত্র ঘর্ষণ করিয়া বেগে পদচারণ।

৬৫। গালিচা বা কম্বলে দাঁড়াইয়া ৮০ ডিগ্রি জলে গা মুছিয়া, চাদর গায়ে দিয়া তদুপরি ঘর্ষণ।

৬৬। প্রথম উষ্ণ জলের টবে বসিয়া গাত্র মর্দ্দন, ঐ জলের তাপ হ্রাস হইলে শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র ঘর্ষণ, আচ্ছাদন, পেটে মষ্টার্ড মর্দ্দন।

৬৭। ৮০ ডিগ্রি জলে বসা (পা বাহিরে) জানুদ্বয়ে গরম ফ্লানেল, ১০ মিনিট গাত্র ঘর্ষণ পরে পদে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া, গা মুছিবে ও পেটে মষ্টার্ড চূর্ণ মর্দ্দন করিবে।

৬৮। ৩০ সংখ্যা প্রয়োগ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে ফোমেণ্ট করা (২০। ২৫ মিনিট) তৎপরে শুষ্ক ফ্লানেল বা তুলা দিয়া চক্ষুঃ বাঁধিয়া রাখা। চক্ষুর প্রদাহ, জল পড়া প্রভৃতি অবস্থায়।

৬৯। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া সময়ে পদদ্বয় গরম জলে ডুবান, পরে মুছিয়া পদতলে মষ্টার্ড চূর্ণ মর্দ্দন।

৭০। একটা টবের ভিতর কম্বল খণ্ড বা গালিচাসন বিছাইয়া বসিবে। কটিদেশ পর্য্যন্ত শীতল জল টবে ঢালিবে। অন্য গরম জলের টবে দুই পা রাখিবে। শীতল জলে মেরুদণ্ড মর্দ্দন করিবে, উঠিয়া গাত্র মুঞ্চন, আবরণে শয়ন ও পেটে মষ্টার্ড মর্দ্দন। শীতল জলে ২ মিনিটের অধিককাল থাকিবে না।

৭১। পূর্ব্বমত, তবে জল ঈষদুষ্ণ হইবে।

৭২। পদদ্বয় মষ্টার্ডযুক্ত গরম জলে (পদ সন্ধির নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত) মষ্টার্ডচূর্ণ মেরুদণ্ডে মর্দ্দন।

৭৩। মষ্টার্ড মিশ্র গরমজলে হস্ত পদতল ডুবাইয়া ৫।৬ মিনিট কাল ঘর্ষণ, তুলিয়া মুঞ্চন ও শুষ্ক হস্তে মর্দ্দন।

৭৪* চিত হইয়া শয়ন করিয়া, পেটের উপর আর্দ্র বা শুষ্ক

কাপড় ৩।৪ পাট দিয়া ২০ মিনিট কাল ফোমেণ্টিং ক্যান্ (২১) বসাইয়া রাখিবে। মলবদ্ধতা নিবারণ জন্য।

৭৫ * পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনে। গরম গরম সাবানের ফেণা ৩।৪ মিনিট মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক বস্ত্রে মুছিবে। পরে পেটের উপর লঙ্কা বাটা বা মষ্টার্ড (জলে দ্রব করিয়া) মর্দ্দন করিয়া তদুপরি শুষ্ক ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিবে।

৭৬। হাত পা বা কোন অঙ্গে আর্দ্র কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর অইল ক্লথ দিয়া ফ্লানেল দিয়া বাঁধিবে। অঙ্গবিশেষের শীতলতা নিবারণ জন্য।

৭৭। উরু, হস্ত পদাদিতে মষ্টার্ডযুক্ত আর্দ্র গরম তোয়ালে, যতক্ষণ সহ্য হয়, বাঁধিয়া রাখিবে, পরে শুষ্ক বস্ত্রে, নীচে হইতে উপর দিগে ঘর্ষণ করিবে। বাত, সায়াটিকা প্রভৃতি বেদনার উপশম জন্য।

৭৮ * শীতল জলে মস্তক ধুইয়া, ভিজা বস্ত্রখণ্ড মাথায় জড়াইয়া, তাহার উপর শুষ্ক ফ্লানেল আবৃত করিবে। মাথা গরম বোধ হইলেই পুনর্ব্বার শীতল জলে ধৌত করণ। পদদ্বয় ১০।১২ মিনিট গরম জলে ডুবান। প্রাতে ও রাত্রে। বিবিধ শিরো-রোগে ফলপ্রদ।

৭৯। উপরোক্ত ক্রিয়া, অধিকন্তু পেটে ২০ মিনিট ফোমেণ্ট করা বা ফোমেণ্টিং ক্যান ধারণ।

৮০ * গরম আর্দ্র বস্ত্রে বুক পেট পিঠ জড়াইয়া কম্বলাচ্ছাদন তাহার উপর ফোমেণ্টিংক্যান্ (২১) ধারণ। বক্ষাদির সর্ব্ববিধ বেদনায় ব্যবহার্য্য।

৮১ * বক্ষ গলদেশ ১৫ মিনিট ফোমেণ্ট করিয়া, মুছিয়া তদুপরি মষ্টার্ড পটি, স্থান আরক্ত হইলেই খুলিয়া স্পঞ্জিওপেলিন বা ফ্লানেল দিয়া দৃঢ় বন্ধন। ব্রঙ্কাইটিস, সর্দ্দি প্রভৃতি বক্ষঃ ও গল-রোগে মহোপকারী।

৮২। মূত্রাশয়ের উপর মষ্টার্ড প্লাষ্টার তদনন্তর বডি ব্যাণ্ডেজ (২৮)

৮৩। ঈষদুষ্ণ, ভিতরদিগে আর্দ্র স্পঞ্জিওপেলিন পেটে দিয়া বাঁধিয়া রাখা।

৮৪। ৬১ সংখ্যা (পুলটিস) মূত্রাশয়ে প্রয়োগ।

৮৫। স্পঞ্জিওপেলিন দিয়া বুক পেট পিঠ বেষ্টন।

৮৬। যকৃৎ ও পাকাশয়ের উপর লঙ্কা বাটা মর্দ্দন।

৮৬½ কটি ও উরুদেশে লঙ্কা বাটা মর্দ্দন (কটিশূলে)

৮৬¾ মেরুদণ্ডে ও মূত্রাশয়ে লঙ্কা বাটা মর্দ্দন।

৮৭। অস্থি সান্ধিতে লঙ্কা বাটা মর্দ্দন।

৮৮। বক্ষেঃ ও স্কন্ধে ঐরূপ।

৮৯। ৯৬ ডিগ্রি জলের টবে বসিয়া পরে গাত্র মুঞ্চন, মর্দ্দন, পদচারণ।

৯০ * উত্তান শয়নে, উষ্ণজলে ভিজান তোয়ালে চারি পাট করিয়া সমস্ত পেটে দিবে, তদুপরি চারি পাট কম্বলখণ্ড। কম্বলের ভিতর (২১) রাখিবে। পদতলে ১॥০ ইঞ্চ মাত্র মষ্টার্ড পটি লাগাইবে। মাথায় শীতল জলের পটি। অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঈষদুষ্ণ জলে পেট ধুইয়া মষ্টার্ডচূর্ণ মর্দ্দন। শূল, অজীর্ণ, যকৃৎ ও অন্ত্র প্রদাহ প্রভৃতি বহুবিধ উৎকট রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

৯১। ওএট্‌সিট্‌ প্যাক (১) কালে পৃষ্ঠে গরম প্যাড্‌, কম্বল-

আবরণ, কম্বলের উপর, মূত্রাশয়ের স্থলে ফোমেণ্টিংক্যান্ (২১)। বিবিধ মেহ রোগে প্রযোজ্য।

৯২ * গলদেশের পটি। একখানা আর্দ্র রুমাল (৪ পাট) গলায় লাগাইয়া তাহার উপর শুষ্ক ফ্লানেল জড়াইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিবে। প্রাতে খুলিয়া, গলা গরম জলে ধুইয়া মুছিয়া তাহার উপর লঙ্কা বাটা বা মষ্টার্ড মালিস করিবে। আবার পূর্ব্বমত ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিবে।

জল চিকিৎসার উপকারিতা।

পূর্ব্বে জ্বর রোগীর পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া প্রাণান্ত হইলেও চিকিৎসক বিন্দুমাত্র শীতল জল পানের অনুমতি দিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান শতাব্দির প্রায়-মধ্যভাগে প্রিস্‌নিজ্ নামে কোন জর্ম্মান দেশীয় কৃষক দৈবক্রমে জলের রোগ নাশক গুণ আবিষ্কার করেন। প্রিস্‌নিজ নিজে শারীরক্রিয়ানভিজ্ঞ থাকায় তদনুষ্ঠিত কেবল শীতল-জল-প্রক্রিয়ায় সর্ব্বথা ফললাভ না হইলেও, অনেকে জলের অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিলেন। ক্রমশঃ সুনিপুন চিকিৎসকগণ তৎকার্য্যে যোগদান করাতে জল চিকিৎসার উন্নতি হইতে লাগিল। ইয়ুরোপখণ্ডের সকল রাজ্যেই অল্পাধিক ইহার আদর হইল। ডাঃ গলি, স্মেড্‌লি প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ স্ব স্ব চিকিৎসালয়ে সহস্র সহস্র উৎকট রোগাক্রান্ত লোককে বিনা ঔষধে শুদ্ধ জল-চিকিৎসায় ভাল করিয়াছেন। স্মেড্‌লি সাহেবের সপ্তদশ সংস্করণে ৯৫ হাজার জল-চিকিৎসার ইংরাজী পুস্তক ছাপা হইয়া বিক্রিত হইয়াছে।

আজ কাল জর্ম্মান দেশের ফাদার নিপ্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক (অথচ রোগ তত্ত্ববিৎ) স্বীয় বুদ্ধি-কল্পিত কএকবিধ জল-প্রক্রিযার গুণে লক্ষ লক্ষ লোককে বিমোহিত করিতেছেন। বিগত ৬ বৎসর মধ্যে তাঁহার রচিত পুস্তক, ৩৬ সংস্করণে দুই লক্ষ খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, ইয়ুরোপীযেরা নির্ব্বোধ নহে, জল চিকিৎসার অসাধারণ গুণ না দেখিলে, তাহারা মূল্য দিয়া পুস্তক লইবে কেন?

এই পুস্তকে যে প্রক্রিয়া গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সকলই, নিপ, গলি, স্মেড্‌লি, কিউন, ও এলিন্‌সনের অনুষ্ঠিত। চিকিৎসকগণ, জল প্রয়োগে বহুজ্ঞতা লাভ করিলে, অল্প সংখ্যক প্রক্রিয়ায় কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন।

জল-চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

চির-প্রচলিত ধাতু ও উদ্ভিজ্জ্যাদি ঘটিত ঔষধ ব্যবহার না করিয়া শুদ্ধ জল দ্বারা কিহেতু অত্যুৎকট, নূতন বা প্রাচীন রোগের শান্তি হয়, কি চিকিৎসক, কি রোগী, সকলেরই সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া বিধেয়। নতুবা, হয় তাঁহারা জল প্রয়োগে আদৌ ভীত হইবেন, না হয়, অযথা প্রয়োগে অশুভ ফল দর্শন হেতু এই মহতী চিকিৎসায় তাঁহাদের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ জন্মিবে। জল চিকিৎসার কতিবিধ তাৎপর্য্য নিম্নে বলা হইতেছে।

১। পীড়ার কারণ বিষয়ে ডাঃ বাবিটের মত (১৩৯ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতির যুগ্মশক্তি, শৈত্য ও উষ্মার অসমতাই পীড়া। রোগাবস্থায কোন অবয়বে শৈত্যের, কোথাও উষ্মার আধিক্য

উপলব্ধি হয়। শৈত্য-উষ্মবাহী জল ঐ দুই শক্তির সামঞ্জস্য পুনঃ স্থাপিত করিয়া দেয়, তাহাতেই বিকৃত লক্ষণ (পীড়া) অপনীত হয়।

২। প্রকৃতি-প্রদত্ত চারিটি পথ দিয়া, শরীরস্থ পরিত্যজ্য দুষ্ট রস বহির্গত হইয়া থাকে। যথা, বিষ্ঠারূপে পায়ু দিয়া, মূত্র-রূপে মূত্রনালী, কার্ব্বন মিশ্র বাষ্পরূপে ফুস্ফুস হইতে নাসিকা দিয়া ও স্বেদ (ঘর্ম্ম) রূপে চর্ম্মস্থ লোম কূপ দিয়া। ধুলা কর্দ্দমাদিতে ত্বক্ আচ্ছন্ন থাকিলে ঘর্ম্ম নিঃসরণের ব্যাঘাতে দেহ অসুস্থ হয়, তখন পবিত্রকারী জল দ্বারা ত্বক্ পরিষ্কৃত হইলে স্বেদ বহির্গত হইয়া দেহের জড়তা দূরীভূত হয়।

৩। স্নায়ু মণ্ডলের বৈদ্যুতিক শক্তিই, জীবনী-শক্তি বলিয়া পরিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভোজন-পান-বায়ু-রৌদ্র সেবনাদি প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমে, স্নায়ু-বলের হ্রাস হইলে, দেহস্থ যাবতীয় যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, তখন যথা-প্রয়োজন উষ্ণ-জল প্রয়োগে (আবলুসন, ফোমেণ্টিং, ভেপর, বডিব্যাণ্ডেজ প্রভৃতিতে) স্নায়ু শক্তির পুনরুদ্দীপন হইয়া দেহ প্রকৃতিস্থ হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, রোগীকে উষ্ণ জল প্রয়োগ করিবে। রোগ-শান্তি অনুভূত হইলে ক্রমশঃ জলের তাপ কমাইয়া শীতল জল সহ্য করাইতে হইবে। স্নান ও পানে শীতল জল ও আবৃত মস্তকে, গাত্রে প্রখর রৌদ্র-তাপ সহ্য হইলে, অনেক গুপ্ত রোগ, কৃশতা ও পীড়া-প্রবণতা দূর হইবে। অর্থাৎ সামান্য অত্যাচারেও লোককে পীড়াভিভূত হইতে হইবে না।

জল প্রয়োগের উক্ত ত্রিবিধ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে আর

জল ব্যবহারে ভয় থাকিবে না। এখন অনেক গৃহস্থ আমাদের চিকিৎসার সুফল দেখিয়া জল-প্রয়োগের বিলক্ষণ পক্ষপাতী হইয়াছেন।

সমকালে জল-চিকিৎসা ও বাইওকেমিক চিকিৎসার, ফল অধিকতর সন্তোষজনক, তবে কি সকল রোগী নির্ব্যাধী হইয়া এককালে অকাল মৃত্যু সংরুদ্ধ হইবে? এ কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, পশ্চাদুক্ত কতিবিধ রোগীর আরোগ্য পক্ষে বড়ই সন্দেহ।

১। যাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত দুষ্টরসে প্রধান প্রধান যন্ত্রের (ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, মূত্রাশয়, প্লীহা, মস্তিষ্কাদির) বিধান-বিকৃতি হইয়াছে।

২। বহুদিন যাবৎ রেচক-ঔষধ (জোলাপ), পারদ, দ্রাবক, সুরাসার, অত্যধিক কুইনাইন, সেঁকো, হরিতালাদিযুক্ত ঔষধ সেবন; রক্ত মোক্ষণ, ব্লিষ্টার ও বিবিধ উগ্র-গুণ মালিসের ঔষধে যাহাদের স্নায়ুর শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। যাহারা রীতিমত জল প্রক্রিয়ায় বিরক্তি ও অবিশ্বাস প্রকাশ করে।

৪। স্বেচ্ছাচারী, ভোজনাদি স্বাস্থ্য-নিয়ম-রক্ষণে অযত্নশীল রোগী।

৫। অতি বৃদ্ধ, মুমূর্ষু রোগী।

রোগ নিদান—ত্রিবিধ দোষ।

পুস্তকের অনুবন্ধে ডাঃ এল্কিন্সনের মতে, পিতৃ-মাতৃ দোষ,

আত্মকৃত-দোষ ও প্রতিবেশীর দোষ, এই ত্রিবিধ দোষ হইতেই যে পীড়ার প্রকাশ হয়, বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই—

১। পিতৃমাতৃদোষ। পিতা, মাতা বা তত্তৎ পূর্ব্ব-বংশানুপ্রাপ্ত অনেক রোগ পরবর্ত্তী বংশে প্রকাশিত হয়, যথা কুষ্ঠাদি রক্ত-বিকৃতি, যক্ষ্মা শ্বাস কাসাদি, গ্রহিণী, অর্শ, অজীর্ণাদি।

২। আত্মকৃত দোষ, নিজের কদাচার অর্থাৎ ভোজন পানাদির অত্যাচার।

৩। প্রতিবেশীর দোষ। প্রতিবেশীর বাটীর ভিতর যদি দুর্গন্ধময় মল-মূত্রাদি পূর্ণ কূপ থাকে, তদুত্থিত দূষিত বায়ুতেও নিকটস্থ লোকের পীড়া হয়।

যতদূর সম্ভব, পীড়ার দৃষ্ট কারণ দূর করিতে হইবে, তৎপরে ধীর ভাবে এই পুস্তক—লিখিত মতে রোগী চলিতে পারিলে ফল লাভে প্রায় বঞ্চিত হইতে হয় না। তবে রোগীর দুরদৃষ্ট-ভোগ নিবারণ করা, অখিল নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎপালক ভগবানের কৃপা ব্যতীত, ক্ষুদ্রাশয় মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কতিপয় বন্ধুর আগ্রহাতিশর্য্যে শীঘ্র শীঘ্র পুস্তক খানি মুদ্রিত করিতে হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে, শিশু চিকিৎসা ও স্ত্রী-রোগ-চিকিৎসা বিবৃত হইবে। কেবল তাহা নহে, নৈসর্গিক নিয়মে রোগ দমন, ও তৎপ্রতিষেধের আরও অনেক বিষয় বলা অবশিষ্ট রহিল। দ্বিতীয় খণ্ডও মুদ্রিত হইতেছে, বোধ হয় এক মাস মধ্যে ছাপাকার্য্য শেষ হইবে।

ভবরোগ-শান্তি।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই, দৈহিক অরোগীতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মূল, এই চির প্রসিদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার দেহই যাবতীয় ব্যাধির মন্দির স্বরূপ, এ কথাও মিথ্যা নহে। সেই জন্য যেরূপে থাকিলে দেহে পীড়ার প্রকাশ না হয়, অপিচ পীড়ার অনুভূতি হইলেও কএকটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যবিৎ পণ্ডিতের অনুষ্ঠিত অথচ পরীক্ষায়-পরিজ্ঞাত যে যে সহজ নৈসর্গিক উপায়ে আরোগ্যলাভ হয়, তৎসমস্ত এই গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কথা এই যে মানবদেহ রোগ শূন্য হইলেও উহাতো চিরস্থায়ী নহে, শত বর্ষাধিককাল জীবিত থাকিলেও পরিণামে এই পাঞ্চভৌতিক দেহের তো ধ্বংশ হইবেই। আমরা (মানব মাত্রেই) এই ভূমণ্ডলে জন্মলাভ করিয়া শৈশব, কৌমারাবস্থা, ক্রমে যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও জরা দশা ভোগ করিয়া অন্তে গতাসু হই। যৌবনাদির ন্যায় মৃত্যুও দেহের অবস্থাবিশেষ মাত্র। মৃত্যু অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী। মরণান্তে, দেহ দগ্ধ হইলে ভস্ম, ভূগর্ভে প্রোথিত হইলে ক্রিমি, আর সংকারাভাবে শ্ব-শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, এই "সোনার" দেহ বিষ্ঠাতে পরিণত হয়। তবে বিষ্ঠা ক্রিমি ও ভস্মে-পরিণামশীল এই দেহকে এত যত্নে রক্ষা করিবার যে একটি মহান্ উদ্দেশ্য আছে, নরনারী, যুবা বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই তৎপ্রতি লক্ষ্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্য বিষয় নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

ক্ষেত্রজ্ঞ জীব এই প্রাকৃত দেহরূপ আবাস গৃহে স্থিতি করিয়া,

অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিবেন এইটিই বেদ-শাস্ত্রাদির মুখ্য তাৎপর্য্য। যদি দেহীর ঐ রত্ন লাভের চেষ্টা (সাধন) থাকে তবে দেহের প্রতি সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা বিহিত, নতুবা এ ভূতের গৃহকে "আমার আমার" বলা ভূতগ্রস্থ লোকের প্রলাপ মাত্র।

মানুষ যতই সম্পত্তিশালী, সু-বেশ, হাস্যমুখ, ও বাহ্য-দৃষ্টিতে সুখী বলিয়া লক্ষিত হউন না কেন, সকলেরই, (যুবা, পণ্ডিত, ধনী, প্রায় সকলেরই) একটি অত্যুৎকট, দুর্ণিবার, অতিগূঢ় রোগ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেটিকে সাধারণ্যে ভবরোগ বলে। শোক, নৈরাশ্য, হিংসা, দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া, ভয়, অন্তর্গ্লানি ইত্যাদি চিত্ত-সন্তাপই সেই ভব-রোগের লক্ষণ। আমাদের মধ্যে কাহার কাহার সে রোগ এতদূর বিষমতা লাভ করিয়াছে, যে অহর্নিশি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তথাপি চেতনা-শূন্যপ্রায় হইয়া রোগ অনুভব করিতে পারি না। আবার কেহ কেহ আপনাকে রোগাক্রান্ত জানিয়াও তৎপ্রতিকার বিষয়ে ঔদাসিন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভব-ব্যাধির দুঃসহ তাপ অনুভব করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসক ও তৎসমীপে-লভ্য অব্যর্থ ঔষধ লাভের জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান রোগীরাই অচিরে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবেন।

সহভোগী—রোগীগণ, আপনারা জানেন কি, সে অব্যর্থ ঔষধ কি ও কোন্ চিকিৎসকের নিকট পাওয়া যায়?

ভ্রাতৃগণ! সুদারুণ, মর্ম্মভেদী ভব-তাপ শান্তির একমাত্র উপায় প্রেমলক্ষণা ভগবদ্ভক্তি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিনম্র মস্তকে ভগবচ্চরণ সেবী সাধুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, তন্মুখারবিন্দনিঃসৃত

সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের গুণকথা-রূপ মকরন্দ-পানে পাপ তাপাদি সমস্ত অশুভ প্রশমিত হয়। সাধুসঙ্গের গুণ নাকি বর্ণনাতীত। সর্ব্বজীবে দয়া, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বহিরভ্যন্তর শৌচ, বিষয়ে (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে) অন্তর্বৈরাগ্য, আত্মপর ব্যক্তিতে সমভাব, স্থির চিত্তে ভগবানের নাম কীর্ত্তন, বৃথাবাক্য-শ্রবণ ও কথন-পরিত্যাগ, নীচ সঙ্গ-বর্জ্জন, ইত্যাদি সদাচারের অনুষ্ঠান সাধুসঙ্গ হইতেই হয়। তদনন্তর মনোদর্পণের মলিনতা দুরীভূত হইয়া স্বচ্ছ চিত্তে ভগবানের প্রেমমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব অনুভূত হয়। কোন সাধুর মত এই—অগ্রে, শাস্ত্র ও সাধু বাক্যে বিশ্বাস, পরে সাধু সঙ্গ, তদনন্তর তদুপদেশ মতে ঈশ্বর ভজন, ক্রমে শোক মোহাদি অনর্থ নিবৃত্তি, ভগবানে বিমল রতি, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব ইত্যাদি আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তবে আসুন, আমরা সকলে দুরত্যয় ভবতাপ নিবারণের মহৌষধ (ভগবৎ প্রেম) লাভ জন্য হরিচরণাশ্রিত সাধুজনের সঙ্গ আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।